NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৫ নিয়োগ পরীক্ষায় নয়া সুপ্রিম নির্দেশ, ফর্ম ফিলাপের মেয়াদ সাত দিন বৃদ্ধি

কলকাতায় মেট্রোর তিন নতুন রুট উদ্বোধনে প্রস্তুতি ৫

কলকাতা ২২ অগস্ট ২০২৫ ৫ ভাদ্র ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ৭৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 22.08.2025, Vol.19, Issue No. 73, 8 Pages, Price 3.00

তিন মেট্রোপথের উদ্বোধনে সংযোগ বিস্তীর্ণ কলকাতার

মোদীর অপেক্ষায় মহানগর, ‘বিজেপির অপেক্ষায় বাংলা’

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাস তিনেকের মধ্যে তৃতীয় বার পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শেষ দু’টি সফরের মতো এ বারও প্রথমে প্রশাসনিক সভা, তার পরে রাজনৈতিক। কিন্তু এ বার প্রশাসনিক কর্মসূচি থেকে একাধিক বড় প্রকল্পের উদ্বোধনের কথা থাকলেও প্রায় সব শিবিরেই কৌতূহল তুলনায় বেশি মোদীর রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘিরে। আগামী বছরেই বিধানসভা নির্বাচন। তাই শুক্রবার দমদম সেন্ট্রাল জেল ময়দানের রাজনৈতিক সমাবেশের মঞ্চ থেকে মোদী কী বলবেন, কতটা আক্রমণাত্মক হবেন বা কোন কোন আশ্বাসবাণী শোনাবেন, তা শোনার আগ্রহ বাড়ছে।

কলকাতায় এসে তিন মেট্রো রুটের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার আগে তিনি এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে আসন্ন সফর নিয়ে উন্নয়নের বার্তা দিলেন তিনি। জোড়া পোস্টে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলকেও নিশানা করেছেন মোদি। তাঁর দাবি, বাংলা পরিবর্তনের অপেক্ষায়, বিজেপির ক্ষমতায়

আসার অপেক্ষা করছেন বঙ্গবাসী। তার কারণ, বিজেপির উন্নয়নযজ্ঞের সুফল পেতে আগ্রহী সকলে। বিশেষত যেখানে বাংলার জন্য উন্নয়ন চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি।

প্রধানমন্ত্রী জানান, এদিন একাধিক মেট্রো পরিষেবার সূচনা হবে। তার মধ্যে রয়েছে নোয়াপাড়া,জয় হিন্দ বিমানবন্দর, শিয়ালদহ, এসপ্লানেড এবং বেলেঘাটা, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় রুট। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, এই পরিষেবাগুলি চালু হলে বিমানবন্দর থেকে শহরের বিভিন্ন অংশ এবং আইটি হাব এলাকায় যাতায়াত আরও সহজ হবে। এছাড়া এদিন তিনি বিজেপি কার্যকর্তাদের এক মিছিলে অংশ নেবেন বলেও জানান।

শুধু অবকাঠামো উন্নয়ন নয়, রাজনীতিতেও বিজেপির ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন। মোদীর বক্তব্য, ‘আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি কলকাতায় বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে সমাবেশে যোগ দেওয়ার। প্রতিদিন তৃণমূলের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে। উন্নয়নের এজেন্ডা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এখন আশার চোখে বিজেপির দিকে তাকিয়ে।’

এক্স হ্যান্ডল পোস্টে মোদীর আরও বক্তব্য, দিনদিন তৃণমূলের প্রতি জনরোষ বাড়ছে। আর তাই বঙ্গবাসী অপেক্ষা করছে বিজেপির ক্ষমতায় আসার। কারণ, তাঁরা বিশ্বাস করেন যে বিজেপি ক্ষমতায় এলেই আসল উন্নয়ন হবে। শুক্রবার নয়া মেট্রো রুটের উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী মোদী মেট্রো সফর করবেন বলে খবর। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। কিন্তু নীতিগত বিরোধের কারণে তিনি সেই অনুষ্ঠানে যাবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

জিএসটির হারে বড় পরিবর্তনে সায় মন্ত্রিগোষ্ঠীর

কেন্দ্রের প্রস্তাব, ৫ ও ১৮ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২১ অগস্ট: গত ১৫ অগস্ট লালকেল্লা থেকে স্বাধীনতা দিবসের ভাষণেই জিএসটি সংস্কারের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দীপাবলির আগেই নতুন জিএসটি ব্যবস্থা চালু হয়ে যাবে বলে জানান তিনি। সেই অনুযায়ী সরকার তৎপর। বৃহস্পতিবারের বৈঠকে জিএসটি হার চার থেকে দুই-তে নামিয়ে আনার প্রস্তাব দেয় কেন্দ্র। বর্তমানে ৫, ১২, ১৮ এবং ২৮ শতাংশ হারে জিএসটি প্রচলিত রয়েছে। কোনও কোনও পণ্যে জিএসটি শূন্য। কেন্দ্রের প্রস্তাব, এ বার থেকে জিএসটি হবে শুধু পাঁচ এবং ১৮।

পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবে সায় দিল মন্ত্রীগোষ্ঠী। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, এখন থেকে চারের পরিবর্তে শুধু দু’টি হারে জিএসটি নেওয়া হবে। পাঁচ শতাংশ এবং ১৮ শতাংশ। ১২ এবং ২৮ শতাংশের জিএসটি হার তুলে দেওয়া হচ্ছে। তবে পৃথক বন্দোবস্ত করা হচ্ছে ক্ষতিকর এবং অতিবিলাসী পণ্যের জন্য। সেই তালিকায় থাকতে পারে মদ, সিগারেট, বিলাসবহুল গাড়ি প্রভৃতি। এই সমস্ত পণ্যে সরকার সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ কর নেওয়া হবে বলে ঠিক করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গে ছয় সদস্যের মন্ত্রিগোষ্ঠীর বৈঠক ছিল। তাতে জিএসটি সংস্কার নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মন্ত্রিগোষ্ঠীতে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও। জিএসটি সংস্কারের এই প্রস্তাব এর পর জিএসটি কাউন্সিলে যাবে। আগামী সেপ্টেম্বরে জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে কিছু পণ্যে বিশেষ ৪০ শতাংশ কর চাপানো হবে। সূত্রের খবর, সেই ক্ষতিকর এবং অতিবিলাসী পণ্যের তালিকায় থাকবে মদ, সিগারেট, বিলাসবহুল গাড়ি। এ ছাড়া, বিভিন্ন মাদক দ্রব্য, ঠান্ডা পানীয়, ফাস্ট ফুড, কফি, চিনি, এমনকি পর্নোগ্রাফিকেও সর্বোচ্চ করের তালিকায় ফেলা হতে পারে। এগুলিকে ‘সিন ট্যাক্স’ বলা হচ্ছে। যে সমস্ত পণ্যের বিক্রি বা ব্যবহার সরকার কমাতে চায়, সাধারণ মানুষকে নিরুৎসাহ করার জন্য তার উপর এই বিশেষ কর চাপানো হয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি চন্দ্রিমা জানান, জিএসটি সংস্কারের ফলে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির রাজস্ব আদায় কতটা কমবে, কতটা রাজস্ব ক্ষতি হবে, সে বিষয়ে কেন্দ্রের প্রস্তাবে কিছু বলা হয়নি। বিষয়টিতে আলোকপাত করতে চেয়েছেন চন্দ্রিমা। রাজস্ব ক্ষতি কমানোর জন্য ক্ষতিকর পণ্যে ৪০ শতাংশের পরেও বাড়তি কিছু করের প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। এখনও সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি। এ ছাড়া, জীবন বিমা এবং স্বাস্থ্যবিমার উপর জিএসটি পুরোপুরি প্রত্যাহারের যে প্রস্তাব কেন্দ্র দিয়েছে, তা নিয়েও বক্তব্য জানিয়েছেন চন্দ্রিমা।

পুলিশে রদবদল

■ **পুজোর মুখে পুলিশের শীর্ষস্তরে বড়সড় রদবদল করল নবান্ন। বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, একাধিক জেলায় পুলিশ সুপার এবং কমিশনারেটের ডিসি পদে নতুন নিয়োগ হয়েছে। সব মিলিয়ে ডায়মন্ড হারবার ও ব্যারাকপুর-সহ মোট ছ’টি জেলা ও কমিশনারেটের শীর্ষ পদে পরিবর্তন করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, কালিম্পংয়ের পুলিশ সুপার শ্রীহরি পাণ্ডেকে এসএস, আইবি করা হয়েছে। তাঁর জায়গায় কালিম্পংয়ের নতুন পুলিশ সুপার হলেন অপরাজিতা রাই।**

নতুন সিপি

■ **দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার উপর হামলার ঘটনার এক দিন পরেই সরিয়ে দেওয়া হল পুলিশ কমিশনার (সিপি) এসবিকে সিংকে। তাঁর জায়গায় নতুন সিপি হলেন সতীশ গোলচা। ১৯৯২ ব্যাচের আইপিএস অফিসার সতীশ গোলচা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে দিল্লি পুলিশের দায়িত্ব এখন তিনিই সামলাবেন।একটি সার্কুলার জারি করে বলা হয়েছে, ‘দিল্লির নতুন পুলিশ কমিশনার হিসাবে নিয়োগ করা হচ্ছে আইপিএস সতীশ গোলচাকে। বর্তমানে তিনি কারা বিভাগের ডিজি পদে কর্মরত।’**

ওবিসি শংসাপত্র তৃণমূলের রাজনৈতিক অস্ত্র: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বৃহস্পতিবার নিজের এক্স হ্যান্ডলে এক বিস্ফোরক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর প্রশাসনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে ওবিসি শংসাপত্রকে তৃণমূল কংগ্রেস রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।

শুভেন্দু অভিযোগ করেন, তৃণমূল নেতারা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে ভুয়ো ওবিসি শংসাপত্র দাখিল করে সংরক্ষিত আসনগুলিতে অবৈধভাবে নির্বাচিত হচ্ছেন। এর উদাহরণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুর ব্লকের ঈশ্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান খুকুরানি মণ্ডল ঘোড়াইকে। শুভেন্দুর দাবি, ভুয়ো শংসাপত্রের ভিত্তিতে তিনি ওবিসি আসন থেকে জিতে আসেন, এখন প্রধান পদ ছাড়াও পঞ্চায়েত সদস্যের পদও খোয়াতে বসেছেন।

তাঁর বক্তব্য, ‘এটি হিমশৈলের চূড়া মাত্র। নিরপেক্ষ তদন্ত হলে রাজ্য জুড়ে হাজার হাজার খুকুরানি মণ্ডল ঘোড়াই ধরা পড়বেন।’ শুভেন্দুর অভিযোগ, এই সমস্ত ভুয়ো শংসাপত্র পাইয়ে দিয়েছে মমতার প্রশাসন, মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ নির্দেশে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, রাজনৈতিক স্বার্থে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু দলীয় নেতাদের নয়, মুসলিম সম্প্রদায়কে তোষণ করার উদ্দেশ্যে বেআইনিভাবে ওবিসির সুবিধা পাইয়ে দিয়েছেন। এর ফলে প্রকৃত ওবিসি সম্প্রদায় সরকারি চাকরি ও শিক্ষায় বঞ্চিত হচ্ছে।

শুভেন্দুর দাবি, এই অপব্যবহারের ফলেই রাজ্যে বর্তমান শিক্ষাসংকট তৈরি হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট সরকারের প্রণীত বিতর্কিত ওবিসি তালিকা বাতিল করলেও সরকার রায় মানেনি, বরং মামলাকে দীর্ঘায়িত করেছে। এর জেরে উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশের তিন মাসের বেশি সময় কেটে গেলেও সরকারি কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়নি, জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফলও প্রকাশিত হয়নি। প্রায় পাঁচ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে।

শুভেন্দু ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গের তরুণ প্রজন্ম আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোষণনীতি ও ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির বলি। ওবিসি সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্যকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণ অসৎ উদ্দেশ্যে নিম্ন মানের রাজনীতি করছেন।’

নতিস্বীকার, সাসপেন্ড ৫ আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকায় অনিয়মের জেরে অবশেষে কড়া পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই ডব্লিউবিসিএস-সহ চার জন আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয়েছে। পাশাপাশি, চুক্তিভিত্তিক এক ডেটা এন্ট্রি অপারেটরকেও সাসপেন্ড করার পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তবে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে সমস্ত অভিযুক্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়নি।

নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ গত সপ্তাহে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে দিল্লিতে ডেকে জানিয়ে দিয়েছিল, ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় অনিয়ম ও গাফিলতির অভিযোগে অভিযুক্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে রাজ্যকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। সেজন্য সময়সীমা বেঁধে দেয় কমিশন। কমিশনের কড়া নির্দেশের পরই তৎপর হয় রাজ্য প্রশাসন। সেই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের কথা জানানো হয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, রাজ্যের একাধিক জেলায় ভোটার তালিকায় ‘ডুপ্লিকেশন’, মৃত ব্যক্তির নাম বাদ না দেওয়া, ঠিকানা বিভ্রাট, এমনকি অকারণে বৈধ ভোটারদের নাম কেটে দেওয়ার মতো অনিয়ম ধরা পড়ে। কমিশন জানিয়ে দিয়েছিল, এ সব ক্ষেত্রে দায়িত্বে গাফিলতি প্রমাণিত হলে তা মেনে নেওয়া হবে না। কমিশনের পর্যবেক্ষণ, ভোটার তালিকা প্রস্তুতির মতো স্পর্শকাতর কাজে কোনও শৈথিল্য বরদাস্তযোগ্য নয়।

উল্লেখযোগ্য ভাবে, কমিশনের নির্দেশে পাঁচ জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলেও, এফআইআর হয়েছে কেবলমাত্র চুক্তিভিত্তিক ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের বিরুদ্ধে। নবান্ন সূত্রে ব্যাখ্যা, অন্য আধিকারিকদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভাবে সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে তদন্তে দোষ প্রমাণিত হলে ফৌজদারি পদক্ষেপও হতে পারে।

রাজনৈতিক মহলে এর প্রভাব পড়েছে ইতিমধ্যেই। বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, ‘রাজ্য ইচ্ছাকৃতভাবে ভোটার তালিকায় গোলমাল করেছে। শুধু সাসপেনশন দিয়ে দায় এড়ানো চলবে না।’

আমেরিকার শুল্কে হতবাক নয়াদিল্লি, ব্যাখ্যা জয়শঙ্করের

মস্কো, ২১ অগস্ট: রাশিয়ার কাছ থেকে খনিজ তেল কেনায় ভারতের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে আমেরিকা যে যুক্তি দিয়েছে, তাতে হতবাক নয়াদিল্লি। বৃহস্পতিবার মস্কো থেকে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সে কথা জানিয়েছেন। রুশ বিদেশমন্ত্রী সেরগেই লাভরভের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন তিনি। তার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সেখানে আমেরিকার শুল্ক সংক্রান্ত হুমকি নিয়ে জয়শঙ্করকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি জানিয়েছেন, মার্কিন যুক্তিতে তিনি অবাক। তার তিনটি কারণও দেখিয়েছেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথমে ভারতীয় পণ্যে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিলেন। সেই শুল্কহার কার্যকর হয়ে গিয়েছে। পরে তিনি জানান, রাশিয়ার কাছ থেকে খনিজ তেল কেনার কারণে ‘জরিমানা’ হিসাবে ভারতে আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। ফলে ভারতীয় পণ্য আমেরিকায় রপ্তানি করতে হলে দিতে হবে ৫০ শতাংশ শুল্ক। ২৭ অগস্ট থেকে নতুন হার কার্যকর হওয়ার কথা। এ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সরাসরি আমেরিকার শুল্কের কথা তোলেননি জয়শঙ্কর। তিনটি কারণ দেখিয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা রাশিয়ার তেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা নই, সবচেয়ে বড় ক্রেতা চিন। আমরা রাশিয়ার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি এলএনজি (তরল প্রাকৃতিক গ্যাস) আমদানি করি না। আমি যত দূর জানি, সেটা করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ২০২২ সালের পর থেকে রাশিয়ার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি বাণিজ্যিক অগ্রগতি আমাদের হয়নি, হয়েছে দক্ষিণের কিছু দেশের।’

জয়শঙ্কর আরও বলেন, ‘গত কয়েক বছর ধরে আমেরিকানেরা বলে চলেছেন, বিশ্বের জ্বালানি বাজার স্থিতিশীল করতে আমাদের যা করার করতে হবে। ঘটনাচক্রে, আমরা কিন্তু আমেরিকার কাছ থেকেও তেল কিনে থাকি এবং সেই পরিমাণ আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সত্যি কথা বলতে, এ নিয়ে যে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে, আমরা তাতে হতবাক।’

কেরলে গণধর্ষিতা বাংলার পরিযায়ী

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেরলে কাজ করতে গিয়ে গণধর্ষণের শিকার বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক। সূত্রে খবর, কলকাতা লাগোয়া মহেশতলা সন্তোষপুর ১৬ বিঘা বস্তির ১২ -১৩ জনের পরিবারের সদস্য গিয়ে কেরলে থাকেন। সেখানেই বিভিন্ন ধরনের কাজ করেন এই সব পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের হাত ধরেই সন্তোষপুর ১৬ বিঘা বস্তির একটি মেয়ে ছ’মাস আগে তাঁর দাদু দিদার কাছে কেরলে থাকবার জন্য যায়। কেরলে রামা নাট্যু এলাকায় থাকেন তাঁরা।এরপর দেড় মাস আগে একটি শপিংমলে জামা কাপড় ভাঁজ করবার কাজ পান এই কিশোরী।পরিবার সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার যখন কাজে বের হন, তারপর থেকে তিনি আর বাড়িতে ফেরেননি। পরিবারের তরফ থেকে বাড়ির মেয়ে না-ফেরায় ফেরকা থানায় অভিযোগও করা হয়। এরপর বুধবার বিকেলের দিকে নির্যাতিতা বাড়িতে ফেরেন রক্তাক্ত বিধ্বস্ত অবস্থায়। পরিবারের দাবি, মেয়েটি তাঁর পরিবারকে জানান, শপিংমলে কাজ থেকে ফেরার সময় তাঁকে নাকের মধ্যে রুমাল চেপে অজ্ঞান করে অপহরণ করা হয়। যখন তাঁর জ্ঞান ফেরে তখন তিনি বুঝতে পারেন তিনি একটি ঘরের মধ্যে বন্দি। তাঁর ঘরে প্রায় কুড়িজন লোক ছিল বলেও দাবি। এরপর অজ্ঞান করে গণধর্ষণ করা হয়। এই ঘটনায় শরীরে একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্নও মেলে। নির্যাতিতার পরিবারের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে, নির্যাতনের পর যখন তরুণীর জ্ঞান ফেলে, তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়, যেন কেরল ছেড়ে তাঁরা চলে যান।

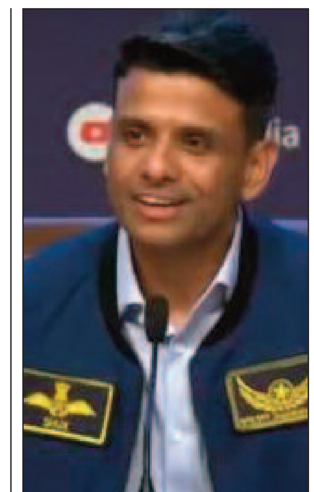

বর্ষশেষেই গগনযানের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ

নয়াদিল্লি, ২১ অগস্ট: মহাকাশে মানুষ পাঠাতে চলেছে ভারত। চলতি বছরের ডিসেম্বরেই ‘গগনযান’ নামে প্রকল্পে সেই যানটির পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ হবে বলে জানিয়ে দিল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)। সদ্য দেশে ফেরা নভশ্চর শুভাংশু শুক্লও জানান, ভারত তাদের নিজস্ব মানববাহী মহাকাশ অভিযানের জন্য সবরকমভাবে প্রস্তুত। ইসরোর প্রধান ভি নারায়ণন নিশ্চিত করেছেন, চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসে গগনযানের প্রাথমিক স্তরের পরীক্ষামূলক অভিযান শুরু করবে ইসরো।

বৃহস্পতিবার শুভাংশুও সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ভারত এই অভিযানের জন্য সব রকম ভাবে তৈরি। এখন শুধু অপেক্ষার পালা। শুভাংশু বলেন, ‘এটা আমাদের কাছে বড় জয়। ইসরো প্রস্তুত। সারা ভারত এই স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে প্রস্তুত।’ ইসরো-র আর এক নভশ্চর পি বালাকৃষ্ণন নায়ার একই সুরে বলেন, ‘এটা কোনও ছোটখাটো কৃতিত্ব নয়! আমাদের সময় এসেছে। ভারত মানব মহাকাশ অভিযানের জন্য তৈরি।’

এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে শুভাংশু বলেন, মহাকাশযাত্রা প্রশিক্ষণের তুলনায় একদম ভিন্ন। তিনি আরও জানান, ‘এই মিশন গোটা দেশের মিশন। শিক্ষাক্ষেত্রে যা শেখা যায় তার থেকে গোটা অভিজ্ঞতাটা একেবারেই আলাদা। এ এক অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা।’ পাশাপাশি, ভারত সরকার, ইসরো এবং গবেষকদের ধন্যবাদও দিয়েছেন শুভাংশু।

২০১৮ সালের ১৫ অগস্ট স্বাধীনতা দিবসের কর্মসূচিতে ইসরোর প্রথম মনুষ্যবাহী গগনযান প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইসরোর তৎকালীন চেয়ারম্যান কে সিভন জানিয়েছিলেন, ২০২২ সালে ওই অভিযান হবে। মহাকাশের ৪০০ কিলোমিটার কক্ষপথে মানুষকে পাঠানোর যে পরিকল্পনা, তার অঙ্গ হিসাবে পরীক্ষামূলক ভাবে মহাকাশে মানববিহীন গগনযানও পাঠায় ইসরো। মহাকাশচারীদের মহাকাশে পাঠানোর পর কী ভাবে তাঁদের নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা যায়, খুঁটিয়ে দেখা হয় তা-ও। তার পর থেকে অবশ্য ক্রমশই পিছিয়েছে গগনযানের উৎক্ষেপণ। শেষমেশ ইসরো জানিয়েছে, সব ঠিক থাকলে দু’-এক বছরের মধ্যেই মহাকাশে নভশ্চর পাঠাবে ভারত। গগনযানে সওয়ার হয়ে মহাকাশে পাড়ি দেবেন চার নভশ্চর, বালাকৃষ্ণন নায়ার, অঙ্গদ প্রতাপ, অজিত কৃষ্ণন এবং শুভাংশু। এই প্রকল্প যদি সফল হয়, তা হলে নিজস্ব প্রযুক্তিতে মহাকাশে নভশ্চর পাঠানোর দৌড়ে আমেরিকা, রাশিয়া, চিনের পরে চতুর্থ দেশ হিসাবে নাম জুড়বে ভারতের।

দুর্যোগের ঘূর্ণাবর্তে নাজেহাল দক্ষিণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার উপরে তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। এর প্রভাবে নিম্নচাপ তৈরি হবে। তাতেই সমুদ্র উত্তাল হবে। শনিবার পর্যন্ত বাংলা-ওড়িশা উপকূলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, আগামী সোমবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি সব জেলার বেশিরভাগ অংশে। উপকূল ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে। বৃষ্টির সঙ্গে বইবে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। এর গতি থাকবে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার। এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় শুক্রবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।

এদিকে এই ঘূর্ণবর্তের জেরে বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টি চলে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া এবং ঝাড়গ্রামে। বৃহস্পতিবার দুপুর গড়াতেই তুমুল বৃষ্টি শুরু হয় কলকাতা-সহ শহরতলিতে। দু’ঘণ্টায় ১০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হয়েছে কলকাতার বেশ কিছু অংশে। কলকাতা পুরসভার দেওয়া হিসাব অনুযায়ী বালিগঞ্জে দুপুর এক’টা থেকে তিনটের মধ্যে ১০৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। ওই একই সময়ে যোধপুরপার্কে হয়েছে ১০৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত। তপসিয়ায় ৯৩ মিলিমিটার, গড়িয়ার কামডহরিতে ৬৭ মিলিমিটার, চেতলায় ৬২ মিলিমিটার, ধাপা এবং দক্ষিণের কুদঘাটে ৬১ মিলিমিটার, কালীঘাটে ৫৭ মিলিমিটার, চিংড়িহাটায় ৪৯ মিলিমিটার এবং তারাতলায় ৪৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। কলকাতায় জলমগ্ন। দক্ষিণ কলকাতায় বেশ কিছু রাস্তায় এক ঘণ্টার বৃষ্টিতেই জমে যায় প্রচুর জল।

এর পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, কলকাতায় বৃহস্পতিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থিল ২৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বুধবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৫ থেকে ৯৭ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২৬ ডিগ্রি থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। বৃষ্টি হয়েছে ১৩.২ মিলিমিটার।

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে জারি হয়েছে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। সঙ্গে জানানো হয়েছে দার্জিলিং থেকে কোচবিহার পর্যন্ত পাঁচ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে সোমবার পর্যন্ত। শনি ও রবি বৃষ্টি বাড়তে পারে নিচের দিকে জেলা মালদহ ও দিনাজপুরে। উত্তরবঙ্গের আট জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২১/০৮/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩১ নং এফিডেভিট বলে আমি Husna Begum W/o. Babu Ali ও Hasina Bibi W/o. Babu Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৮/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Mrinal Das S/o. Sonatan Das ও Mrianl Das S/o. S. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম/পদবী পরিবর্তন

আমি Sudharani Ghosh আমার বিবাহ পূর্বে নাম ছিল Sudharani Mitra। গত ১৯.০৮.২০২৫ তারিখে ব্যারাকপুর কোর্টের নোটারি এফিডেভিটে আমি Sudharani Ghosh w/o Late Dwijendra nath Ghosh and Sudharani Mitra D/o Late Jatindra Nath Mitra উভয় একই নাম একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলো।

AFFIDAVIT

I, Purnachandra Pattanayak S/O Kenaram Pattanayak R/O Adasimla, Sabang, Dist- Paschim Medinipur declare vide Affidavit no 16484 on 14.08.25 before JM 1st Class at Midnapore that Purnachandra Pattanayak & Purna Pattanayak both are same, one & Identical Person.

AFFIDAVIT

I, Abdul Majid Sekh S/O Md Salim Saikh residing at Vill.- Barua Natunpara, P.O.- Barua, P.S.- Beldanga, Dist.- Murshidabad, W.B., PIN - 742189 do hereby declare vide affidavit dated 20.08.2025 in the Court of the Ld. Sub Divisional Executive Magistrate, 1st Class at Berhampore, Murshidabad that my son's actual name is Rabiul Hasan which has been recorded in my son's Aadhar Card. My actual name is Abdul Majid Sekh which is recorded in my Aadhar Card. But in my son's Bank Account of Union Bank of India (Account No. 742602120024287), his name has been recorded as Robiul Hasan S/O Abdul Maid Sekh. Rabiul Hasan and Robiul Hasan is the same and one identical person. Abdul Majid Sekh and Abdul Maid Sekh is the same and one identical person.

NOTICE

AFFIDAVIT BEFORE FIRST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA REFERENCE NO. 759 DATED 19.08.2025 That in my previous passport No. K4096542, my name appears as "RIJVANA NURI" spouse Name "Mohammad Anjar Ahmad" Father's Name "Gulam Rasool" & date of birth 10.04.1964. AND IN MY Aadhaar Card No.5358 3908 3325 & EPIC No. WB/22/153/241127 mentions my name as "RIZWANA NOORI", spouse name Late "Anzar Ahmed" date of birth 03.01.1965 residing at 4C/1C, Gora Chand Lane, Police Station; Beniapukur, Kolkata – 700 014, refer to one and the same person, i.e., myself.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

[illegible]
Prabhat Ranjan Daripa, Advocate
District Judge's Court, Purulia

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of District Delegate, Paschim Midnapur
Succ. Cert. No. 8/2025
Rajat Kanti Ray ... Petitioner.

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর কোতয়ালী থানার অন্তর্গত কর্নেলগোলা সাকিনের সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রীমতী রীতা রায় পিতা- ৺নিরোদবরন রায় গত ইং ১৪.১০.২০২৪ তাং এ পরলোক গমনের পর তাহার ত্যক্ত নিম্ন তপশীলে বর্নিত গচ্ছিত টাকা পাওনের জন্য রজত কান্তি রায় Succession Certificate মোকর্দ্দমা করিয়াছে। আগামী ইং ১৮.০৯ ২৫ তাং এ ধার্য্য রহিয়াছে। উপরোক্ত মোকর্দ্দমার বিষয়ে কাহারও কিছু আপত্তি থাকিলে ধার্য্য তারিখে আদালতে উপস্থিত হইয়া কারন দর্শাইবেন, অন্যথা আইনানুগ কার্য্য হইবে।

SCHEDULE

1. Midnapore Collectorate Sub Post Office 1 Year Term Deposit account No, 4337636611 Deposited amount Rs. 50,000 (Rupees fifty thousand only) with interest. Name of the depositor- Smt. Reeta Ray Colonelgola, Midnapore, Paschim Medinipur
2. Midnapore Head Post Office 2 Year Term Deposit account No. 020012430564 Deposited amount Rs. 1,40,000 (Rupees one lakh forty thousand only) with interest. Name of the depositor- Smt. Reeta Roy Colonelgola, Midnapore, Paschim Medinipur
3. Dharma Sub Post Office 1 Year Term Deposit account No. 020075086108 Deposited amount Rs. 8,00,000 (Rupees Eight lakhsonly) with interest. Name of the depositor- Smt. Reeta Ray Colonelgola, Midnapore, Paschim Medinipur
4. Dharma Sub Post Office 1 Year Term Deposit account No. 020073708848 Deposited amount Rs. 3,40,000 (Rupees three lakhs forty thousand only) with interest. Name of the depositor- Smt. Reeta Ray Colonelgola, Midnapore, Paschim Medinipur
5. Dharma Sub Post Office 5 Year Monthly Income Schemne account No. 020005632383 Deposited amount Rs. 1,00,000 (Rupees One lakh only) with interest. Name of the depositor- Smt. Reeta Ray Colonelgola, Midnapore, Paschim Medinipur
6. Dharma Sub Post Office 5 Year Monthly Income Scheme account No. 4460605959 Deposited amount Rs. 1,20,000 (Rupees one lakh twenty thousand only) with interest. Name of the depositor- Smt. Reeta Ray Colonelgola, Midnapore, Paschim Medinipur
7. Dharma Sub Post OfficeSavings Bank account No. 5817789667 Deposited amount Rs. 1,97,614 (Rupees one lakh ninety seven thousand six hundred forteen only) with interest. Name of the depositor- Smt. Reeta Ray Colonelgola, Midnapore, Paschim Medinipur
8. Midnapore Head Post Office Savings Bank account No. 1058143206 Deposited amount Rs. 1,20,651.35 (Rupees one lakh twenty thousand six hundred fifty one only) with interest. Name of the depositor- Smt. Reeta Ray Colonelgola, Midnapore, Paschim Medinipur
9. Provident Fund amount Rs. 11,75,689/- (Rupees eleven lakhs seventy five thousand six hundred eighty nine only)

আদেশনুসারে
Kamrun Nehar
Sheristadar
District Delegate
Paschim Medinipur

।। ঘোষনাপত্র ।।

এতদ্বারা আমার মক্কেল শ্রী সন্তোষ মাইতি ও শ্রী পরিতোষ মাইতি, উভয়ের পিতা - স্বর্গীয় অর্জুন মাইতি, সাং ও পোঃ- রাধাবল্লভপুর, থানা- তমলুক, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন -৭২১৬২৭, দ্বয়ের নির্দেশ ক্রমে ঘোষনা করিতেছি যে, বিক্রেতা ধ্রুব চন্দ্র, পিতা – স্বর্গীয় নীরেন্দ্র কুমার চন্দ্র, এর পক্ষে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে ২০২৩ সালের ৫৫৭০ নং আমমোক্তার দলিল মূলে নিযুক্তিয় আমমোক্তার অঞ্জুশ্রী চন্দ্র, স্বামী - স্বর্গীয় নীরেন্দ্র কুমার চন্দ্র, ঠিকানা - Abhilash CHS, Sector 17, P. o - Koper Khairne SO, Ps - Manor, District - Thane, State - Maharashtra, Pin - 400709, তমলুক থানাধীন রত্নালী মৌজায় (J. L. No - 138) আর. এস. ও এল. এল. ২৩৪ নং দাগে ০৪.৬৪১ ডেসিমল ভূমি করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহার যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে সেক্ষেত্রে অত্র ঘোষনা প্রকাশের তারিখ হইতে ০১ (এক) মাসের মধ্যে আমার নিকট বা আমার মক্কেলের নিকট বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আপত্তি জানাইবেন।

তাং- 21/08/25
নিবেদন ইতি-
Dibyendu Das

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটিপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,**
maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, **মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।**

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া,
গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। **মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।**

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২২ শে আগস্ট। ৫ ই ভাদ্র। শুক্র বার। কৌশিকী অমাবস্যা তিথি সকাল ১১/৫৫ মিনিট থেকে শুভারম্ভ। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র ও বিংশত্তরী বুধের মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

(কৌশিকী অমাবস্যা তিথি । অমাবস্যা র নিশি পালন।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে দুর্গামযী এ্যাকাডেমী ও যাহা দুর্গাময়ী সোসাইটির অধীনস্থ একটি ইংরাজী মাধ্যমের বিদ্যালয় হইতেছে, সাকিম ৯৫ স্টেশন রোড, সারদাপল্লী, পোস্ট অফিস ও থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন নং- ৭১২১২৪ -এর তহবিল তছরূপ ও আত্মসাৎ করিবার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফ রুজুকৃত ভদ্রেশ্বর থানার ১১৭/২০২৫ নং এফ.আই.আর. সংক্রান্ত মহামান্য আদালতের বিচার কার্য্যের সুবিধার্থে এবং উক্ত সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রমানাদি বিকৃত করা এড়াইতে উক্ত দুর্গাময়ী এ্যাকাডেমীর ইংরাজী ৩১/০৭/২০২৫ তারিখের সাধারণ সভার উপস্থিত সদস্যগণের একমত হইয়া সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত এফ.আই.আর. -এর আসামী শ্রীমতী মৈত্রী বোস বিশ্বাস -কে দুর্গাময়ী এ্যাকাডেমী-এর প্রেসিডেন্ট ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যপদ হইতে মহামান্য আদালতে উক্ত মোকর্দ্দমার বিচারকার্য্য সম্পন্ন না হওয়া ইস্তক বরখাস্ত করা হইল।

শ্রী নন্দ দুলাল বিশ্বাস।
দি সেক্রেটারী
স্কুল ম্যানেজিং কমিটি
দুর্গাময়ী এ্যাকাডেমী
৯৫ স্টেশন রোড,
পোস্ট অফিস ও থানা- ভদ্রেশ্বর,
জেলা- হুগলী, পিন নং- ৭১২১২৪।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বার দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার Client সাবিনা বিবি স্বামী মফিজুল ইসলাম দত্ত সাং পদুমবসান, ওয়ার্ড নম্বর ৫, পোঃ ও থানা তমলুক, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর মৌজা পদুমবসান, জে এল ১৪৪, সাবেক ১৭৭১ দাগ যাহা হাল ১১৩৫ দাগে ৭৩৭ নং খতিয়ান ভুক্ত মোট ১৮.৫১১ ডেসিমেল জল । ১) বনশ্রী মিশ্র স্বামী গিরিন্দ্রনাথ মিশ্র সাং পদুমবসান, পোস্ট ও থানা তমলুক, ২) মালবিকা মিশ্র স্বামী প্রণয় রঞ্জন মিশ্র, সাং আবাসবাড়ী, পোঃ ও থানা তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর, ৩) তমালিকা চক্রবর্তী স্বামী দেবাশীষ চক্রবর্তী ঠিকানা ৩৩/৯ জ্যোতিষ বাম রোড কলকাতা ৬৩ পক্ষে তমলুক ADSR অফিসে রেঃ কৃত IV -00015 of 2014 নং-আমমোক্তার দলিল মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং সুরজিৎ মিশ্র পিতা গিরিন্দ্রনাথ মিশ্র, সাং পদুমবসান, পোঃ ও থানা তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর, ৪) পুরজিৎ মিশ্র পিতা মনীন্দ্রনাথ মিশ্র, সাং পদুমবসান, ওয়ার্ড নম্বর ৫, পোঃ ও থানা তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর, ৫) রত্না মহাপাত্র স্বামী শিশির মহাপাত্র ঠিকানা ৫৬/৫ বাকসারা ভিলেজ রোড, বাকশারা, জেলা হাওড়া, পিন ৭১১১১০, ৬) মৌমিতা দত্ত স্বামী গৌতম দত্ত ঠিকানা ৮৭৯ R.N Tagore Road, কলকাতা ৭০০০৭৭ ৭) কৌশিক মিত্র পিতা সুধীরেন্দু মিশ্র ৮) সুধীরেন্দু মিশ্র পিতা ভুবন চন্দ্র মিশ্র, ঠিকানা ১৩/সি/৪ কেদারনাথ সিংহ রোড, আড়িয়াদহ, বেলঘড়িয়া কলকাতা ৫৭ এর পক্ষে ARA -III Kolkata অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-2401 of 2012 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং শ্রী অভিজিৎ মিশ্র পিতা ৺মনীন্দ্রনাথ মিশ্র ঠিকানা ২৭৯, গাঙ্গুলী বাগান নাকতলা, এস. ও কলকাতা-৪৭, ৯) প্রদীপ্ত কুমার মিশ্র পিতা ৺ফণীন্দ্রনাথ মিশ্র পিতা ৺মনীন্দ্রনাথ মিশ্র ঠিকানা ২৭৯ গাঙ্গুলী বসান নাকতলা. এস. ও, কলকাতা ৪৭, ১০) অনিলা মিশ্র স্বামী ৺ফনিন্দ্রনাথ মিশ্র সাং পদুমবসান, পোঃ ও থানা তমলুক ওয়ার্ড নম্বর ৫, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর পক্ষে তমলুক ADSR অফিসে রেঃ কৃত IV - 00031/2013 নং আমমোক্তার দলিল মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং সুদীপ্ত মিশ্র পিতা ৺ফনীন্দ্রনাথ মিশ্র সাং পদুমবসান ওয়ার্ড নম্বর ৫, পোঃ ও থানা তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর, ১১) দেওয়ালী মিশ্র পিতা ৺তপন কুমার মিশ্র, ১২) দেবযানী মিশ্র স্বামী ৺তপন কুমার মিশ্র, ১৩) পিয়ালী মিত্র (মুখোপাধ্যায়) স্বামী সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায় সাং সরস্বতা, পোস্ট সুন্দর নগর, থানা পাঁশকুড়া, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর।। ১৪) খেয়ালী মিশ্র প্রধান স্বামী জয়জিৎ প্রধান, ঠিকানা ১০ সি, চিত্তরঞ্জন পার্ক, যাদবপুর কলকাতা 32, ১৫) বিজয়া রায় প্রঃ স্বপ্না রায় স্বামী দেবব্রত রায় সাং ও পোঃ বাসুদেবপুর, থানা এগরা, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, ১৬) জয়া মিশ্র স্বামী বিমলেন্দু মিশ্র ঠিকানা ৬৩/২৬ দমদম রোড, দক্ষিণ দমদম (এম) মতিঝিল, উত্তর ২৪ পরগনা, ৭০০০২৪ এর পক্ষে তমলুক ADSR অফিসে রেঃকৃত IV - 00037/2008 নং আমমোক্তার মূলে ও তৎপর ১১ নং এর পক্ষে IV - 00012/2015 নং আমমোক্তার মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং অরুন কুমার মিশ্র পিতা ৺রবীন্দ্রনাথ মিশ্র, সাং পদুমবসান ওয়ার্ড নম্বর ৫, পোঃ ও থানা তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৭) অর্পনা পানি স্বামী শশাঙ্ক শেখর পানি, সাং ও পোঃ পড়িহাটী, থানা জামবনী, জেলা ঝাড়গ্রাম, ১৮) শোভনা দাস স্বামী কমল কুমার দাস ঠিকানা কোয়াটার নং বি ১১৩, সেক্টর নং ১৪ বাউরকেল্লা, জেলা সুন্দরগড়, রাজ্য উড়িষ্যা, ১৯) অঞ্জনা চ্যাটার্জী স্বামী কাঞ্চন চ্যাটার্জী, ঠিকানা ৮৭/৫০ এ.কে মুখার্জী রোড, কলকাতা ৯০, মঞ্জুরানী মিশ্র স্বামী ৺বারীন্দ্রনাথ মিশ্র সাং পদুমবসান, পোঃ ও থানা তমলুক ওয়ার্ড নং ৫, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর এর পক্ষে তমলুক ADSR অফিসে রেঃকৃত IV-00024/2001 নং আমমোক্তার মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং চঞ্চল মিশ্র পিতা ৺বারীন্দ্রনাথ মিশ্র সাং পদুমবসান ওয়ার্ড নম্বর ৫, পোঃ ও থানা তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর, এমতে মোট এ মতে মোট পাঁচ জন আমমোক্তার এর নিকট হইতে I-110110990/2021 ও I-11010999/2021 কোবলা দলিল মূলে ক্রয় করিয়াছেন। এক্ষণে উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ লইয়া আগামী ২০ দিনের মধ্যে তমলুক B.L & L.R.O. Tamluk-1, নাইকুড়ি অফিসে জানাইবেন। অন্যথায় আমার Client উক্ত দলিল বলে ক্রয় কৃত সম্পত্তি তাহার নিজ নামে রেকর্ড পত্তন করিবেন।

Bappadittya Manna, Advocate, Judge's Court Purba Medinipur at Tamluk.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার Client ক) ললিতা মন্ডল স্বামী স্বপন মন্ডল সাং পদুমবসান, পোঃ ও থানা তমলুক, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, খ) রবীন্দ্রনাথ দাস পিতা ৺দেবেন্দ্রনাথ দাস, গ) স্বপন মন্ডল পিতা কৃষ্ণপদ মন্ডল, সকলের সাং পদুমবসান ওয়ার্ড নং ১, পোস্ট ও থানা তমলুক, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, মৌজা সৈয়দপুর JL নং ১৩৯ এল আর ৩০৯/১, ২০০,৪৩৩, ৫২৪, ৩৯৬, ৪৩১,৩৫৮ ও ২২৮ নং খতিয়ান ভুক্ত আর এস ৩৭২ দাগ এল. আর ৩৯৪ দাগে যথাক্রমে ৪.৯৯৯ ডেসিমেল, ০৩ ডেসিমেল ও ৪.১৯৫ ডেসিমেল জল জমি, ১) দেওয়ালী মিশ্র পিতা ৺তপন কুমার মিশ্র, ২) দেবযানী মিশ্র স্বামী ৺তপন কুমার মিশ্র, উভয়ের সাং পদুমবসান, পোস্ট ও থানা তমলুক ওয়ার্ড নং ৫, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, ৭২১৬৩৬, ৩) পিয়ালী মিশ্র মুখোপাধ্যায় স্বামী সুদীপ মুখোপাধ্যায় সাং সরস্বতা, পোস্ট সুন্দরনগর, থানা পাঁশকুড়া, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর ৭২১৬৩৪, ৪) খেয়ালী মিশ্র প্রধান স্বামী জয়জিৎ প্রধান ঠিকানা ১০ সি, চিত্তরঞ্জন পার্ক, যাদবপুর, কলকাতা ৩২ এর পক্ষে তমলুক ADSR অফিসে রেঃকৃত IV -00037/2008 নং আমমোক্তার মূলে ও তৎপরে ১ নং এর পক্ষে IV -00012/2015 নং আমমোক্তার মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং অরুন কুমার মিশ্র পিতা ৺রবীন্দ্রনাথ মিশ্র সাং পদুমবসান ওয়ার্ড নম্বর ৫,, পোঃ ও থানা তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর ৫) বনশ্রী মিশ্র স্বামী ৺গিরীন্দ্রনাথ মিশ্র সাং পদুমবসান, পোঃ ও থানা তমলুক ওয়ার্ড নং ৫, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১৬৩৬, ৬) মালবিকা মিশ্র স্বামী প্রলয় রঞ্জন মিশ্র সাং আবাসবাড়ি, পোঃ ও থানা তমলুক ওয়ার্ড নং ৬, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১৬৩৬, ৭) তমালিকা চক্রবর্তী স্বামী ৺দেবাশীষ চক্রবর্তী ঠিকানা ৩৩/৯ জ্যোতিষ রায় রোড, কলকাতা ৭০০০৬৩, এর পক্ষে তমলুক ADSR অফিসে রেঃকৃত IV - 00015/2014 নং আমমোক্তার মূলে নিযুক্ত ও স্বয়ং সুরজিৎ মিশ্র পিতা ৺গিরিন্দ্রনাথ মিশ্র সাং পদুমবসান, পোঃ ও থানা তমলুক ওয়ার্ড নং ৫, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, ৮) অর্পনা পানি স্বামী ৺শশাঙ্ক শেখর পানি সাং ও পোস্ট পড়িহাটী, থানা জামবানী, জেলা ঝাড়গ্রাম পিন ৭২১৫০৫, ৯) শোভনা দাস স্বামী কমল কুমার দাস ঠিকানা কোয়াটার নং বি ১১৩ সেক্টর নং ১৪ রাউরকেল্লা ৯, জেলা সুন্দরগড় রাজ্য উড়িষ্যা, ১০) অঞ্জনা চ্যাটার্জী স্বামী কাঞ্চন চ্যাটার্জী ঠিকানা ৮৭/৫০ এ.কে মুখার্জী রোড, কলকাতা ৭০০০৯০, ১১) মঞ্জুরানী মিশ্র স্বামী বারীন্দ্রনাথ মিশ্র সাং পদুমবসান পোঃ ও থানা তমলুক ওয়ার্ড নং ৫, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর এর পক্ষে তমলুক ADSR অফিসে রেঃকৃত IV - 00024/2001 নং আমমোক্তার মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং চঞ্চল মিশ্র পিতা ৺বারীন্দ্রনাথ মিশ্র, ১২) পুরজিৎ মিশ্র পিতা ৺মনীন্দ্রনাথ মিশ্র সাং পদুমবসান, পোস্ট ও থানা তমলুক ওয়ার্ড নং ৫, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর ৭২১৬৩৬, ১৩) রত্না মহাপাত্র স্বামী শিশির মহাপাত্র ঠিকানা ৫৬/৫ বাকসারা ভিলেজ রোড, বাকসারা জেলা হাওড়া পিন ৭১১১১০, ১৪) মৌমিতা দত্ত স্বামী গৌতম দত্ত ঠিকানা। ৮৭৯ R.N Tagore Road, Kolkata ৭০০০৭৭, ১৫) কৌশিক মিশ্র পিতা সুধীরেন্দু মিশ্র, ১৬) সুধীরেন্দু মিশ্র পিতা ৺ভুবন চন্দ্র মিশ্র ঠিকানা ১৩/সি/৪ কেদারনাথ সিংহ রোড, আড়িয়াদহ, বেলঘরিয়া, কলকাতা ৫৭, এর পক্ষে ARA -III KOLKATA অফিসে রেঃকৃত IV -2401/2012 নং আমমোক্তার মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং শ্রী অভিজিৎ মিশ্র পিতা ৺মনীন্দ্রনাথ মিত্র ঠিকানা 279, গাঙ্গুলী বাগান, নাকতলা এস. ও কোলকাতা ৭০০০৪৭, ১৭) প্রদীপ্ত কুমার মিশ্র পিতা ৺ফণীন্দ্রনাথ মিশ্র, ১৮) অনিলা মিশ্র স্বামী ৺ফনীন্দ্রনাথ মিশ্র সাং পদুমবসান, পোঃ ও থানা তমলুক ওয়ার্ড নম্বর ৫, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর ৭২১৬৩৬, এর পক্ষে তমলুক ADSR অফিসে রেঃকৃত IV - 00031/2013 নং আমমোক্তার মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং সুদীপ্ত মিশ্র পিতা ৺ফণীন্দ্রনাথ মিশ্র সাং পদুমবসান, পোঃ ও থানা তমলুক ওয়ার্ড নম্বর ৫, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর ৭২১৬৩৬, ১৯) বিশ্বজিৎ মিশ্র স্বামী ৺প্রশান্ত কুমার মিশ্র সাং পদুমবসান, পোঃ ও থানা তমলুক ওয়ার্ড নম্বর ৫, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর ৭২১৬৩৬, ২০) প্রিয়া মিশ্র ভট্টাচার্য স্বামী শুভেন্দু ভট্টাচার্য সাং উত্তর লক্ষ্যা, পোস্ট লক্ষ্যা, থানা মহিষাদল, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর ৭২১৬৫৪, এর পক্ষে তমলুক ADSR তমলুক অফিসে রেঃকৃত IV -00040/2016 নং আমমোক্তার মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার রমা মিশ্র স্বামী ৺প্রশান্ত কুমার মিশ্র সাং পদুমবসান, পোঃ ও থানা তমলুক ওয়ার্ড নম্বর ৫, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর ৭২১৬৩৬, এমতে ৬ জন আমমোক্তার এর নিকট হইতে উপরি বর্ণিত তিনজন Client যথাক্রমে I-110107087, I-110107091 ও I-11017092 এই তিন খানি কোবলা দলিল মূলে নিজ নিজ নামে ক্রয় করিয়াছেন। এক্ষণে উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে তথ্য প্রমাণ লইয়া আগামী কুড়ি দিনের মধ্যে তমলুক BL &LRO Tamluk-1, নাইকুড়ি অফিসে জানাইবেন, অন্যথায় আমার উক্ত তিনজন Client তাঁহাদের নিজ নিজ দলিল মূলে নিজ নিজ নামে রেকর্ড পত্তন করিবেন।

Bappadittya Manna, Advocate, Judge's Court Purba Medinipur at Tamluk.

শ্রমিককে কোয়ার্টারে আটকে রাখার অভিযোগ জুটমিল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: অমানবিক ঘটনার সাক্ষী থাকলেন টিটাগড় কেলভিন জুটমিলের পাঁচ নম্বর লাইনের বাসিন্দারা। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সকালে কেলভিন জুটমিলের শ্রমিক প্রায় ৩০ বছরের রাম নারায়ণ সাউ ওরফে ডাম্পিকে কোয়ার্টারে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা ঝুলিয়ে দেয় মালিকপক্ষ। টানা চার ঘণ্টা দমবন্ধ পরিবেশে থাকায় অসুস্থ হয়ে পড়েন ডাম্পি। স্থানীয় কাউন্সিলরের হস্তক্ষেপে মিল কর্তৃপক্ষের লোকজন এসে কোয়ার্টারের তালা খুলে দেয়।

জানা গিয়েছে, অসুস্থ ওই শ্রমিককে স্থানীয়রা প্রথমে ব্যারাকপুর বি এন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাকে কামারহাটির সাগরদত্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। জুটমিল শ্রমিকের পড়শি অরুন কুমার গুপ্তা জানান, কাজের চাপ বাড়িয়ে দেওয়ায় ডাম্পি মিলে কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। এমনকি মিল কর্তৃপক্ষকে ডাম্পি জানিয়ে দিয়েছিল বকেয়া পাওনা গন্ডা মিটিয়ে দিলে ঘর ছেড়ে দেবে। কিন্তু এদিন মিল কর্তৃপক্ষের লোকজন এসে ডাম্পিকে ঘর ছাড়তে বলেছিলেন। তখন ডাম্পি বকেয়া মিটিয়ে দিতে বলেছিলেন।

অরুণবাবুর অভিযোগ, মালিক পক্ষের লোকজন ডাম্পিকে ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা মেরে চলে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন স্থানীয় কাউন্সিলর রমেশ সাউ। স্থানীয় কাউন্সিলর মালিকপক্ষকে ফোন করলে কর্তৃপক্ষের লোকজন এসে চার ঘণ্টা বাদে তালা খুলে দেয়। অরুণবাবুর দাবি, মিলের শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর ভূমিকা ঠিক নয়। এঁরা কেউ শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ায় না। তিনি বলেন, কেলভিন জুটমিলের মজদুরদের ওপর যেভাবে অত্যাচার চলছে, তাতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ করা উচিত।

প্রবীণ বাসিন্দা অরুণ কুমার গুপ্তা আরও বলেন, একেতেই মিলে কাজের জন্য শ্রমিকের অভাব রয়েছে। তা সত্ত্বেও এখানে শ্রমিকদের ওপর জুলুমবাজি চলছে। আগামীদিনে শ্রমিকের অভাবে মিল বন্ধ হয়ে যাবে। তাঁর অভিযোগ, অবসর নেওয়া অনেক শ্রমিক পিএফ, গ্র্যাচুইটির টাকা এখনও পায়নি। তাঁরা বকেয়া টাকা পেলেই ঘর ছেড়ে দেবে বলেছে। অরুণ বাবুর অভিযোগ, ব্রিটিশের অত্যাচারকেও হার মানিয়েছে কেলভিন জুটমিল কর্তৃপক্ষ। তাঁর দাবি, শ্রমিক মহল্লার শিশুদের জন্য খেলাধুলার জন্য ব্রিটিশরা খেলার মাঠ ও পড়াশোনার জন্য স্কুল তৈরি করেছিল কিন্তু মালিকপক্ষ সব কিছুই শেষ করে দিয়েছে। স্থানীয় কাউন্সিলর রমেশ সাউ জানান, মালিকপক্ষ অমানবিক কাজ করেছে। অনেকদিন কাজে না যাবার কারনে শ্রমিককে ঘর ছাড়তে বলেছিল মালিকপক্ষ। এদিন সকালে ওই শ্রমিককে ঘরে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দেয় মালিকপক্ষ। এই ধরনের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানান স্থানীয় কাউন্সিলর।

কলকাতা মেট্রোর অর্ধশতাব্দীর পথচলা: ধীর সূচনা থেকে দ্রুত অগ্রগতির যাত্রা

কলকাতা মেট্রো ভারতের গণপরিবহণের ইতিহাসে এক বিশেষ অধ্যায়। দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম মেট্রো রেল পরিষেবা শুরু হয়েছিল এখানেই। দীর্ঘ প্রায় পাঁচ দশকের পথচলায় একদিকে যেমন বহু বাধা ও জটিলতার মুখোমুখি হয়েছে প্রকল্প, অন্যদিকে সাম্প্রতিক সময়ে দ্রুত অগ্রগতি শহরের যাতায়াত ব্যবস্থাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

সূচনা ও প্রাথমিক পথচলা

১৯৬৯ সালে মেট্রো রেল প্রকল্পের ধারণা প্রথম বাস্তব রূপ পেতে শুরু হয়। ১৯৭২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু হয় এবং এক দশকের বেশি সময় ধরে চলা নির্মাণ শেষে ১৯৮৪ সালের ২৪ অক্টোবর চালু হয় প্রথম পর্ব; তখনকার এস্প্ল্যানেড স্ট্রিট (বর্তমান নেতাজি ভবন) থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মাত্র ৩.৪ কিমি। এভাবেই শুরু হয় ভারতের প্রথম মেট্রো যাত্রা।

১৯৮৪ থেকে ২০১৩ ধীর গতি ও সীমিত বিস্তার

প্রথম লাইন চালু হলেও মেট্রো ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হয় বটে, কিন্তু অগ্রগতি ছিল অত্যন্ত মন্থর। প্রায় তিন দশকের মধ্যে দমদম পর্যন্ত পৌঁছায় মেট্রো পরিষেবা। ২০০৯ সালের মধ্যে নোয়াপাড়া পর্যন্ত কাজ এগোয়। মোট দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৭ কিমি লাইন চালু হলেও শহরের চাহিদার তুলনায় প্রকল্পের সাফল্য সীমিত থেকে যায়।

২০১৪ থেকে ২০২৫ গতি বাড়ল প্রকল্পের

২০১৪ সালের পর থেকে কলকাতা মেট্রো প্রকল্পে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। একে 'ন্যাশনাল প্রজেক্ট' ঘোষণা করার পর তহবিল বরাদ্দ বৃদ্ধি পায় এবং কাজের গতি স্পষ্টভাবে বাড়তে শুরু করে। এর ফলেই একাধিক নতুন করিডর বাস্তব রূপ পেতে শুরু করেছে।

ইস্ট,ওয়েস্ট করিডর (গ্রিন লাইন)

সল্টলেক থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত ১৬.৬ কিমি এই প্রকল্পে ধাপে ধাপে পরিষেবা চালু হয়েছে। ২০২০ সালে প্রথম পর্যায়, ২০২২, ২৩ এ সেক্টর ফাইভ থেকে ফোবিসগঞ্জ, আর ২০২৪,২৫ এ হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত সম্প্রসারণ প্রায় সম্পন্ন।

জোকা, তারাতলা করিডর (পার্পল লাইন)

২০২২ সালের ডিসেম্বরে জোকা থেকে তারাতলা পর্যন্ত চালু হয়েছে। এরপর তারাতলা থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত কাজ দ্রুত গতিতে চলছে।

নোয়াপাড়া, দক্ষিণেশ্বর সম্প্রসারণ

২০২১ সালে চালু হয়েছে।

নিউ গড়িয়া, এয়ারপোর্ট করিডর (অরেঞ্জ লাইন) ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে নিউ গড়িয়া থেকে রুবি পর্যন্ত অংশ চালু হয়েছে, বাকি অংশ বিমানবন্দর পর্যন্ত নির্মাণাধীন।

আজকের দিনে কলকাতা মেট্রো আর কেবল শহরের একমুখী রেলপথ নয়, বরং বহু করিডরে বিস্তৃত একটি বহুমুখী নেটওয়ার্কে পরিণত হয়েছে। শহরের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রান্তকে দ্রুত সংযুক্ত করার পরিকল্পনা কার্যকর হয়েছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতেই।

পর্যবেক্ষকদের মতে, সূচনালগ্নে যেখানে প্রকল্প ধীরগতিতে এগিয়েছিল, গত এক দশকে সেই ধারা আমূল বদলেছে। ধারাবাহিকভাবে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি, নতুন লাইন উদ্বোধন ও আধুনিকীকরণের ফলে মেট্রো মানোন্নয়ন স্পষ্ট।

কলকাতা মেট্রোর ইতিহাস এক দীর্ঘ অপেক্ষার গল্প হলেও বর্তমান সময়ে সেই যাত্রা নতুন গতি পেয়েছে। যে প্রকল্প একসময় সীমিত পরিসরে আটকে ছিল, আজ তা বহুমুখী সম্প্রসারণের পথে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আগামি কয়েক বছরের মধ্যে কলকাতা মেট্রো দেশের অন্যতম বড় শহুরে পরিবহণ ব্যবস্থার রূপ নেবে।

পুরসভার অনুমতি ছাড়া খড়দায় বন্ধ কারখানা ভাঙার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রায় চার বছর যাবৎ বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে খড়দার এমএস মুখার্জি রোডের ওপর অবস্থিত 'জয় ইন্ডাস্ট্রি' নামক একটি কারখানা। যেটি খড়দার বুকে 'ব্যান্ডেজ' কারখানা হিসেবেই বেশি পরিচিত। অভিযোগ, বন্ধ থাকা কারখানাটি যিনি কিনেছেন, তিনি পুরসভার কোনওরকম অনুমতি ছাড়াই কারখানার ভেতরে ঠিকাশ্রমিক লাগিয়ে ভাঙচুরের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে কারখানার গেটের সামনে হাজির হয়ে খড়দা পুরসভার একাধিক কাউন্সিলর ওই কারখানা ভাঙার প্রতিবাদ করেন। শিল্পের জমিতে শিল্প গড়তে হবে, এই দাবিতে তাঁরা সোচ্চার হন।

কারখানার ভেতর কেউ ঢুকতে না-পারায় কারখানার নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে বচসায় জড়ান কাউন্সিলররা। উভয়পক্ষের বাদানুবাদের জেরে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয় কারখানা চত্বরে। উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় খড়দা থানার পুলিশ। পুলিশ এবং কাউন্সিলররা কারখানার ভেতরে ঢুকে ভাঙার কাজ বন্ধ করে দেন। কারখানা ভাঙার বরাত পাওয়া ঠিকাদার বিকাশ সাউ জানান, ওই জমির মালিক জয় সিনহা। তিনি আদালতের নির্দেশ পেয়েই কারখানাটিকে ভাঙার জন্য তাঁকে বরাত দিয়েছেন। কারখানাটিকে ভাঙার জন্য পুরসভায় সমস্ত নথিপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। তবুও স্থানীয় কাউন্সিলর এসে ভাঙার কাজ আটকে দিয়েছেন। স্থানীয় কাউন্সিলর স্বরাজ দাস এই বিষয়ে জানান, বহু বছর ধরে কারখানাটি বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। বোর্ড মিটিংয়ে কারখানা ভাঙার অনুমতি বাতিল হয়ে গিয়েছে। তবুও ঠিকাদার ভেতরে লোক ঢুকিয়ে কারখানা ভাঙচুরের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কারখানাটিকে ভাঙতে তাঁরা বাধা দিয়েছেন।

খিদিরপুর জগন্নাথ মন্দিরে নাম সংকীর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদন: খিদিরপুর জগন্নাথ মন্দিরে ওঙ্কারনাথদেব প্রতিষ্ঠিত সত্যধর্ম প্রচার সংঘ ২৪ আগস্ট নাম প্রচার সূচনার উদ্যোগ নিয়েছে। উল্লেখ্য, পুরীধামে মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের সাধনায় লীন হন সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব। তাঁর সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন দিয়ে নাম প্রচারের 'নাম দিগে যা'- নির্দেশ দেন। মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের নির্দেশ অনুসরণ করেই ওঙ্কারনাথদেব প্রতিষ্ঠিত সত্যধর্ম সংঘ (পার্কের নামে) নাম প্রচারের কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে।

সেন্ট্রাল জেল ময়দানে প্রধানমন্ত্রীর সভার প্রস্তুতিতে বৃষ্টির বাধা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দমদম সেন্ট্রাল জেল ময়দানে প্রধানমন্ত্রীর জনসভাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার দিনভর চলেছে প্রস্তুতির কাজ। শুক্রবার ওই ময়দানেই দুটি কর্মসূচিতে অংশ নেবেন নরেন্দ্র মোদি। তবে টানা বৃষ্টিতে মাঠে জলকাদা জমে যাওয়ায় প্রস্তুতিতে বড়সড় সমস্যার মুখে পড়ে আয়োজকরা। কাদা ঢাকতে বালি, শুরকি ও কাঠের পাটাতন বিছিয়ে দেওয়া হয়। আর্থমুভার, পেলোডার ও রোলার নামিয়ে প্রায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলে মঞ্চ তৈরির কাজ।

নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার দিনভর দফায় দফায় সভাস্থল পরিদর্শন করেন পুলিশ ও প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। রাজ্য বিজেপির নেতৃত্বও এদিন সভাস্থলের প্রস্তুতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকেল চারটে নাগাদ পাটনা থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে সড়কপথে যশোর রোড মেট্রো স্টেশনে গিয়ে উদ্বোধন করবেন নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত নতুন মেট্রো রুট। এরপর মেট্রোয় চেপে বিমানবন্দরে গিয়ে ফের ফিরে আসবেন যশোর রোড স্টেশনে। তারপর সড়কপথে দমদম সেন্ট্রাল জেল ময়দানে গিয়ে কয়েকটি সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন। সবশেষে ওই ময়দানেই রাজনৈতিক জনসভায় বক্তব্য রাখবেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে শুক্রবার দুপুর থেকে দমদম, সল্টলেক-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। বহু রাস্তা বন্ধ থাকায় উত্তর শহরতলি থেকে মধ্য কলকাতার বিভিন্ন অংশে যানজটের আশঙ্কা রয়েছে।

সত্যমেব জয়তে
ভারত সরকার
INDIAN RAILWAYS
ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া

পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের প্রায় ৫,২০০ কোটি টাকার প্রকল্পের উপহার

উদ্বোধন

শিয়ালদহ - এসপ্ল্যানেড শাখা (গ্রীন লাইন)
বেলেঘাটা – হেমন্ত মুখোপাধ্যায় শাখা (অরেঞ্জ লাইন)
নোয়াপাড়া - জয় হিন্দ বিমানবন্দর শাখা (ইয়েলো লাইন)
এবং
হাওড়া মেট্রো স্টেশনে সাবওয়ে

মেট্রো পরিষেবার শুভ সূচনা

শিয়ালদহ – এসপ্ল্যানেড (গ্রীন লাইন)
বেলেঘাটা – হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (অরেঞ্জ লাইন)
নোয়াপাড়া - জয় হিন্দ বিমানবন্দর (ইয়েলো লাইন)

ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

৬ লেনের এলিভেটেড কোনা এক্সপ্রেসওয়ে, এনএইচ-১২

করবেন

নরেন্দ্র মোদী

প্রধানমন্ত্রী

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা সমূহ

মেট্রো প্রকল্প

গ্রীন লাইন সম্প্রসারণ (শিয়ালদহ - এসপ্ল্যানেড)
দৈর্ঘ্য: ২·৪৫ কিঃমিঃ | খরচ: ₹১১৮৫ কোটি

- হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর V পর্যন্ত সম্পূর্ণ সংযুক্তি
- মেট্রোতে এখন হাওড়া ও শিয়ালদহ পৌঁছানো যাবে মাত্র ১১মিনিটে, আগে লাগত ৪৫মিনিট।
- বিবাদী বাগ, এসপ্ল্যানেড এবং সল্টলেক-নিউ টাউনের ছাত্র ও পেশাদারদের জন্য বড় সুবিধা

ইয়েলো লাইনের শুভারম্ভ (নোয়াপাড়া-জয় হিন্দ বিমানবন্দর)
দৈর্ঘ্য: ৬.৭৭ কিঃমিঃ | খরচ:₹১৮৬৬ কোটি

- কলকাতা বিমানবন্দর এখন সরাসরি মেট্রো নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত
- বিমানবন্দরে যাওয়ার সময় ১ঘণ্টা থেকে কমে এখন মাত্র ১০মিনিট
- দমদম ক্যান্টনমেন্টে ইন্টারচেঞ্জের মাধ্যমে শহর ও শহরতলীর মধ্যে যাতায়াত আরও সহজ হবে

অরেঞ্জ লাইন সম্প্রসারণ (বেলেঘাটা-হেমন্ত মুখোপাধ্যায়)
দৈর্ঘ্য: ৪.৩৯ কিঃমিঃ | খরচ: ₹৮৭৫ কোটি

- কবি সুভাষ থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত বর্তমান লাইনের সম্প্রসারণ
- বেলেঘাটা থেকে কবি সুভাষ যাওয়ার সময় কমে এখন মাত্র ২৩ মিনিট
- কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসিন্দাদের আরও বেশি সুবিধা হবে

হাওড়া স্টেশনে নতুন সাবওয়ে
খরচ: ₹৪৩ কোটি

- মেট্রো এবং পূর্ব/দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন যাতায়াত
- সময় বাঁচায়, যাতায়াতকে করে তোলে সহজ ও আরামদায়ক

বিশ্বমানের স্টেশন এবং সুযোগ-সুবিধা

- নতুন স্টেশন: VIP বাজার, ঋত্বিক ঘটক, বরুন সেনগুপ্ত, বেলেঘাটা, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, যশোর রোড, জয় হিন্দ বিমানবন্দর
- সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে লিফ্ট, এস্কেলেটর, পানীয় জল, আধুনিক টয়লেট ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা

৬ লেনের এলিভেটেড কোনা এক্সপ্রেসওয়ে (এনএইচ-১২, দৈর্ঘ্য-৭ কিঃমিঃ, খরচ : ₹১২00 কোটিরও বেশি)

- যানজট ও যানবাহনের ধোঁয়া কমিয়ে বাতাসের মান উন্নত করে।
- ডায়মন্ড হারবার, কাকদ্বীপ, এবং বকখালির মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে যাতায়াত ব্যবস্থা সুগম করে পর্যটনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।
- এনএইচ-১৬, এনএইচ-১৯, এনএইচ-১১৬, এনএইচ-২ই, এবং এনএইচ-৩৪ কে যুক্ত করে, আঞ্চলিক ভ্রমণকে আরও সহজ করে তোলে।

গৌরবময় উপস্থিতি

ড. সি.ভি. আনন্দ বোস
রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

মমতা ব্যানার্জী
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

অশ্বিনী বৈষ্ণব
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রেল, তথ্য ও সম্প্রচার, ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক

শান্তনু ঠাকুর
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, বন্দর, নৌ-পরিবহন ও জলপথ মন্ত্রক

রবনীত সিং
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, রেল ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রক

ড. সুকান্ত মজুমদার
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক

শুভেন্দু অধিকারী
বিরোধী দলনেতা, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

অধ্যাপক সৌগত রায়
সাংসদ

শমীক ভট্টাচার্য
সাংসদ

তারিখ: ২২ আগস্ট, ২০২৫ | **স্থান: দমদম, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ** | **সময়: দুপুর ৪:00**

DD NEWS অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখুন ডিডি নিউজে

ভারতীয় রেলওয়ে

www.indianrailways.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন /RailMinIndia

সম্পাদকীয়

উদাসীন প্রশাসন, নেই সচেতনতা, জাতীয় পতাকার অসম্মান ঠেকাবে কে?

ছবিটা আমাদের সবার চেনা। ২৬ জানুয়ারি বা ১৫ আগস্ট আসলেই জাতীয় পতাকা তোলা বা টাঙানোর ধুম পড়ে যায় গোটা দেশে। কিন্তু তারপর কী দশা হয় সেই সব জাতীয় পতাকার, কেউ খোঁজ রাখে? অথচ জাতীয় পতাকা নিয়ে কিছু নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ বা নিয়মাবলী আছে। কিন্তু কে মানছে সে সব? সদ্য ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস পার করল দেশ। রাস্তা ঘাট, বাস, ট্রাক থেকে বাড়ির গেট, ছাদ, পাড়ার ক্লাব, পুকুর ধার, টালির চালে এখনও শোভা পাচ্ছে তিরঙ্গা। ক'দিন আগে রীতিমতো ঘটা করে তোলা হয়েছিল সেই সব জাতীয় পতাকা। কিন্তু রাত পোহাতেই সেসব পতাকার কোনওটা বৃষ্টিতে ভিজে নুয়ে পড়েছে, কোনওটা জলে ভিজে ফ্যাকাশে, রং চটা, কোথাও ছিঁড়ে গিয়ে অর্ধেক উধাও, কোথাও লাঠি ভেঙে উল্টে পতাকা, কোথাও রাস্তায় পড়ে। স্বাধীনতা দিবস পালনের পর এটাই হয় জাতীয় পতাকার হাল। প্রতি বছর ১৫ আগস্টের পর কয়েকদিন ধরে এভাবেই প্রকাশ্যে চলে জাতীয় পতাকার অসম্মান। অথচ হুঁশ নেই কারও। না প্রশাসন, না আম জনতার। মজার কথা, তোলার পর নির্দিষ্ট সময়ের পরে সেই পতাকা খুলে যে সসম্মানে রাখতে হয়, নাগরিক সমাজের একটা বড় অংশই সে বিষয়ে অন্ধকারে। অনেকে আবার জানলেও 'সময়' পান না। প্রশাসনও 'ব্যস্ত'। তাই এই অপরাধ করেও পার পেয়ে যাচ্ছে সবাই। তাহলে কী দাঁড়ালো? এভাবেই চলবে? চোখের সামনে জাতীয় পতাকার অসম্মান দেখতে হবে? প্রশাসনের কী কিছুই করার নেই? হয় এভাবে যত্রতত্র জাতীয় পতাকা তোলার হিড়িক বন্ধ করা হোক, নয়তো এ নিয়ে প্রচার আরও জোরদার করা হোক। নয়তো যে সব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান ঘটা করে স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করছে তাঁদের জন্য গাইড লাইন তৈরি হোক, না মানলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হোক। বিষয়টি মাথায় রেখে সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের এক আইনজীবী জাতীয় পতাকার অসম্মান ঠেকাতে অবিলম্বে পদক্ষেপ করার জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে নোটিশ পাঠিয়েছেন। তবে তাতে কতটা কাজ হবে বলা কঠিন। তবে ইতিবাচক কাজটা কেউ অন্তত শুরু করল, এরাই আশার আলো

শব্দবাণ-৩৬৬

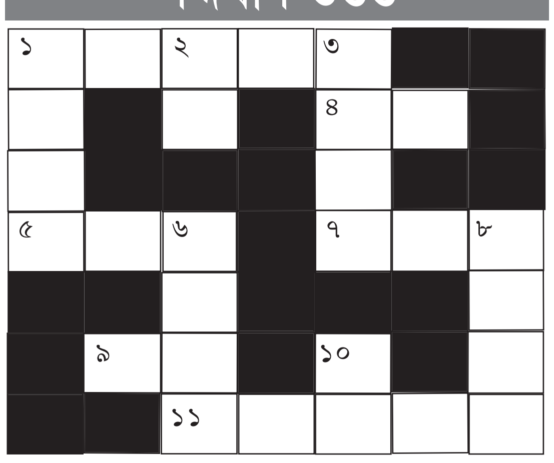

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. স্পিরিট দিয়ে জামাকাপড় কাচার পদ্ধতি ৪. গাছ,বৃক্ষ ৫. খোরাক ৭. হিন্দুদের এক পদবি ৯. উপাসনা,পূজা ১১. জঙ্গলের মধ্যে তৈরি বাড়ি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. গাড়ির চালক ২. — আমার চির অচেনা পরদেশী ৩. ব্রহ্মার কন্যা সাবিত্রী ৬. প্রতারক ৮. কঠোর শাসন ১০. ভ্রান্তি।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৬৫

পাশাপাশি: ১. আমজনতা ৩. গরল ৫. জোকার ৭. নাকচ ৮. নজর ১০. চড়াউতোর।

উপর-নীচ: ১. আকর ২. নওজোয়ান ৩. গহনা ৪. লম্বাচওড়া ৬. রবার ৯. জঠর।

জন্মদিন

আজকের দিন

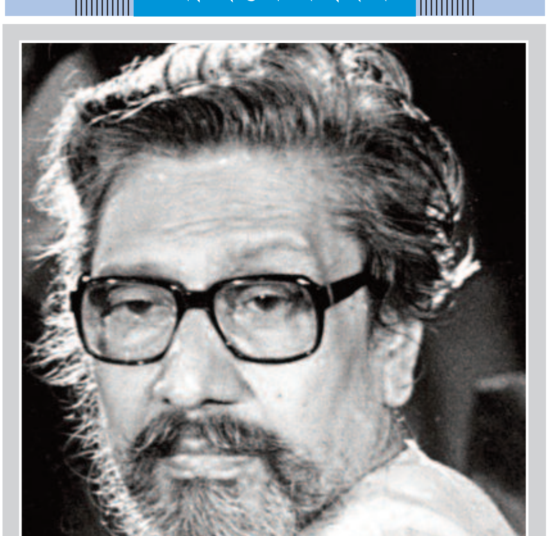

শম্ভু মিত্র

১৯১৫ *বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্রের জন্মদিন।*
১৯৫৫ *বিশিষ্ট অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ চিরঞ্জীবীর জন্মদিন।*
১৯৭৬ *বিশিষ্ট ওডিশি নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

আজ দমদমে ঐতিহাসিক মেট্রো পথ সম্প্রসারণে নরেন্দ্র মোদি

প্রদীপ মারিক

পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ গণতন্ত্রের পূজারী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সমগ্র ভারতবাসীর স্বপ্নাতীত ইচ্ছা এক পৃথিবী, এক বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্যত যা সমগ্র বিশ্বকে সন্ত্রাসবাদ নামক শব্দটাই তৃণমূল স্তর থেকেই উৎপাটিত করতে পারবে। সন্ত্রাসবাদ, কেবল ব্যাধি নয় এটা মানবতার শত্রু। এই মানবতার শত্রুকে উৎপাটিত করতে গেলে সমগ্র বিশ্বকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভাবতে হবে। মোদির নেতৃত্বে 'অপারেশন সিঁদুর' তার জ্বলন্ত নিদর্শন। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের পরে এই বঙ্গে এসেছিলেন বিশ্বনেতা নরেন্দ্র মোদি। দেশ যখন আজ বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে, তখন বাংলার অংশীদারিত্ব প্রত্যাশিত ও অপরিহার্য যে কতটা গুরুত্বপূর্ন হয়ে উঠেছে সেটাই বুঝেছেন নরেন্দ্র মোদি। এই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এখানে অবিরাম পরিকাঠামো, উদ্ভাবন ও বিনিয়োগে নতুন গতি সঞ্চার করছে। বাংলার উন্নয়ন ভারতের ভবিষ্যতের ভিত্তিপ্রস্তর। মোদি দুর্গাপুরে বললেন, 'ভারতের বিকাশে দুর্গাপুরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দুর্গাপুর ভারতের শ্রমশক্তির বড় কেন্দ্র। পাশাপাশি রাজ্য জুড়ে বিকাশ হচ্ছে। বহু মানুষের রোজগার নিশ্চিত হবে। কলকাতা মেট্রো দ্রুত বিস্তার হবে। দুর্গাপুরের পর এবার কলকাতায়। দুর্গাপুজোর আগে বাংলার জন্য ঐতিহাসিক উপহারের ডালি দিতে প্রস্তুত নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দমদম থেকে তিনটি নতুন মেট্রোপথের উদ্বোধন করবেন তিনি। মেট্রোর নতুন তিনটি রুটের উদ্বোধন। মেট্রো চেপে প্রধানমন্ত্রী নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হবেন, তার পরে যশোহর রোড মেট্রো স্টেশনে তিনি ফিরে আসবেন। সেখান থেকে সড়কপথে প্রধানমন্ত্রী রওনা হবেন দমদম সেন্ট্রাল জেল মাঠের দিকে। তিনটি রুটে মেট্রো চলাচল শুরু হবে;শিয়ালদা - এসপ্ল্যানেড, বেলেঘাটা - হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (রুবি), এবং নোয়াপাড়া - জয় হিন্দ (বিমানবন্দর)। এছাড়াও ওই দিন প্রধানমন্ত্রী হাওড়া মেট্রো স্টেশনের সাবওয়ে-এরও উদ্বোধন করবেন। রেল জানিয়েছে, চলতি বছরের বাজেটে পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে ১৩,৯৫৫ কোটি টাকা। বর্তমানে বাংলায় রেল পরিষেবা ও পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ৮৩,৭৬৫ কোটি টাকার প্রকল্প কাজ চলছে। এর মধ্যে, ১০১টি স্টেশনকে বিশ্বমানের স্টেশন হিসেবে গড়ে তোলার কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই ৯টি বন্দে ভারত ও ২টি অমৃত ভারত ট্রেন চালু হয়েছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, যশোর রোড থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রোর ফ্ল্যাগ-অফ করবেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর সরকারি কর্মসূচি শেষে পরিবর্তন সভায় যোগ দেবেন। রাজ্যের জমি নীতি ও অসহযোগিতার কারণে ৪৩টি রেল প্রকল্প আটকে আছে। চিংড়িহাটায় তিনটি পিলারের কারণে সেক্টর ৫,এর সঙ্গে কলকাতার সংযোগ বিচ্ছিন্ন। জমি জট, নাম পরিবর্তন ও তহবিলের অভাবে বহু প্রকল্প থমকে রয়েছে। শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, 'প্রধানমন্ত্রী বাংলার উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু রাজ্য সরকারের মোদী বিরোধিতা ও কেন্দ্র বিরোধিতার কারণে সাধারণ মানুষই বঞ্চিত হচ্ছেন।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দমদমে সমাবেশ করবেন। সেই সমাবেশকে সফল করার আহ্বান জানিয়ে উত্তর কলকাতা সাংগঠনিক জেলার ডাকে লেবুতলায় সভায় উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেছেন, তআলিপুরদুয়ার, দুর্গাপুরের পরে বিশ্বের জনপ্রিয়তম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, আমাদের প্রধানমন্ত্রী বৃহত্তর কলকাতার দমদমে আসছেন। আমরা চ্যালেঞ্জ নিয়েছি, শুধু কলকাতা এবং আশেপাশের এলাকা থেকে লক্ষাধিক মানুষের জমায়েত করব।'

দেশবাসীর বিকাশ নির্ভর করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ওপর। জম্মু কাশ্মীরের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নতুন জম্মু রেলওয়ে বিভাগের উদ্বোধন করলেন, যা এই অঞ্চলের রেল পরিকাঠামোতে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত হল। জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূলধারার সাথে একত্রিত করার ক্ষেত্রে এই নতুন রেলওয়ে বিভাগের উদ্বোধন তাই তাৎপর্য পূর্ণ হয়ে উঠলো। আঞ্চলিক উন্নয়নের প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতির পুনর্নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের বৃদ্ধির গতিপথের সাথে সংযুক্ত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হয়ে উঠবে। নতুন জম্মু রেলওয়ে বিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ জংশনে পরিণত হতে চলেছে, যা এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে যাত্রী ও মালবাহী ট্রেন চলাচল বৃদ্ধি পাবে। বন্দে ভারত ট্রেনের প্রবর্তন এবং সংগালদানের মতো ছোট স্টেশনগুলির মাধ্যমে সংযোগ বাড়ানো, আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে রূপান্তরিত করবে এই বিভাগ। রেলের পরিকাঠামো উন্নতির জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রয়াস কে প্রশংসা করেছেন জম্মু কাশ্মীরের জনগণ। ৭৪২.১ কিলোমিটার দীর্ঘ জম্মু রেলওয়ে বিভাগ পাঠানকোট, জম্মু, উধমপুর, শ্রীনগর এবং বারামুল্লা'র পাশাপাশি ভোগপুর সিরওয়াল-পাঠানকোট, বাটালা-পাঠানকোট এবং পাঠানকোট-জোগিন্দর নগর নিয়ে গঠিত হয়েছে। ১৯৭২ সালে জম্মু রেলওয়ে স্টেশনে এসেছিল প্রথম ট্রেন কিন্তু তার পরে ৫০ বছর ধরে কোনও অগ্রগতি হয়নি, প্রশাসনিক অদক্ষতা, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব দেখিয়ে তদানিন্তন কংগ্রেস সরকার কাশ্মীরকে ভারতের বাকি অংশের সাথে রেল যোগাযোগের মাধ্যমে একত্রিত করার আশানুরূপ সদিচ্ছা দেখায় নি। নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ৫০ বছরের ব্যবধানে জম্মু কাশ্মীরে রেলের সম্প্রসারণ কাজ পুনরায় শুরু করেন যা অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ২০২৩-২৫ সালে ক্যাপেক্সের পরিপূরক হিসাবে ৩,২৬০ কোটি রুপি নেট রাজস্ব তৈরি রেল মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তিত উল্লেখিত হয়েছে। এই বছরের ই বাজেটে, শিল্প উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে, কৌশলগত নোডগুলিতে শিল্প ক্লাস্টারগুলি বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোকে সমর্থন করে বিশাখাপত্তনম-চেন্নাই শিল্প করিডোরে কোপার্থি, অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দ্রাবাদ-বেঙ্গালুরু শিল্প করিডোরে ওরভাকল, এবং অমৃতসর-কলকাতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোরে গয়া বিহারকে যুক্ত করা হয়েছে। ভারতীয় রেলওয়ে প্রধানমন্ত্রী গতি শক্তি মিশনের অধীনে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য একটি নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, তিনটি অর্থনৈতিক রেল করিডোর চিহ্নিত করেছে। শক্তি, খনিজ এবং সিমেন্ট করিডোর (১৯২ প্রকল্প), বন্দর সংযোগ করিডোর (৪৩ প্রকল্প) এবং উচ্চ ট্রাফিক ঘনত্ব করিডোর (২০০ প্রকল্প)। সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলি হল ক্ষমতা বৃদ্ধি, উচ্চ-ঘনত্বের নেটওয়ার্কগুলির যানজট কমানো, লজিস্টিক খরচ হ্রাস করা, যাত্রীদের অভিজ্ঞতা বাড়ানো এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। শ্রী গুরু গোবিন্দ সিং-জির জয়ন্তী উপলক্ষে মোদি বলেছেন, গুরু গোবিন্দের শিক্ষা ও জীবন শক্তিশালী সমৃদ্ধ দেশের ভাবনাকে অনুপ্রাণিত করেছে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভারতের দ্রুত অগ্রগতির প্রশংসা করে মোদি বলেছেন, ২০২৫-এর শুরু থেকে ভারত তার উদ্যোগে গতি এনেছে, মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক ১ হাজার কিলোমিটারের বেশি প্রসারের মাধ্যমে। দিল্লি মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধনের পাশাপাশি দিল্লি-এনসিআর-এর জন্য নমো ভারত ট্রেনের উদ্বোধন করেছেন মোদি। সমগ্র দেশ একসঙ্গে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে রেল সম্প্রসারণ এবং আধুনিকতার জন্য। জম্মু ও কাশ্মীর, ওড়িশা ও তেলেঙ্গানায় প্রকল্পের সূচনা উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিণাঞ্চলে আধুনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ। দেশবাসীর স্বার্থে মোদি, 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর মন্ত্র উন্নত ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে সাহায্য করছে। ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরের মতো আধুনিক রেল নেটওয়ার্কের কাজ দেশের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করছে। এইসব বিশেষ করিডর রেললাইনের ওপর চাপ কমাবে এবং হাই-স্পিড ট্রেনের জন্য আরও সুযোগ তৈরি করবে। মেড ইন ইন্ডিয়া-র আদর্শে রেলও রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। মেট্রো এবং অন্য ট্রেনের জন্য আধুনিক কামরা তৈরি হচ্ছে, স্টেশনগুলিকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে, স্টেশনে স্টেশনে সৌর প্যানেল বসানো হচ্ছে, রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে 'এক স্টেশন, এক পণ্য'-এর স্টল বসানো হচ্ছে। এইসব উদ্যোগ রেলওয়ে ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের নতুন নতুন সুযোগ তৈরি করছে। মোদি বলেছেন, 'গত এক দশকে কয়েক লক্ষ তরুণ-তরুণী রেলে সরকারি স্থায়ী চাকরি পেয়েছেন। নতুন ট্রেনের কামরা তৈরির জন্য কারখানাগুলিতে কাঁচামালের চাহিদা অন্যান্য ক্ষেত্রেও কর্মসংস্থানের সুযোগ এনে দিয়েছে।' রেলের বিশেষ দক্ষতার কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের প্রথম গতি শক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত করেছে। রেলওয়ে নেটওয়ার্ক যত প্রসারিত হচ্ছে, তত নতুন নতুন ডিভিশন, সদর দপ্তর স্থাপিত হচ্ছে। এতে উপকৃত হচ্ছে জম্মু, কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং লেহ-লাদাখের মতো অঞ্চলগুলি। উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুলা রেললাইন নিয়ে সারা দেশে আজ আলোচনা হচ্ছে। চেনাব সেতু সম্পূর্ণ হলে বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলওয়ে এই আর্চ ব্রিজ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে জুড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। লেহ-লাদাখের মানুষের যাতায়াতের সুবিধা হবে। দেশের প্রথম কেবল-ভিত্তিক রেলওয়ে সেতু আঞ্জিখার ব্রিজ এই প্রকল্পেরই অংশ। চেনাব সেতু এবং আঞ্জিখার সেতু ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে একটি নজির যা এই অঞ্চলের সমৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করছে। বিগত এক দশকে উড়িষ্যায় রেল যোগাযোগ বাবস্থ্যা প্রভূত উন্নতি করেছে মোদি সরকার। উড়িষ্যায় প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ এবং দীর্ঘ উপকূল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা অঞ্চল হয়ে উঠেছে। বর্তমানে ৭০ হাজার কোটি টাকার বেশি মূল্যের একাধিক রেল প্রকল্প ওই রাজ্যে চলছে। সাতটি গতি শক্তি কার্গো টার্মিনালের কাজ হচ্ছে যা শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটাবে। এরই মধ্যে মোদি ওড়িশার রায়গড়া রেলওয়ে ডিভিশনের শিলান্যাস করে রাজ্যের রেলওয়ে পরিকাঠামো বৃদ্ধির মাধ্যমে পর্যটন, বাণিজ্য এবং কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটালেন এই ফলে দক্ষিণ উড়িষ্যায় যেখানে আদিবাসী মানুষের বাস বেশি তারাই বেশি উপকৃত হবেন। তেলেঙ্গানায় চারলাপল্লীতে অন্যতম নতুন মডেল টার্মিনাল স্টেশনের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আউটার রিং রোডের সঙ্গে সংযুক্ত করার মাধ্যমে আঞ্চলিক উন্নয়নের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। এই স্টেশন আউটার রিং রোডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটাবে। নতুন টার্মিনালটি সেকেন্দ্রাবাদ, হায়দরাবাদ, কাছিগুড়া স্টেশনের ওপর চাপ কমাবে এর ফলে মানুষের যাতায়াত সহজ হবে। ,বর্তমানে মেট্রো পরিষেবা পাঁচটি শহর থেকে বেড়ে দেশের ২১টি শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের প্রতিটি নাগরিকের স্বপ্নের বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে একটি বৃহত্তর পথমানচিত্রের অঙ্গ এই প্রকল্পগুলি। ভারতের উন্নয়নে আস্থা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সমগ্র ভারতবাসী একসঙ্গে এই অগ্রগতিকে আরও বাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারব। তিনি এই মাইলফলকের জন্য ভারতের নাগরিকদের অভিনন্দন জানান এবং দেশ গঠনে সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনরায় ব্যক্ত করেন। সমগ্র দেশ বাসীর কথা ভাবেন মোদি। মোদির জন্যই ভারতবর্ষ ইতিমধ্যেই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মেট্রো নেটওয়ার্কের আবাসস্থল হয়ে উঠেছে, ১১ টি রাজ্য এবং ২৩ টি শহরে ১,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি জুড়ে রয়েছে মেট্রো রেলওয়ে , যা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত, সহজ এবং সাশ্রয়ী মূল্যের ভ্রমণের উপায় প্রদান করে ভারত ২০২২ সালেই মেট্রো রেল প্রকল্পগুলিতে জাপানকে ও ছাড়িয়ে গেছে। বর্তমানে, ভারত কার্যকরী মেট্রো নেটওয়ার্কে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মেট্রো নেটওয়ার্ক হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে। ভারতীয় জনতা পার্টির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা, দক্ষিণ পূর্ব রেলের শিয়ালদহ শাখার রেল উন্নয়নের সদস্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনার আর এস এসের হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, রাষ্ট্রীয় জনশক্তি মঞ্চ, সনাতনী সেবক সংঘের কার্যকরী দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্য মহুয়া উপাধ্যায় পাল মনে করেন, ১৪০ কোটি ভারতবাসীর উন্নতির কথা ভাবেন একমাত্র মোদি'র নেতৃত্বে এনডিএ সরকার। বিগত এক দশকে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে রেলের পরিকাঠামোর উন্নতি করে মোদি, 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' ত্বরান্বিত করেছেন। মোদি হলেন বিশ্ববরেণ্য সেই শীর্ষ নেতা, যিনি প্রত্যেকটি ভারতবাসীর জন্য যা বলেন সেই কাজ'ই করে দেখান।

অযোনী সম্ভুতা মা কৌশিকী

স্বর্গের দুয়ার খুলে যায় কৌশিকী অমাবস্যায়- তারাপীঠ-কঙ্কালীতলা-কিরিটেশ্বরী তিন সতী পীঠে প্রায় কোটি ভক্তের ঢল

বৈদিক পণ্ডিত ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়

১৮৬৭ সাল ।

আটলা গ্রামের বামা চরন।

৩০ বছর বয়সী।

এক মাতৃভক্ত পাগল সাধক।

ভাদ্র মাসের অমাবস্যা র রাত। নিশি কাল, ঘনান্ধকার আটলা গ্রাম আর মল্লার পুরের শ্মশান। ঘোর অন্ধকার। শ্মশানে র অর্ধদাহ শব। পোড়া কাঠ । বিষধর সর্প। বন্য শৃগাল। বন্য শুকরে র তান্ডব। সদ্য

মন্দিরে র দীপ নিভে গেছে, মায়ের আরতি শেষে।

যেখানে রক্তিম স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, যেখানে উদ্যম, চিন্তা, কাজ,
সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, কালপুরুষ, অনন্ত আকাশগ্রন্থি,
শত-শত বন্য শৃগাল শূকরের চিৎকার সেখানে,
শত-শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর এই সব ভয়াবহ শ্মশান দৃশ্য!
জনমানব শূন্য ঐ মল্লার পুর।

তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধি লাভার্থে, ব্যাকুল বামাচরনের, গগন ভেদি চিৎকার , জয় তারা, জয় জয় তারা । মা মা মা , ধ্বনি উচ্চারিত।

শ্বেত শিমুলের তলায়, লক্ষ মন্ত্র উচ্চারণ,পুন্য তিথি কৌশিকী অমাবস্যা য় সিদ্ধি লাভ করলেন পাগল ক্ষ্যাপা বামাচরন।

মা ত্বং হি তারা।
মা ত্বং হি তারা।
মা ত্বং হি তারা।

দেবী কালিকা র শরীরের কৃষ্ণ বর্ণ কোষ থেকে -- অযোনি সম্ভুতা,
জন্ম হলো , আদি শক্তি কৌশিকী।
না অন্ডজ। না গর্ভজ।
মহা পরাক্রমশালী অসুর দ্বয় শুম্ভ ও নিশুম্ভ কে বিনাশ কল্পে-----
সৃষ্টি হলেন মা কৌশিকী।
মা তারা কালরূপিকা।
নীলসরস্বতী প্রত্যালীঢ়পদা, শব বক্ষে বামপদ স্থাপিতা।
মা তারা ভয়ঙ্করী।
মুণ্ডমালাভূষিতা,
লম্বোদরী,
কঙ্কালে ব্যাঘ্রচর্মাবৃতা,

নবযৌবনা, পঞ্চমুদ্রা শোভিতা, চতুর্ভুজা, লোলজিহ্বা, মহাভীমা, বরদা, খড়্গ কাতরি দক্ষিণহস্তে ধৃতা, বামহস্তদ্বয়ে কপাল ও নীলপদ্ম, পিঙ্গলবর্ণ একজটা ধারিণী, শিব অক্ষোভ্য প্রভাতসূর্যের মতো গোলাকার

পাদুকা রত্ন বেষ্টিত।

বৃহদ্ধর্ম পুরান, শ্রী শ্রী চন্ডী, কালিকা পুরাণ ও তন্ত্র সার কথিত বৈদিক মহামন্ত্র।

অশুভ শক্তি বিনাশের তিথি কৌশিকী অমাবস্যা। ভগবান ব্রহ্মার বর প্রাপ্তির পর শুম্ভ-নিশুম্ভের অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায়। শুম্ভ-নিশুম্ভের অত্যাচারে ত্রিলোক, বিশেষতঃ দেবলোক অশান্ত হয়ে ওঠে। সেই অত্যাচারে অতিষ্ঠ এবং ভীত হয়ে দেবতাগণ অশুভ শক্তির বিনাশ এবং ত্রিলোকে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশে দেবী পার্বতীর শরণাপন্ন হন।

দশমহাবিদ্যা শক্তি সহ আবির্ভাব হয় অযোনি সম্ভুতা মা কৌশিকী র । মূহুর্তে নাশ হয় আসুরিক শক্তির। শুভ শক্তির উত্থান হয় ।

ঋষি শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ মুনি তারাপীঠে সাধনা করেছিলেন এবং সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। প্রচলিত কিংবদন্তি অনুসারে, বশিষ্ঠ মুনি মহাচীন থেকে তারাপীঠে এসে তারা মায়ের তন্ত্র পূজা শুরু করেন এবং লক্ষ লক্ষ মন্ত্র তান্ত্রিক উপাচার সহ

কঠোর তপস্যার মাধ্যমে দেবী তারার দৈব দর্শন লাভ করেন।

লোকশ্রুতি আছে,

বশিষ্ঠ মুনি তারা মায়ের কাছে মাতৃরূপ দর্শনের বর চেয়েছিলেন, যা তিনি সমুদ্রমন্থনের পর শিবকে স্তন্যপান করানোর সময় পেয়েছিলেন ।

বশিষ্ঠ মুনি সপ্তর্ষিদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের প্রধান রচয়িতা ছিলেন। তারাপীঠে বশিষ্ঠ মুনির সাধনা এবং সিদ্ধিলাভের সময় ও ছিল ভাদ্র মাসের কৌশিকী অমাবস্যা তিথি। তবশিষ্ঠারাধিতা।দ প্রচলিত অন্য মতে কোজাগরী পূর্ণিমা তিথিতে মুনি শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সিদ্ধি লাভ করেন।

মা তারা আসলে কে? সত্যিই কি তিনি হিন্দুদের দেবী? নাকি বৌদ্ধদের দেবী? আর এই বশিষ্ঠই কি রামায়ণে রঘুবংশের গুরু; সপ্ত ঋষির এক ঋষি সেই পুরাণের বশিষ্ঠ? নাকি সম্পূর্ণ অন্য কোনো সাধক ? এই কাহিনীটি পাওয়া যায় তন্ত্রের দুটি প্রাচীন গ্রন্থ; রুদ্রযামল ও চীনাচার সারতন্ত্রে। আর কালিকাপুরাণ এই বশিষ্ঠকেই ঐ পুরাণের বশিষ্ঠ ঋষি বলেছেন।

ভাদ্র মাসের কৌশিকী অমাবস্যায়, তন্ত্রপীঠ তারাপীঠে, মা তারার সকাল সন্ধ্যা য় রাজবেশে পূজা করা হয়।

শোল মাছের পোড়া, আমিষ, নিরামিষ, অন্ন ভাত, শীতল ভোগ, লুচি, নানান সন্দেশ সহ পীঠা ,ছয় রকমের মিষ্টান্ন, পায়েস, অম্বল-- টক, হবে নানান ছোট মাছের।

পূজা হোম যজ্ঞানুষ্ঠান অমাবস্যা র শুভারম্ভ কাল থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত, হবন অমাবস্যায় নিশিরাত ধরে হয়। ভক্তরা মন্ত্র পাঠ, ধ্যান, এবং আরতি-র মাধ্যমে দেবীর কৃপা লাভের প্রার্থনা করেন।

২০২৫ কৌশিকী অমাবস্যা তিথি
২২ শে আগষ্ট। শুক্রবার।
তিথি শুরু বেলা ১১/৫৬ মিঃ
অমাবস্যা শেষ ২৩ শে আগষ্ট
বেলা ১১/২৪ মিঃ শনিবার।

মা ত্বং হি তারা।
মা ত্বং হি তারা।
মা ত্বং হি তারা।

কঙ্কালীতলায় কৌশিকী অমাবস্যা

বোলপুর শান্তি নিকেতনে কঙ্কালীতলা সতী পীঠে অমাবস্যার এই বিশেষ তিথিকে কেন্দ্র করে সেজে ওঠেন মা কঙ্কালী। তন্ত্র সাধক,ভক্ত, সাধু-সন্নাসীর আগমনে মুখরিত হয় বৈদিক মহামন্ত্র। বাউল, লোকগীতি-সহ নানা সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকে।

আলোক সজ্জায় সজ্জিত হয় সতী পীঠ মন্দির-চত্বর। তিন দিন ধরে দু'বেলা ভান্ডারা দেওয়া হয়। কয়েক লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। সতীপীঠ কঙ্কালীতলায় পড়েছিল মা সতীর কাঁখ বা কাঁকাল। যে স্থানে কাঁকালটি পড়ে সেখানে মাটি ধসে গিয়ে গর্ত হয়ে যায়। কোপাই নদীর জল এসে গর্তে পড়ে কুণ্ডের সৃষ্টি হয়। পাশেই স্বয়ং কাশীনাথ রুরু ভৈরব ও কাঞ্চেশ্বর।

অমাবস্যায় এই কুণ্ডের চারপাশেই যজ্ঞ করেন দূর-দূরান্ত থেকে আসা তন্ত্র সাধক ও সাধু-সন্ন্যাসীরা। এ ছাড়াও কঙ্কালীতলা মহাশ্মশানে ও সারারাত ধরে হবনাদি যজ্ঞ হয়। সকালবেলায় মাকে স্নান করিয়ে সংকল্প করানো হয়। ফুলে-মালায় মা যেন হয়ে ওঠেন এক সদাজাগ্রত করুনাময়ি ষোড়শী দেবী ।

সতীপীঠ মা কিরিটেশ্বরী নতুন রূপে কৌশিকী অমাবস্যায় সেজে ওঠেন।

হিন্দু -- বৌদ্ধ -- মুসলিম তিন সম্প্রদায়ের মন্দির।পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ কোর্ট রোড রেলওয়ে স্টেশনের ৩ মাইল দূরে 'কিরীটকণা' (বা 'কিরীটকোণা') গ্রামে অবস্থিত। রাঢ় বাংলার প্রাচীন পীঠস্থানগুলির মধ্যে কিরীটকণা অন্যতম; তান্ত্রিকমতে, ভগবান শ্রী বিষ্ণু র চক্রে এখানে দেবী সতীর 'কিরীট' মুকুট পতিত তাই এই স্থানকে অনেক তন্ত্রবিদ্ 'পূর্ণ পীঠস্থান' না বলে 'উপপীঠ' বলে থাকেন।

এই পীঠে দেবী 'বিমলা' এবং তার ভৈরব 'সম্বর্ত' নামে পূজিত হন শ্রী শ্রী কিরীটেশ্বরী মাতা।

এটি ৫১ পীঠের এক পীঠ। বহু প্রাচীন এই মন্দিরে রানী ভবানী রক্ষণাবেক্ষণ এর দায়িত্বে ছিলেন, প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া মন্দিরটি ঊনবিংশ শতকে নতুন করে সংস্কার করেন লালগোলার মহা রাজা দর্পনারায়ন।

কিরীটেশ্বরী পবিত্র তীর্থ শক্তিপীঠ

বেঈমান নবাব মীরজাফর কুষ্ঠ ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে মায়ের চরনামৃত পান করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভাগ্য বিধি বাম, মা কিরিটেশ্বরী র শ্রী চরনামৃত পান করার পুর্বে ই দেহ রাখে বেঈমান মীরজাফর।

মাতৃ দেবী শিলাস্বরূপা, লাল রঙের শিলাকে মাতৃ জ্ঞানে পূজা করা হয়, শিলাটি একটি আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে,প্রতি বছর দূর্গা অষ্টমীতে এই আবরণ টি পরিবর্তন করা হয়।

মা কিরীটেশ্বরী হাজার বছর ধরে তান্ত্রিক মহা পীঠ হিসাবে রাঢ় অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে গুপ্ত সম্রাটরা শক্তি উপাসক ছিলেন এই রাঢ় এলাকা তাদের রাজেত্বে। লালগোলার রাজা ভগবান রায় মুঘল সম্রাট আকবরের কাছ থেকে এই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্ব প্রাপ্ত হন,পরবর্তীতে এই ভগবান রায়ের পৌত্র দর্পনারায়ন মন্দির পরিচালনার দায়িত্ব নেন, তিনি মূল মন্দিরটি সংস্কার করেন এবং পাশে কালী সাগর নামে পুস্করিণীও খনন করেন । প্রায় ২৭/২৮ বছর ধরে শ্রী দিলীপ ভট্টাচার্য মন্দিরে নিত্য পুজো তান্ত্রিক আচার সহ করে থাকেন।

মা ত্বং হি তারা।
মা ত্বং হি তারা।
মা ত্বং হি তারা ।

নিয়োগ পরীক্ষায় নয়া সুপ্রিম নির্দেশ, ফর্ম ফিলাপের মেয়াদ সাত দিন বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১৬ সালের নিয়োগ প্যানেলে যাঁরা ছিলেন এবং যাঁরা দাগী নন এমন শিক্ষকরা, যাঁরা স্নাতকে ৪৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছেন, তাঁদের নতুন নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হোক, এই আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কয়েকজন আবেদনকারী। তাঁদের সেই আবেদনে বৃহস্পতিবার সাড়া দিল সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি তাঁদের ফর্ম ফিল-আপ করার জন্য অতিরিক্ত সাত দিন সময়ও দেওয়া হয়। স্বাভাবিক ভাবেই এই নির্দেশের পরই প্রশ্ন ওঠে, নিয়োগ পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হবে কি না তা নিয়ে। এই নির্দেশের জেরে নিয়োগের পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হবে কি না, তা স্থির করবে কমিশন, জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এ ব্যাপারে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের জবাব তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

আদালত সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষকদের একটি স্পেশাল লিভ পিটিশনের শুনানি হয় বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার বেঞ্চে। ২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় আনটেন্টেড সাধারণ ক্যাটিগরির পরীক্ষার্থীদের একাংশ স্নাতকে ৪৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে বিএড প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন এবং চাকরি পেয়েছিলেন। কিন্তু ২০২৫ সালের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়, স্নাতকে ৫০ শতাংশ নম্বর না-থাকলে এবং বিএড ডিগ্রি না-থাকলে তাঁরা পরীক্ষায় বসার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। এর পরেই আদালতের দ্বারস্থ হন একাধিক স্কুল শিক্ষক।

শুধু তাই নয়, টেন্টেড নন এমন শিক্ষকরা আর্জি জানিয়েছিলেন, পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার। তাঁদের যুক্তি ছিল, তাঁদের নিয়মিত স্কুলে যেতে হচ্ছে। ক্লাস নেওয়া থেকে শুরু করে পরীক্ষা নেওয়া, খাতা দেখা সবই করতে হচ্ছে। ফলে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে না তাঁদের। আর এই আবেদনগুলির প্রেক্ষিতেই নতুন নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের।

জয়েন্ট এন্ট্রান্সে জট অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিবেদন: জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল নিয়ে জট রয়েই গেল। সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করল না ডিভিশন বেঞ্চ। জয়েন্ট পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিয়ে বিচারপতি কৌশিক চন্দের সিঙ্গল বেঞ্চ যে রায় দিয়েছিল, তাকেই গুরুত্ব দিল ডিভিশন বেঞ্চ।*আদালত সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, নতুন করে কোনও নির্দেশ দেওয়ার জায়গা নেই।এদিন জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের আইনজীবী বলেন, ফলপ্রকাশ করতে প্রস্তুত বোর্ড। কিন্তু মামলার জন্য তা করা যাচ্ছে না। উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনার পর পর্যবেক্ষণ, সিঙ্গল বেঞ্চ সময় বেঁধে দিয়ে ফল প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছে, ফলে সেখানে নতুন করে কোনও নির্দেশ দেওয়ার সুযোগ নেই। আর যেহেতু সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ইতিমধ্যেই বোর্ড সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে, ফলে এখন ডিভিশন বেঞ্চ এর মধ্যে ঢুকবে না। এরপরই জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের আইনজীবী রাজ্যের হাজার হাজার পড়ুয়ার ভবিষ্যতের কথা বলে আদালতের হস্তক্ষেপের আর্জি জানান। শেষ পর্যন্ত*আদালত আগামী ২ সেপ্টেম্বর মামলাটি শুনানির জন্য ধার্য করে। আগামী সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টে ওই মামলার শুনানি হওয়ার কথা। তারপর হবে ডিভিশন বেঞ্চের শুনানি। আদতে, রাজ্যের ওবিসি তালিকা মেনে জয়েন্টের ফল প্রকাশে আপত্তি রয়েছে হাইকোর্টের। মূলত ওবিসি এ ও ওবিসি বি ক্যাটাগরি অনুযায়ী রাজ্য সরকার ফল প্রকাশ করাতে চাইছে, আর সেখানেই আপত্তি আদালতের।*এই প্রসঙ্গে বিচারপতি কৌশিক চন্দ নির্দেশ দেন, পুরনো ভর্তির বিজ্ঞপ্তি মেনে ৭ শতাংশ সংরক্ষণই দিতে হবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

এসবিআই শক্তিনগর শাখা (০৬১৫৬) — সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এস.এন. ভট্টাচার্য রোড, শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর, জেলা-নদিয়া-৭৪১১০২, পশ্চিমবঙ্গ, ই-মেল: sbi.06156@sbi.co.in

মহাদেব সাহা, যিনি **এসবিআই শক্তিনগর শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) (**২৬.০৮.২০২৫**) **বিকেল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, নিলামের দিন, অর্থাৎ (**২৭.০৮.২০২৫**) বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব -এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : মহাদেব সাহা

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২৭.০৮.২০২৫	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	গ্রস ওজন ২.৮১০ নিট ওজন ২.৫২৯	৬টি পাথ
২.	২৭.০৮.২০২৫	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	গ্রস ওজন ২.৬১০ নিট ওজন ২.৩৪৯	১৮টি পিন

তারিখ: ২২.০৮.২০২৫
স্থান: শক্তিনগর

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এসবিআই শক্তিনগর শাখা (০৬১৫৬) — সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এস.এন. ভট্টাচার্য রোড, শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর, জেলা-নদিয়া-৭৪১১০২, পশ্চিমবঙ্গ, ই-মেল: sbi.06156@sbi.co.in

তারিকুল ইসলাম মন্ডল, যিনি **এসবিআই শক্তিনগর শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/ বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) (**২৬.০৮.২০২৫**) **বিকেল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, নিলামের দিন, অর্থাৎ (**২৭.০৮.২০২৫**) বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব -এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : তারিকুল ইসলাম মন্ডল

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২৭.০৮.২০২৫	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ১৪.৯৫০ নিট ওজন ১৩.৪৫৫	১টি নেকলেস
২.	২৭.০৮.২০২৫	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ২৪.৬৫০ নিট ওজন ২২.১৮৫	২টি চেন
৩.	২৭.০৮.২০২৫	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ২.৪৫০ নিট ওজন ২.২০৫	২টি কানের দুল

তারিখ: ২২.০৮.২০২৫
স্থান: শক্তিনগর

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকার খুনের মামলায় স্বস্তিতে পরেশ-সহ অন্যান্যরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকার খুনের মামলায় স্বস্তিতে শাসক দলের বিধায়ক পরেশ পাল। শর্ত সাপেক্ষে আগাম জামিন মঞ্জুর তৃণমূল বিধায়ক পরেশ পালের। আদালত সূত্রে খবরস এক লক্ষ টাকার বণ্ডে জামিন মঞ্জুর করলেন বিচারপতি। পাশাপাশি স্বপন সমাদ্দার,পাপিয়া ঘোষেরও জামিন মঞ্জুর করে আদালত। সিবিআই চার্জশিট চারবছরে দিলেও অভিযুক্তরা সবাই সহযোগিতা করেছে এই মর্মেই বৃহস্পতিবার জামিন মঞ্জুর করেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের একক বেঞ্চ।

পাশাপাশি আদালত সূত্রে এও জানা গিয়েছে, পরেশ পাল জামিন পেলেও আদালত তাঁকে দেওয়া হয়েছে একাধিক শর্ত। নারকেলডাঙা থানা এলাকার শীতলা তলায় ঢুকতে পারবেন না পরেশ পাল। সেখানে প্রবেশাধিকারে বাধা রয়েছে স্বপ্ন সমাদ্দার ও পাপিয়া ঘোষেরও। সঙ্গে খুব স্পষ্ট ভাষায় আদালতের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, কাউকে হুমকি দেওয়া যাবে না। এর পাশাপাশি পরেশ পাল সহ এই মামলায় জড়িত স্বপন সমাদ্দার ও পাপিয়া ঘোষকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দেশ না ছাড়ার।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরেই বেলেঘাটার বিধায়ক পরেশ পালের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে আসছিল বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকারের পরিবারের। তাঁদের দাবি, সরাসরি এই তৃণমূল বিধায়কেরই মদতে অভিজিতকে খুন করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে।

কলকাতায় মেট্রোর তিন নতুন রুট উদ্বোধনে প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কৌশিকী অমাবস্যা, হিন্দুধর্মে এক গভীর তাৎপর্যের দিন। বিশ্বাস করা হয়, এদিনে মা তারার পূজা করলে মনোস্কামনা পূর্ণ হয়। আবার বামাক্ষ্যাপার সাধনাজীবনের অন্যতম মাইলফলকও এই তিথি। তাই এই দিনটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আধ্যাত্মিকতা, ভক্তি এবং আশীর্বাদের প্রতীকী বার্তা। এমন এক দিনে কলকাতাকে নতুন সম্ভাবনার দোরগোড়ায় দাঁড় করাতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

আজ তিনি উদ্বোধন করবেন কলকাতা মেট্রোর তিনটি নতুন রুট, শিয়ালদহ থেকে এসপ্ল্যানেড, নোয়াপাড়া থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (রুবি) থেকে বেলেঘাটা। এই প্রকল্প কার্যত রাজধানী শহরের উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম সংযোগকে নতুন মাত্রা দেবে। বিমানবন্দর ও আইটি হাব পর্যন্ত সরাসরি যাতায়াত সহজ হলে শহরের অর্থনীতি থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় গতি আসবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গ্রিন লাইনের শিয়ালদহ, এসপ্ল্যানেড অংশ উদ্বোধনের দিন থেকেই যাত্রী পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা আছে। অর্থাৎ আজ থেকে যাত্রীরা হাওড়া ময়দান হয়ে সরাসরি সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পৌঁছে যেতে পারবেন। কবি সুভাষ বা দক্ষিণেশ্বর থেকেও একটানা সফর সম্ভব হবে রুট বদলের মাধ্যমে। তবে বিমানবন্দরগামী ও রুবি,বেলেঘাটা অংশে যাত্রী পরিষেবা শুরু হতে আরও কয়েকদিন সময় লাগতে পারে।

এই উদ্বোধনের সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে এক প্রতীকী বার্তাও। আধ্যাত্মিক তিথির দিনে উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা যেন এক অর্থে বাংলার কাছে 'আশীর্বাদ' হয়ে উঠছে। ঠিক যেমন ভক্তরা কৌশিকী অমাবস্যায় পূজা করে মনোস্কামনা পূরণের আশায় থাকেন, তেমনই শহরও চাইছে যাতায়াতের দীর্ঘ দিনের সমস্যার অবসান। বিশেষত দুর্গাপুজোর আগে এই নতুন মেট্রো সংযোগ কলকাতাবাসীর জন্য হয়ে উঠতে পারে সবচেয়ে বড় উপহার।

কলকাতা মেট্রোর নতুন রুটের দরজা খুলে গেলে শুধু সময় বাঁচবে না, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাতায়াতের চাপও উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে। ব্যস্ত সময়ে অফিসযাত্রী থেকে শুরু করে পুজোর ভিড় সামলানো, সবেতেই এটি বড় ভূমিকা নেবে। তাই কৌশিকী অমাবস্যার এই বিশেষ দিনে কলকাতার আকাশে মিলবে ভক্তির আলো আর উন্নয়নের ছায়া, এক প্রতীকী মেলবন্ধন, যা হয়তো আগামী দিনের শহর গড়ার ইতিহাসে আলাদা করে লেখা থাকবে।

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড

CIN : L92419WB1989PLC046487
রেজি. অফিস: ''ঝিল মিল'', সেক্টর ৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ১০৬
ফোন: (০৩৩) ৬৫২১ ৫৫১৮/০৪
ই-মেল: niccopark@niccoparks.com ওয়েবসাইট: www.niccoparks.com

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি নোটিশ

(১০০ দিনের প্রচারণা- ''সক্ষম নিবেশক'')

কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) সার্কুলার তারিখ ১৬ জুলাই ২০২৫ অনুযায়ী আপনার কোম্পানি **''সক্ষম নিবেশক''** শীর্ষক এক প্রচারণা ৬ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত পরিচালনা করবে।
সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ শেয়ারহোল্ডারগণের সচেতনতা এবং তাদের পাওনার অধিকার দাবিতে সহায়তা এবং তাদের শেয়ারসমূহ এবং অদাবিকৃত মুনাফা ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটির নিকট (আইইপিএফএ) হস্তান্তর এড়াতে।

শেয়ারহোল্ডারগণের সুবিধা
- প্যান, নমিনেশন বিস্তারিত, যোগাযোগ তথ্যাদি (ডাক ঠিকানা, মোবাইল নং), ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এর বিস্তারিত, এবং নির্দিষ্ট স্বাক্ষর হালনাগাদ করুন।
- শেয়ারহোল্ডারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি মুনাফা জমা পড়া নিশ্চিত করুন।
- হস্তান্তরিত হওয়ার পর আইইপিএফএ থেকে মুনাফা পুনরায় দাবি করারর প্রক্রিয়া এড়িয়ে চলুন।

আবশ্যক ফর্ম এবং নথিতথ্য
শেয়ারহোল্ডারগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে নিম্নোক্ত ফর্ম এবং নথি দাখিল করতে :
- ফর্ম আইএসআর -১ যথাযথভাবে পূরণ এবং স্বাক্ষরিত, স্ব-প্রত্যয়িত কেওয়াইসি নথি সহ।
- ফর্ম আইএসআর-২ যথাযথভাবে পূরণ এবং স্বাক্ষরিত, আপনার স্বাক্ষর এবং মূল বাতিল চেক (আপনার নাম মুদ্রিত) অথবা স্ব-প্রত্যয়িত ব্যাংক পাসবুক/বিবৃতি সহ ব্যাংকারের সত্যায়িতকরণ।
- ফর্ম এসএইচ-১৩ একজন মনোনীত ব্যক্তি যোগ করার জন্য।
- ফর্ম আইএসআর -৩ যদি আপনি মনোনয়ন থেকে বেরিয়ে আসতে চান।

আপনি কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকেও এই ফর্মগুলি ডাউনলোড করতে পারেন **www.niccoparks.com**

জমা দেওয়ার নির্দেশাবলী
অনুগ্রহ করে পূরণ করা ফর্মগুলি প্রয়োজনীয় নথি সহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমাদের রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর কাছে জমা দিন :
আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রা. লি.
১৫/সি, নরেশ মিত্র সরণি (পূর্বতন বেলতলা রোড),
কলকাতা - ৭০০ ০২৬
ফোন : ০৩৩ ২৪১৯ ২৬৪১/২৬৪২
ইমেল : info@rdinfotech.net
নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেডের পক্ষে

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
রাহুল মিত্র
নোডাল অফিসার
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
(এসিএস : ২০৭১৪)
ফোন : ০৩৩ ৬৫২১ ৫৫২৮,
ইমেল : rahul@niccoparks.com

তারিখ : ২০.০৮.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অরো ইমপেক্স অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড

(CIN: L51909WB1994PLC061514)
রেজি. অফিস : ৩২, কে এল সায়গল সরণি, ৭৪০এ, ব্লক-পি,
নিউ আলিপুর, কলকাতা : ৭০০০৫৩,
ইমেল : cs@auroimpex.com **ওয়েবসাইট :** www.auroimpex.com
ফোন নং : ০৩৩ ২৪০০ ৬৩০০

৩২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত তথ্যাদি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, অরো ইমপেক্স অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেডের ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ শনিবার সকাল ১১.৩০ (আইএসটি) তে ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মিনস (ভিসি/ওএভিএম) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে বিজ্ঞাপিত বিধিমালা এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএ) দ্বারা জারি করা সাধারণ বিজ্ঞপ্তি এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি') দ্বারা জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য।
এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে এজিএমের নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রকৃত কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী, এজিএমের নোটিশ এবং কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি / রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি) সাথে নিবন্ধিত। বার্ষিক প্রতিবেদন এবং এজিএমের নোটিশ কোথায় পাওয়া যাবে তার সঠিক ঠিকানা সহ ওয়েব-লিঙ্ক প্রদানকারী একটি চিঠি সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি / রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি) সাথে নিবন্ধিত নয়। এজিএমের নোটিশ, ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.auroimpex.com এবং এনএসই ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com এ আপলোড করা হবে। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে যোগ দিতে পারবেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভায় বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।

ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট
ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ারধারী এবং যারা তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করেননি, তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যেখানে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট বজায় রাখেন যাতে বার্ষিক প্রতিবেদন, নোটিশ এবং নথি সহ সমস্ত যোগাযোগ ই-মেইলের মাধ্যমে গ্রহণ করা যায় এবং রেজোলিউশনে অংশগ্রহণ এবং ভোট দেওয়া যায়।

ই-ভোটিং তথ্য
কোম্পানি তার শেয়ারহোল্ডারদের ইলেকট্রনিক ভোটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে। অধিকন্তু, বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারী এবং যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি তাদের জন্য ইলেকট্রনিক ভোটিংও উপলব্ধ করা হবে। এ সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ বার্ষিক সাধারণ সভায় বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.auroimpex.com-এও উপলব্ধ করা হবে।

অরো ইমপেক্স অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-**রাহুল চৌধুরী**
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং
প্রয়োগ আধিকারিক (এ৭৫২৭৪)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২১.০৮.২০২৫

লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: কাঁকারিয়া এস্টেট, ৬ষ্ঠ তল, ৬, লিটল রাসেল স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭১, ভারত **CIN: L65993WB1979PLC032394**
GSTIN: 19AACCA2034K1ZU ফোন : ৯১-৩৩-২২৮৮-০০৬৪
ইমেল: info@ludlowjute.com **ওয়েবসাইট:** www.ludlowjute.com

৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কে সদস্যদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি এবং বই বন্ধ/রেকর্ড তারিখ এবং ১০০ দিন প্রচারণা-সক্ষম নিবেশক

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেড (''কোম্পানি'') এর সদস্যদের ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১.৩০ (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'')/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (''ওএভিএম'') এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন এবং এর অধীনে জারি করা নিয়মাবলী এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সমস্ত প্রযোজ্য সার্কুলার অনুসারে পঠিত হবে, যাতে বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত বিষয়সমূহ পরিচালনা করা যায়।
৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বার্ষিক প্রতিবেদন আহ্বানের নোটিশ ইলেকট্রনিকভাবে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে, যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (ডিপি)/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর সাথে নিবন্ধিত। এছাড়াও, ২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভা নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন অ্যাক্সেস করার জন্য একটি ওয়েব-লিঙ্ক এবং কিউআর কোড প্রদানকারী একটি চিঠি সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি। কোম্পানি তাদের ফোলিও নম্বর/ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে info@ludlowjute.com ঠিকানায় বার্ষিক সাধারণ সভা নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ এর একটি বাস্তব অনুলিপি পাঠাবে।
৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ludlowjute.com এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ পাওয়া যাবে। এজিএম নোটিশে কোম্পানির দেওয়া বিবরণ অনুসারে, সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম -এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। সেই অনুযায়ী, সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আইনের ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের গণনা করা হবে। ই-ভোটিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের নির্দেশাবলী (এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং) বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হবে।
যেসব সদস্য তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি এবং/অথবা তাদের সম্পূর্ণ ব্যাঙ্কের বিবরণ যেমন ব্যাঙ্কের নাম এবং শাখার বিবরণ, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর, এমআইসিআর কোড, আইএফএসসি কোড ইত্যাদি আপডেট করেননি, তাদের ই-মেইল ঠিকানা এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে :

ক) **বাস্তব শেয়ারধারী সদস্যদের জন্য :** সদস্যরা কোম্পানি/আরটিএ-তে নিবন্ধিত নমুনা স্বাক্ষর অনুসারে যথাযথভাবে পূরণ এবং স্বাক্ষরিত বিনিয়োগকারী পরিষেবা অনুরোধ ফর্ম (ফর্ম আইএসআর -১) এবং প্রয়োজনীয় সহায়ক নথিপত্র কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট- মেসার্স এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড, ৩৮৩ লেক গার্ডেনস, ২য় তল, কলকাতা-৭০০ ০৪৫-এর কাছে জমা দিয়ে উপরোক্ত বিবরণ নিবন্ধন/আপডেট করতে পারেন। ফর্মটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ludlowjute.com থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে।

খ) **ডিম্যাট মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের জন্য :** সদস্যরা তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) পরামর্শ অনুসারে প্রক্রিয়া অনুসারে তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে উপরের বিবরণ নিবন্ধন/আপডেট করতে পারেন।
যেসব সদস্যের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ বা তাদের সংশ্লিষ্ট ডিপি-তে নিবন্ধিত/আপডেট করা হয়নি এবং যারা ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৪-২৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ রিমোট ই-ভোটিং এর জন্য শংসাপত্র পেতে চান, তারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত/আপডেট করতে পারবেন। এজিএম নোটিশে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ অনুরোধটি কোম্পানির কাছে info@ludlowjute.com ঠিকানায় অথবা আরটিএ, অর্থাৎ, মেসার্স এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড, অর্থাৎ mcssta@rediffmail.com ঠিকানায় অথবা ই-ভোটিং এজেন্সি, অর্থাৎ, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড, evoting@nsdl.co.in ঠিকানায় প্রেরণ করতে পারবেন।

বই বন্ধের তারিখ এবং রেকর্ড তারিখ
কোম্পানীর সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এবং বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ রেকর্ড তারিখ।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

ক. **ভৌত শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনর্নথিভুক্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা**
২ জুলাই, ২০২৫ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/Ho/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 অনুসারে, কোম্পানি কর্তৃক ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত ছয় (০৬) মাসের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে ১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের আগে জমা দেওয়া এবং নথিপত্র/প্রক্রিয়ার ঘাটতির কারণে প্রত্যাখ্যাত/ফেরত/পরিবর্তিত না হওয়া ভৌত শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনর্নথিভুক্তি করা যায়।

খ. **১০০ দিনের প্রচারণা - ''সক্ষম নিবেশক'' :** এমসিএ-এর অধীনে বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ (আইইপিএফ) বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দাবি না করা লভ্যাংশ এবং শেয়ার পুনরুদ্ধারের সুবিধার্থে ২৮ জুলাই, ২০১৫ থেকে ৬ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ''সক্ষম নিবেশক'' শিরোনামে একটি জাতীয় ১০০ দিনের প্রচার শুরু করেছে। কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের তাদের কেওয়াইসি বিবরণ, ব্যাংক ম্যান্ডেট এবং যোগাযোগের তথ্য আপডেট করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে, যার মধ্যে ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যাতে কোম্পানির কাছ থেকে সময়মত এবং কার্যকর যোগাযোগ নিশ্চিত করা যায়।

সদস্যদের mcssta@rediffmail.com এ কোম্পানির আরটিএ-তে লিখিতভাবে স্থানান্তরের অনুরোধ স্থানান্তর করতে এবং/অথবা তাদের কেওয়াইসি সম্পূর্ণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
নেহা জৈন
কোম্পানি সেক্রেটারি

কলকাতা, ২২ আগস্ট ২০২৫

Reliance Jute Mills (International) Ltd.

CIN : L17125WB1996PLC081382
রেজিস্টার্ড অফিস : ১৩/সি, কাশীনাথ মল্লিক লেন, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০৭৩
ইমেল : financeho@reliancejute.com, legal@reliancejute.com
টেলিফোন : ০৩৩ ৪৮০২ ৬৯৪৬ ওয়েব : www.reliancejute.com

২৯তম সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্য সম্পর্কিত নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, রিলায়েন্স জুট মিলস (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেডের ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, সোমবার বিকাল ৪.০০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্স (''ভিসি'') অথবা আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (''ওএভিএম'') মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে কোম্পানির ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত বিষয়সমূহ পরিচালনা করা যায়।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ (''আইন'') এবং এর অধীনে জারি করা নিয়ম এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (''সেবি'') (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) প্রবিধান, ২০১৫, ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ১৭/২০২০, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (''এমসিএ'') কর্তৃক জারি করা সার্কুলার নং ২০/২০২০, তারিখ ৫ মে ২০২০, ১৩ জানুয়ারী, ২০২১ তারিখের সার্কুলার নং ০২/২০২১ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের সার্কুলার নং ১০/২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের সার্কুলার নং ০৯/২০২৩, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ ভিসি এর মাধ্যমে এজিএম আয়োজনের জন্য বর্ধিতকরণের সমস্ত প্রযোজ্য বিধান মেনে। এবং মাস্টার সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD//CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ০৭ অক্টোবর, ২০২৩, SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 তারিখ ০৩ অক্টোবর, ২০২৪, সেবি দ্বারা জারি করা হয়েছে, এমসিএ এবং সেবি দ্বারা জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার (এরপরে সম্মিলিতভাবে ''সার্কুলার'' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সহ কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। উপরোক্ত সার্কুলার অনুসারে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভা এবং সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি ২১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে ইলেকট্রনিকভাবে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি এবং/অথবা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) (''ডিপি'') এর সাথে নিবন্ধিত।

১. কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর বিধান অনুসারে, যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ (সংশোধিত), তালিকাভুক্তি বিধিমালার ৪৪ নং প্রবিধান এবং প্রযোজ্য সার্কুলারগুলির নিয়ম ২০ এর সাথে পঠিত, কোম্পানি তার সদস্যদের ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলিতে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদানের জন্য অনুমোদিত সংস্থা হিসেবে এনএসডিএল এর সাথে একটি চুক্তিতে প্রবেশ করেছে। বার্ষিক সাধারণ সভায় রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে সদস্যদের ভোট দেওয়ার পাশাপাশি ই-ভোটিং করার সুবিধা এনএসডিএল প্রদান করবে।
২. ই-ভোটিং সময়কাল বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ৯ টা থেকে শুরু হবে এবং রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৫টায় শেষ হবে। ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, রবিবার বিকাল ৫টার পরে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হবে না। বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিংও উপলব্ধ থাকবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোট দিতে পারবেন।
৩. বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বার্ষিক সাধারণ সভার সময়সূচীতে রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদানের অধিকারী সদস্যদের নির্ধারণের শেষ তারিখ হল সোমবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫। সোমবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে (''কাট-অফ তারিখ'') সদস্যদের নিবন্ধনে বা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত মালিকদের নিবন্ধনে যাদের নাম লিপিবদ্ধ আছে, কেবলমাত্র তারাই বার্ষিক সাধারণ সভার সময়সূচীতে রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।
৪. ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ইন্টিগ্রেটেড বার্ষিক প্রতিবেদন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রেরণের পরে এবং শেষ তারিখের আগে শেয়ার অর্জনকারী সদস্যদের ভোটদানের জন্য ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য গৃহীত প্রক্রিয়ার জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
৫. ডিমেটেরিয়ালাইজড, ফিজিক্যাল মোডে শেয়ারধারী এবং ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন না করা শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর নির্দেশাবলী এজিএম আহ্বানের নোটিশে দেওয়া হয়েছে। ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে এজিএমে অংশগ্রহণের নির্দেশাবলীও এজিএমের নোটিশে দেওয়া হয়েছে।
৬. রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানকারী সদস্যরা এজিএমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন তবে তারা আর ভোটদানের অধিকারী হবেন না।
৭. কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ভোটদান প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য মেসার্স কেওয়াই অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের শ্রীমতি কাঞ্চন যাদব (এফসিএস ১২৮৪৫ সিপি নং ১৪৯৩৯), অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিবকে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
৮. ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদান সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখুন অথবা ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করুন অথবা evoting@nsdl.com এ এনএসডিএল-কে অনুরোধ পাঠান। ঠিকানা ট্রেড ওয়ার্ল্ড, এ উইং, ৫ম তল, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, লোয়ার পারেল, মুম্বই-৪০০০১৩।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ইন্টারগ্রেডেড বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.reliancejute.com, কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে www.cse-india.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (''এনএসডিএল'') এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com এ উপলব্ধ।
ইলেকট্রনিক আকারে শেয়ার ধারণকারী এবং যারা তাদের ইমেল বা কেওয়াইসি বিবরণ আপডেট করেননি তাদের ডিপি দ্বারা পরামর্শিত প্রক্রিয়া অনুসারে তাদের ডিমেট অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
শেয়ারহোল্ডারদের মনে রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, সেবি-এর বিধান অনুসারে, সকল শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্যান, মনোনয়নের পছন্দ, যোগাযোগের বিবরণ (পিন এবং মোবাইল নম্বর সহ ডাক ঠিকানা), ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট ফোলিও নম্বরের জন্য নমুনা স্বাক্ষর জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।
শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত ফর্ম আইএসআর-১ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ফর্মে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট এস কে ইনফোসলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড -এর কাছে উল্লিখিত বিবরণ নিবন্ধন/আপডেট করতে পারেন। এছাড়াও শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.reliancejute.com-এ প্রাসঙ্গিক ফর্মগুলি জমা দিতে পারেন।
আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই মঙ্গলবার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
রিলায়েন্স জুট মিলস (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
রাহুল আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২২ আগস্ট, ২০২৫

জীবনরাম শেওদত্তরাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L17111WB1997PLC085533
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩০ডি, জওহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০২৬
কর্পোরেট অফিস : মডিউল ৩০১, শিল্পাঙ্গন, ফেজ-১, এলবি-১, সল্ট লেক, সেক্টর-৩, কলকাতা-৭০০০৯৮
ফোন নম্বর ০৩৩-৪০১৬৯৫০০ ফ্যাক্স ০৩৩-৪০১৬৯৫০২ ই-মেইল cs@jiwan.co.in

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, জীবনরাম শেওদত্তরাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (কোম্পানি) এর ২৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বেলা ১১.৩০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্যান্য অডিও -ভিসুয়াল মিনস (ভিসি/ওএভিএম) মাধ্যমে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের সংস্থান এবং তৎসহ পঠিত ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক জারি করা উল্লেখ্য সার্কুলার নং ১৪/২০২০, তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০২৪, ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে ২০২০, ২/২০২২ তারিখ ৫ মে ২০২২, ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ২০২২, এবং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এবং অন্যান্য সম্পর্কিত সার্কুলারসমূহ (এমসিএ সার্কুলারসমূহ) তৎসহ পঠিত সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি) সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএফডি- পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৪/১৩৩ তারিখ ৩ অক্টোবর ২০২৪ এবং অন্যান্য সম্পর্কিত সার্কুলার সমূহ সেবি কর্তৃক জারি করা অনুযায়ী ২৮তম এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য।
এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার মেনে সদস্যগণকে ২৮তম এজিএম নোটিশ এবং ২০২৪-২০২৫ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হবে।
২৮তম এজিএম আহ্বায়ক নোটিশ এবং ২০২৪-২০২৫ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.jiwanramgroup.com , ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অব ইন্ডিয়া লিমিটেড www.nseindia.com এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) www.evotingindia.com ওয়েবসাইটেও সংযুক্ত করা হবে।
সদস্যগণকে অনুরোধ এবং পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে,২৮ তম এজিএম নোটিস এবং ২০২৪-২০২৫ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(গণ) সঙ্গে তাদের ই-মেল ঠিকানা এবং মোবাইল নং নথিভুক্ত বা হালনাগাদ করার জন্য।
কোম্পানির ভৌত আকারে কোনও শোয়ারহোল্ডার নেই ফলে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে ভৌত আকারে শেয়ারহোল্ডারধারীদের জন্য কোনও নির্দেশনা প্রকাশ করা হয়নি।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
জীবনরাম শেওদত্তরাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
কৃস্মা আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং প্রয়োগ আধিকারিক

তারিখ : ২২/০৮/২০২৫
স্থান : কলকাতা

MINOLTA FINANCE LIMITED

CIN: L65921WB1993PLC057502
Corporate Office: Office No 2 Plot No 36, Pushpa Park Daftary Road No.3, Opp. St. Joseph High School, Malad East, Mumbai, India, 400097
Phone: 022 40751504 | **Email:** minoltafinance@gmail.com
Website: www.minoltafinance.co.in

NOTICE FOR 33RD ANNUAL GENERAL MEETING

To,
The Members,
MINOLTA FINANCE LIMITED

1. Shareholders may note that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of Minolta Finance Limited (the 'Company') will be held over video conference/other audio-visual means on **Friday, September 19, 2025 at 11:00 A.M.** IST in compliance with General Circular numbers 20/2020, 14/2020, 17/2020, 02/2021, 02/2022, 10/2022 and 09/2023 (hereinafter referred to as "the Circulars") and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) from time to time and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business/(es) that will be set forth in the Notice of the Meeting.
2. In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year ended March 31, 2025, will be sent only through email to all the shareholders whose email addresses are registered with the Depository Participant(s). Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's Registrar and Share Transfer Agent "Niche Technologies Pvt Ltd" at sabbas@nichetechpl.com. The Notice of 33rd AGM and Annual Report for financial year ended March 31, 2025 will also be made available on the website of the Company at www.minoltafinance.co.in ,on the websites of BSE at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com
3. Shareholders who have not registered their email addresses will have an opportunity to cast their vote remotely on business/(es) as set forth in the Notice of the AGM through a remote e-voting system or through an e-voting system during the AGM. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized and physical mode will be provided in the Notice to the shareholders.
4. The 33rd AGM Notice will be sent to the shareholders in accordance with the applicable laws on their registered email addresses in due course.

By order of the Board of Directors
Sd/-
Shefali Gupta
Company Secretary
Membership no: 76128

Date: August 21, 2025
Place: Kolkata

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জীবিত থাকাকালীন বাংলায় এসআইআর হবে না: পূর্ণেন্দু বসু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: 'ভয় পাবেন না, আতঙ্কিত হবেন না! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জীবিত থাকাকালীন এখানে এসআইআর হবে না।' বৃহস্পতিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় একটি কর্মী সভায় যোগ দিতে এসে এমনটাই জানালেন পূর্ণেন্দু বসু।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কৃষাণ ক্ষেতমজদুর তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির তরফে গঙ্গারামপুরে রবীন্দ্রভবনে এই কর্মী সভার আয়োজন করা হয়। এদিনের এই কর্মীসভায় কৃষাণ ক্ষেতমজদুর তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির রাজ্য সভাপতি পূর্ণেন্দু বসু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল, জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, জেলা পরিষদের মেন্টর শংকর সরকার, কৃষাণ ক্ষেতমজদুর তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির জেলা সভাপতি শাহেনশা মোল্লা-সহ আরও অনেকে। কর্মী সভায় আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিশেষ বার্তা দেন রাজ্যে এই প্রাক্তন মন্ত্রী। পাশাপাশি সংগঠনের নেতৃত্বদের সর্বদাই কৃষকদের পাশে থাকার নিদান দেন। অন্যদিকে, কর্মী সভা শেষে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) সম্পর্কিত বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে পূর্ণেন্দু বসু বলেন, 'ভয় পাবেন না, আতঙ্কিত হবেন না! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জীবিত থাকাকালীন এখানে এসআইআর হবে না। চালু করতে দেব না। কারণ এটা চালু করতে আসবে বিজেপির লোকেরা। দিল্লির লোকেরা তো আর আসবে না। তাই বিজেপির লোকেদের আমরা রাস্তাতেই আটকে দেব। তারা পারবে না জোর করে মানুষের অধিকার ছিনিয়ে নিতে।'

বুলা চৌধুরীর হারিয়ে যাওয়া পদ্মশ্রী ব্যাজ-সহ ১৩টি পদক উদ্ধার, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বৃহস্পতিবার সাঁতারু বুলা চৌধুরীর চুরি যাওয়া পদ্মশ্রী ব্যাজ-সহ বাকি পদকগুলো উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনায় আগেই একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, এবার আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, ঘটনায় মোট গ্রেপ্তারির সংখ্যা তিন। মাত্র ৬ দিনের মধ্যে বুলা চৌধুরীর হারিয়ে যাওয়া পদ্মশ্রী ব্যাজ উদ্ধার করল পুলিশ। ১৫ অগস্ট বুলা চৌধুরীর হিন্দমোটরের বাড়ি থেকে চুরি হয় একাধিক পদক, স্মারক ও পদ্মশ্রীর ব্যাজ। এর আগে ১৭ অগস্ট চুরি যাওয়া পদকের একটা অংশ পুলিশ উদ্ধার করেছিল। হিন্দমোটরের দেবাইপুকুর এলাকায় বুলা চৌধুরীর বাড়িতে রাখা ছিল সব পদক। তিনি কলকাতায় থাকলেও, তাঁর হিন্দমোটরের বাড়িতে কোচের তৈরি করে দেওয়া শোকেসে পদকগুলো রাখেন। এই পদক দেখতে দেশ, বিদেশের প্রচুর সাংবাদিক, ক্রীড়াপ্রেমী গিয়েছেন। ১৫ অগস্ট যখন তিনি জানতে পারেন সেগুলো চুরি হয়ে গিয়েছে, তখনই

কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁর সারা জীবনের অর্জন কয়েক মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে যাওয়ায় পর মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। দেশের এই লজ্জার ঘটনার পরই তদন্তে নামে পুলিশ, তৈরি করা হয় সিট। তদন্তে নেমে পুলিশ প্রথমে গ্রেপ্তার করে কৃষ্ণা চৌধুরীকে। এরপর শেখ সামিম, মহম্মদ চাঁদকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রথম দিনে ২৯৫টা পদক উদ্ধার করা হয়। সেই সময় বুলা জানান, তাঁর সাফ গেম এবং আন্তর্জাতিক কিছু পদক নেই সেই তালিকায়। এরপর পুলিশ ফের তদন্ত শুরু করে ও বৃহস্পতিবার আরও ১৩টা পদক উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, শেখ সামিম মূল অভিযুক্ত, তার কাছ থেকে ১৩টি পদক উদ্ধার করা হয়। চুরির সামগ্রী ছিল মহম্মদ চাঁদের কাছে। সব মিলিয়ে মোট ৩০৮টি পদক উদ্ধার করা হয়েছে। আরও কয়েকটা পাওয়া যায়নি, সেগুলোর খোঁজ চলছে। বৃহস্পতিবার বুলা চৌধুরীকে শ্রীরামপুরের ডিসিপি অফিসে নিয়ে গিয়ে পদকগুলি দেখানো হয়। বুলা পদ্মশ্রীর ব্যাজ পরে দেখেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'ছয় বছর বয়স থেকে সাঁতার কেটেছি। সাত সমুদ্র পার করেছি। সাফ গেমস, এশিয়ান গেমসে পদক জিতেছি। সারা জীবনের স্বীকৃতি হিসেবে অর্জুন, পদ্মশ্রী পেয়েছি। সেই পদক যখন চুরি হলো, খুব খারাপ লেগেছিল। তবে পুলিশের তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে সেই পদক ফিরিয়ে দিয়েছে। এরজন্য পুলিশকে মেডেল দেওয়া উচিত। একটা পদক জিততে যে পরিশ্রম করতে হয়েছে তা আমি জানি। তবে এই পদক আমি নিজের জন্য জিতিনি, জিতেছি দেশের জন্য।'

কাঁকসায় পাড়ায় সমাধান ক্যাম্প পরিদর্শনে মন্ত্রী শশী পাঁজা

পালটা বামেদের হেল্প ডেস্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বৃহস্পতিবার কাঁকসার মলানদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন কুলডিহা এলাকায় সকাল থেকেই বসে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' ক্যাম্প। সেই ক্যাম্পে সকাল থেকেই ছিল বহু মানুষ ভিড়। এদিন ২৩০, ২১৫ ও ২৩১ নম্বর বুথকে নিয়ে ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। সেই ক্যাম্প পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শশী পাঁজা, এছাড়াও ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলাশাসক, দুর্গাপুরের মহকুমাশাসক সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, কাঁকসা বিডিও পর্ণা দে, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি জয়জিত মণ্ডল-সহ মলানদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। শশী পাঁজা জানান, '২রা অগস্ট থেকে ২রা নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে চলবে আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান ক্যাম্প। সমস্ত আবেদন জমা হওয়ার পর তা মূল্যায়ণ করে ৬০ দিনের ভেতরে এলাকার মানুষের সমস্যার সমাধান করা হবে। সেইমতো এদিন কাঁকসার কুলডিহায় ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বহু মানুষ আসেন। তাদের সঙ্গে আমি সরাসরি কথা বলি। তাদের এলাকার কোন কোন বিষয়ে সমস্যা রয়েছে সেগুলি নথিভুক্ত করা হয়েছে। দ্রুত সমাধান করা হবে।' তবে সরকারি প্রকল্পের ক্যাম্পের পাশে রয়েছে বামেদের দলীয় কার্যালয় সেই কার্যালয়ে সকাল থেকে বাম কর্মী, সমর্থকদের হেল্প ডেস্ক খুলে বসে থাকতে দেখা যায়। এই বিষয়ে মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'তারা কী কারণে বসে রয়েছে তা আমার জানা নেই। হয়তো তারা সদস্য সংখ্যা বাড়াতে হেল্প ডেস্ক খুলে বসেছেন। বামেরা ইতিহাসের পাতায় চলে গেছে, ফলে সরকারি প্রকল্পগুলিকে নিয়ে তাদের নতুন করে হেল্প ডেস্ক খুলে সাধারণ মানুষকে সাহায্য করার কোনও প্রয়োজন নেই। ক্যাম্পের ভিতরেই হেল্প ডেস্ক করা আছে। সেখানে থেকেই মানুষকে সাহায্য করা হবে।' যদিও পালটা কাঁকসার দু'নম্বর এরিয়া কমিটির বাম নেতা সন্দীপন ব্যানার্জীর দাবি, 'আগে ছিল দুয়ারে সরকার। এখন নতুন প্রকল্প এসেছে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান।' এই প্রকল্প কতটা বাস্তবায়িত হবে সেটা সময়ের অপেক্ষা। তবে সাধারণ মানুষ আমাদের ওপর আস্থা রাখেন, তাই তাদের সাহায্যের জন্য হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে।'

এসটিএফ-এর জালে বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র-সহ পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: রাজ্যের এসটিএফ টিমের বড় সাফল্য। বিপুল পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার পাচারকারী। বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টা নাগাদ অন্ডাল স্টেশনে ৬ নম্বর প্লাটফর্মে প্রথমে আটক করা হয় বছর পঞ্চান্নর আশরাফুল আনসারি নামে বিহারের বাঁকা জেলার শাসন গ্রামের বাসিন্দাকে। প্রথমে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালায় এসটিএফ আধিকারিকরা। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় ১০টি দেশি পিস্তল। জানা গিয়েছে, অস্ত্র পাচারের খবর পেতেই টানা নজরদারি চালিয়ে অন্ডাল স্টেশন পৌঁছয় এসটিএফ-এর বিশেষ বাহিনী। জিজ্ঞাসাবাদের পরে ১০টি পিস্তল-সহ আনসারি ওরফে চানা নামের ওই অস্ত্র পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই সকল আগ্নেয়াস্ত্র অন্ডালের পথ দিয়ে রাজ্যের অন্য সব অংশে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছিল আশরাফুল আনসারি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়ে অস্ত্র কারবারি আশরাফুল জানায়, অস্ত্রগুলি অন্ডালের উখড়া এলাকায় পৌঁছানোর কথা ছিল তার। কোথা থেকে কী উদ্দেশ্যে এই সকল অস্ত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল? এছাড়াও উখড়া এলাকায় কার কাছে এই অস্ত্রগুলি যাচ্ছিল, তার অনুসন্ধানে নেমেছে এসটিএফ-সহ অন্ডাল থানার পুলিশ। এসটিএফ-এর অতর্কিতে এই অভিযানের জেরে একটা বড়সড়ো নাশকতার হাত থেকে এলাকা রক্ষা পেল বলেই দাবি করছেন অন্ডাল বাসিন্দারা।

মেদিনীপুরের মুকুটে নতুন পালক

এশিয়ান পাওয়ার লিফটিংয়ে পাঁচ প্রতিযোগীর ৫টি সোনা জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: নেপালের কাঠমাণ্ডুতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে মেদিনীপুর শহরের পাঁচ প্রতিযোগী ৫টি সোনা পেয়েছে। প্রতিযোগিতায় সঞ্জীব দাস, সায়ন দাস, শোভনদেব সাঁতরা, শান্তি দাস ও সুষমা মান্না বিভিন্ন বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন।

বুধবার সোনা জিতে প্রতিযোগীরা মেদিনীপুরে ফিরতেই তাঁদের জন্য বিশেষ সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন খান, প্রাক্তন খেলোয়াড় অসিত মণ্ডল-সহ বিশিষ্ট অনেকেই। প্রতিযোগিতায় পাকিস্তান, বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া-সহ বিভিন্ন দেশের প্রায় ৩০০জন প্রতিযোগী অংশ নেন। এই লড়াইয়ে মেদিনীপুরের সফল প্রতিযোগীদের মধ্যে সঞ্জীব দাস ও সায়ন দাস বলেন, 'লড়াই খুবই কঠিন ছিল। মনোবল হারাইনি। দেশের জন্য সোনা আনতে পেরে ভীষণ ভালো লাগছে।'

মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: বুধবার রাতে পশ্চিম বর্ধমান জেলার রানিগঞ্জে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রানিগঞ্জের স্কুল মোড়ের কাছে বাস প্রতীক্ষালয়ে একটি মৃতদেহ দেখতে পান পথ চলতি মানুষ। তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দেওয়া হলে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রানিগঞ্জ থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে আসেন এমএমআইসি দিব্যেন্দু ভগত। অজ্ঞাত পরিচয় এই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। ঘটনা প্রসঙ্গে এমএমআইসি দিব্যেন্দু ভগবত বলেন, 'বুধবার রাত ৭ টা নাগাদ পথযাত্রীরা এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন বাস প্রতীক্ষালয়ে। মৃত ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়নি। কীভাবে এখানে এসেছেন? কোথা থেকে এসেছেন? তা এখনো ধোঁয়াশার মধ্যে। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছেন পুলিশ।'

চন্দননগরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দননগর: এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো হুগলির চন্দননগরে। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সৌমেন দে (৩৯)। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে চন্দননগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে, চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চুঁচুড়া খাদিনা মোড় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চে করণিক ছিলেন সৌমেন দে। চন্দননগর রথের সড়কের একটি অভিজাত বহুতল আবাসনে দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন তিনি। সৌমেনের পৈতৃক বাড়ি চন্দননগর বৈদ্যপোতায়। পরিবার সূত্রের খবর, প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হওয়ার প্রায় ২ বছর পরে দ্বিতীয় বিয়ে করেন সৌমেন। তারপরে এই বহুতলে ফ্ল্যাট কেনেন তিনি, সেখানেই এই স্ত্রীর সঙ্গে থাকতেন। বৃহস্পতিবার সকালে ২ জনে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করেন। তারপরে একটি কাজে বেরিয়ে যান তাঁর স্ত্রী। চন্দননগর পুরনিগমের সিপিআইএম কাউন্সিলার অশোক গঙ্গোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে যান। তিনি বলেন, 'আবাসন থেকে একজন ঝাঁপ দিয়েছেন শুনে আমি আসি। ফ্ল্যাটের উত্তর দিকের লবি থেকে ঝাঁপ দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।' মৃত ব্যাঙ্ককর্মীর মাসতুতো দাদা শোভন শীল বলেন, 'মাসি ফোন করে জানায় ভাইয়ের দুর্ঘটনা হয়েছে। কী করে হলো, কেন হলো জানি না। হাসপাতালে এসে শুনি পড়ে গিয়েছে।' পরিবারে কোনও সমস্যা ছিল কি না, সৌমেন কোনও মানসিক অবসাদ ছিল কি না, সেটা বলতে পারেননি শোভন। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে চন্দননগর থানার পুলিশ।

যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় মৃত তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হল তিন জনের। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার ধাত্রীগ্রামে বড় স্বরাজপুরের কাছে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে স্কুটি চেপে দুই মহিলা ও এক ব্যক্তি কালনা হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর রুটের একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটিতে ধাক্কা মারলে, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এক মহিলা ও ব্যক্তির। মৃতদের নাম ফরজ মল্লিক ও নুরজাহান খাতুন। সম্পর্কের তারা বাবা ও মেয়ে ছিলেন। তাঁদের বাড়ি নাদনঘাট থানার ধামাই এলাকায়। গুরুতর জখম হন নুরজাহানের মামাতো বোন ফারহানা খাতুন। তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে কালনা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসা চলাকালীন হাসপাতালেই মৃত্যু হয় তাঁরও। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাস ও স্কুটিটিকে অন্যত্র সরিয়ে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: চারচাকা গাড়ি ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল চারচাকা আরোহী মহিলার। বৃহস্পতিবার সকালে আউশগ্রামের বাগবাটি মোড়ের কাছে ঘটে দুর্ঘটনাটি। মৃতার নাম রুমা হালদার (৫১)। তাঁর বাড়ি উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ইছাপুর এলাকার। তবে দুর্ঘটনার পরেই পালিয়ে যায় ঘাতক গাড়িটি। গুরুতর জখম মৃতার স্বামী ও বৃদ্ধা মা। তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গিয়েছে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ইছাপুর এলাকার বাসিন্দা গৌতম হালদার তাঁর স্ত্রী রুমাদেবী এবং গৌতমবাবুর শাশুড়ি তিনজন মিলে এদিন সকালে চারচাকা গাড়িতে করে তারপীঠের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। গৌতমবাবু নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। বর্ধমান সিউড়ি জাতীয় সড়ক ধরে যাওয়ার সময় আউশগ্রামের বাগবাটি মোড়ের কাছে তাঁদের গাড়ির সঙ্গে একটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। চালকের পাশের আসনেই বসেছিলেন রুমাদেবী।

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ,
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ -কলকাতা
১৫ বন্ডেল রোড, দ্বিতীয় তল, বালিগঞ্জ, কলকাতা, পব-৭০০০১৯
যোগাযোগ নং : ০৩৩-২২৯০০৭৫২, ৬৩৮২৩৭৩৬৮২
ইমেল : head.arbkolkata@kvbmail.com, samirghosh@kvbmail.com

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রি বিজ্ঞপ্তি ই-নিলামের তারিখ ১৬.০৯.২০২৫

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি., দুর্গাপুর শাখা, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে** বকেয়া **৯৫,৮৯,২৪৪.৮২ টাকা (পঁচানব্বই লাখ উননব্বই হাজার দুশো চুয়াল্লিশ টাকা এবং বিরাশি পয়সা)** ৩১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী এবং ০১.০৮.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ সহ আইন মোতাবেক দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি. জামিনদত্ত ঋণদাতা কর্তৃক আদায় করা হবে **(১) মেসার্স শ্রীমন্ত ঠাকুর (ঋণগ্রহীতা)** স্বত্বাধিকারী - শ্রীমন্ত ঠাকুর, গ্রাম - ডোবরানা, পো - চিনচুরিয়া, থানা - জামুরিয়া, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩৭৮ **(২) শ্রীমতী সবিতা ঠাকুর (জামিনদাতা)** স্বামী শ্রীমন্ত ঠাকুর, ১৬৪, গ্রাম - ডোবরানা, পো - চিনচুরিয়া, থানা - জামুরিয়া, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩৭৮ কাছ থেকে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং সংরক্ষিত মূল্য

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক সম্পত্তি পরিমাণ আনুমানিক এরিয়া ৩১.৭৮ ডেসিমেল অবস্থিত এলআর প্লট নং ১০০৮, এলআর খতিয়ান নং ১২১১, জেএল নং ৭২, মৌজা : ডোবরানা , গ্রাম - কেন্দা, রানিগঞ্জ-সিউড়ি রোড, হীরাপুর, পো : চিনচুড়িয়া, থানা : জামুড়িয়া, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩৭৮, ডোবরানা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এবং সম্পত্তি শ্রীমন্ত ঠাকুরের নামে।

(সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)

সংরক্ষিত মূল্য : ৮০, ৬৫,০০০ টাকা	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) : ৮,০৬,৫০০ টাকা	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ৫০,০০০ টাকা

সম্পদ পর্যবেক্ষণ	**২২.০৮.২০২৫ থেকে ১৫.০৯.২০২৫ সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত**
অনলাইন টেন্ডার এবং আবেদন ফর্ম দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময়	**তারিখ ১৫.০৯.২০২৫ সময় : বিকেল ৫টা।**
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	ই-নিলাম সম্পাদিত হবে পোর্টাল **https://bankauctions.in** মাধ্যমে **১৬.০৯.২০২৫** তারিখ সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টার মধ্যে, বিক্রয় প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত অসীমায়িত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ।
নোডাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম	**অ্যাকাউন্ট নং : ১১০১৩৫১০০০০০০৯৭৩ আইএফএসসি কোড : KVBL0001101 অ্যাকাউন্টের নাম : বিড কালেকশন এ/সি-সারফেসি) /ই-অকশন প্রসিড : অ্যাকাউন্টের নাম।**
যোগাযোগের ব্যক্তি এবং ফোন নং	শ্রী সমীর ঘোষ, মো : ৬৩৮২৩৭৩৬৮২

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে আমাদের ব্যাঙ্কের/নির্ধারিত ঋণদাতা কর্তৃক প্রদত্ত ওয়েবসাইটে লিঙ্ক **www.kvb.co.in/Property Under Auction** দেখুন এবং পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা, মেসার্স ৪ ক্লোজার পোর্টাল **https://bankauctions.in** দেখুন।

বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৯(১) অধীনে

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদাতা/গণ কে অবগত করা হচ্ছে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ সাম্প্রতিক মেয়াদ পর্যন্ত সুদ এবং অন্যান্য খরচ সহ ই-নিলামের পূর্বে আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি নিলাম করা/বিক্রি করা হবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া, যদি কিছু থাকে, আদায় করা হবে সুদ এবং শুল্ক সহ।

তারিখ : ১৯.০৮.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ,
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ -কলকাতা
১৫ বন্ডেল রোড, দ্বিতীয় তল, বালিগঞ্জ, কলকাতা,
পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৯, যোগাযোগ নং : ০৩৩-২২৯০০৭৫২, ৬৩৮২৩৭৩৬৮২
ইমেল : head.arbkolkata@kvbmail.com, samirghosh@kvbmail.com

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রি বিজ্ঞপ্তি ই-নিলামের তারিখ ১৬.০৯.২০২৫

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি., এন এস রোড শাখা, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে** বকেয়া **১,১১,৪১,৬৫৫.২৪ টাকা (এর কোটি এগার লাখ একচল্লিশ হাজার ছশো পঞ্চান্ন টাকা চব্বিশ পয়সা)** ৩০.০৭.২০২৫ অনুযায়ী এবং ৩১.০৭.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ সহ আইন মোতাবেক দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি. জামিনদত্ত ঋণদাতা কর্তৃক আদায় করা হবে **(১) শ্রীমতী শিবাঙ্গি আগরওয়াল (ঋণগ্রহীতা)** (স্বামী শ্রী সন্দীপ আগরওয়াল) **২) শ্রী সন্দীপ আগরওয়াল (জামিনদাতা)** ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৫ম তল, সৃষ্টি, ১২, হো চি মিন সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১ **আরও ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ১০, মিডলটন ম্যানশনস, ৯ এবং ৯/১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১ কাছ থেকে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং সংরক্ষিত মূল্য

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৫মতলে, পরিমাণ এরিয়া ৮৫৩ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ড আপ এরিয়া, দুই বেড রুম, এক বাথ এবং প্রিভি (মোট এরিয়া পরিমাপ আনুমানিক ১৮২৩ বর্গফুট বসবাসের উক্ত ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৫মতলে, এবং সংশ্লিষ্ট ভবনের সকলের ব্যবহারের এরিয়া এর যথাযথ ভাগ অংশ এবং পরিষেবা ভোগ দখল সহ অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১২, হো চি মিন সরণি (পূর্বতন হ্যারিংটন স্ট্রিট), থানা : শেক্সপিয়ার সরণি, পোস্ট অফিস : রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০৭১, ওয়ার্ড নং ৬৩, সকলের ব্যবহারের এলাকা পরিষেবা অন্যান্য সুবিধা সকল এবং অবিভক্ত সম্পত্তি যথাযথ ভাগ অংশ এবং ভোগ দখল সহ সম্পত্তি শ্রীমতি শিবাঙ্গী আগরওয়াল (স্বামী শ্রী সন্দীপ আগরওয়াল) এর নামে।

(সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত-স্বত্ব দখলের নির্দেশ গৃহীত)।

সংরক্ষিত মূল্য : ৭৭, ০০,০০০ টাকা	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) : ৭,৭০,৩০০ টাকা	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ৫০,০০০ টাকা

সম্পদ পর্যবেক্ষণ	**২২.০৮.২০২৫ থেকে ২৪.০৯.২০২৫ সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত**
অনলাইন টেন্ডার এবং আবেদন ফর্ম দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময়	**তারিখ ২৪.০৯.২০২৫ সময় : বিকেল ৫টা।**
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	ই-নিলাম সম্পাদিত হবে পোর্টাল **https://bankauctions.in** মাধ্যমে ২৫.০৯.২০২৫ তারিখ সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টার মধ্যে, বিক্রয় প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত অসীমায়িত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ।
নোডাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম	**অ্যাকাউন্ট নং : ১১০১৩৫১০০০০০০৯৭৩ আইএফএসসি কোড : KVBL0001101 অ্যাকাউন্টের নাম : বিড কালেকশন এ/সি-সারফেসি) /ই-অকশন প্রসিড : অ্যাকাউন্টের নাম।**
যোগাযোগের ব্যক্তি এবং ফোন নং	শ্রী সমীর ঘোষ, মো : ৬৩৮২৩৭৩৬৮২ ইমেল : samirghosh@kvbmail.com

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে আমাদের ব্যাঙ্কের/নির্ধারিত ঋণদাতা কর্তৃক প্রদত্ত ওয়েবসাইটে লিঙ্ক **www.kvb.co.in/Property Under Auction** দেখুন এবং পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা, মেসার্স ৪ ক্লোজার পোর্টাল **https://bankauctions.in** দেখুন।

বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদাতা/গণ কে অবগত করা হচ্ছে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ সাম্প্রতিক মেয়াদ পর্যন্ত সুদ এবং অন্যান্য খরচ সহ ই-নিলামের পূর্বে আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি নিলাম করা/বিক্রি করা হবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া, যদি কিছু থাকে, আদায় করা হবে সুদ এবং শুল্ক সহ।

তারিখ : ১৯.০৮.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
আইডিবিআই হাউস ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি কলকাতা -৭০০০১৭
ফোন: (+৯১ ৩৩) ৬৬৫৫ ৭৮২৩/৭২৫/৭০৯
CIN: L65190MH2004GO1148838

পরিশিষ্ট -৪-এ [রুল ৯(১) এর বন্দোবস্ত দেখুন] স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৯(১) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা (গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার বাস্তবিক দখল আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, সুরক্ষিত পাওনাদার এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা ২৬-০৯- ২০২৫ তারিখে বিক্রি করা হবে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড এর বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য "যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে" ভিত্তিতে নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ এর থেকে। রিজার্ভ মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিবরণের বিপরীতে প্রদর্শিত হয়েছে।

সম্পত্তির বিবরণ যা ২৬-০৯-২০২৫ তারিখে নিলামে তোলা হবে (৩০ দিনের বিজ্ঞপ্তি)।

শাখার নাম	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)-এর নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) গ) বিড/টেন্ডার বৃদ্ধির পরিমাণ
পার্ক স্ট্রিট	শেখ হারুন রশীদ (ঋণগ্রহীতা), সুলতানা বেগম (সহ-ঋণগ্রহীতা), শেখ কুতুবুদ্দিন (সহ-ঋণগ্রহীতা), শেখ রাজাউল হক (সহ-ঋণগ্রহীতা) এবং শেখ ফজলে হক (সহ-ঋণগ্রহীতা)	৪.০৯২ ডেসিমেল বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত তমলুক থানার অধীন, মৌজা- পদুনবাসন, জে.এল. নং- ১৪৪, তৌজি নং- ২৬৩৯, আর.এস. দাগ নং- ৮৪ এবং এল.আর. দাগ নং- ৮৯ এবং আর.এস. দাগ নং- ৮৫ এবং এল.আর. দাগ নং- ৮৮ -এর অন্তর্গত, আর.এস. খতিয়ান নং- ৪৩৪ এবং ৪৩৩ এবং এল.আর. খতিয়ান নং- ৯৪৭৯, ৯৪৮০, ৯৪৭৮-এর অন্তর্ভুক্ত। চৌহদ্দি:- উত্তরে - শীতল মাইতির জমি, দক্ষিণে - সন্দীপ সাঁতরার জমি, পূর্বে - রমা মাইতি এবং অরুণাভ মাইতির আর.এস. দাগ নং- ৮৩, পশ্চিমে - গোকুল চক্রবর্তীর জমি	ক) ৩০.০৮.২০২৩ খ) ০৫.০৪.২০২৫ (বাস্তবিক) গ) ৫৪,৩৮,৪৮৪.৮৬ টাকা (চুয়ান্ন লক্ষ আটত্রিশ হাজার চারশো চুরাশি টাকা এবং ছিয়াশি পয়সা মাত্র)	ক) ৬৯,৫৭,০০০.০০ টাকা খ) ৬,৯৫,৭০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০/- টাকা

সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২ এর রুল ৯(১) এর অধীনে ১৫ দিনের সংবিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

বিড ডকুমেন্ট কলকাতা জোনাল অফিস, আইডিবিআই হাউস ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি কলকাতা -৭০০০১৭ থেকে কার্যদিবসে (সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০টা) ওয়েবসাইট www.idbibank.in এবং www.banknet.com থেকে ১৯.০৯.২০২৫ থেকে ২৬.০৯.২০২৫ পর্যন্ত পাওয়া যেতে পারে।

আন্ডারটেকিং, কেওয়াইসি নথি এবং ইএমডি সহ বিড ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৪টা পর্যন্ত
পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়:	১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত
ই-অকশনের তারিখ ও সময়:	২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (সারাদিন)

বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে www.banknet.com এবং https://www.idbibank.in -এ দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ: ২২.০৮.২০২৫ ; স্থান: পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিঃ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর/অস্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, খিদিরপুর শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে ২৪.০৯.২০২৫ তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, খিদিরপুর শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া **১,১৭,২১,৯৬৮.৫৫ টাকা** (এক কোটি সতেরো লক্ষ একুশ হাজার নয়শো আটষট্টি টাকা এবং পঞ্চান্ন পয়সা মাত্র) **১৪.০৮.২০২৪** অনুযায়ী সেইসঙ্গে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং তার উপর খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য **মেসার্স কন্টিনেন্টাল কনসোর্টিয়াম কেমিক্যাল কোম্পানি (ঋণগ্রহীতা)**, নিবন্ধিত ঠিকানা- ১০১/বি, টালিগঞ্জ রোড, সাহানগর পোস্ট অফিসের কাছে, সাহানগর, কলকাতা - ৭০০ ০২৬, ইউনিট ঠিকানা- ৭এ, সাধু তারাচরণ রোড, কলকাতা- ৭০০ ০২৬ -এর থেকে।

ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ১. মেসার্স কন্টিনেন্টাল কনসোর্টিয়াম কেমিক্যাল কোম্পানি (ঋণগ্রহীতা), নিবন্ধিত ঠিকানা- ১০১/বি, টালিগঞ্জ রোড, সাহানগর পোস্ট অফিসের কাছে, সাহানগর, কলকাতা - ৭০০ ০২৬। ইউনিট ঠিকানা- ৭এ, সাধু তারাচরণ রোড, কলকাতা-৭০০০২৬ ২. শ্রী অরূপ কুমার দাস (অংশীদার/বন্ধকদাতা) ১০১/বি, টালিগঞ্জ, সাহানগর পোস্ট অফিসের কাছে, সাহানগর, কলকাতা - ৭০০ ০২৬। ৩. শ্রীমতি মঞ্জু প্রামাণিক (অংশীদার) ১০১/বি, টালিগঞ্জ, সাহানগর পোস্ট অফিসের কাছে, সাহানগর, কলকাতা - ৭০০ ০২৬। ৪. শ্রীমতি সুলেখা দাস (অংশীদার) ১০১/বি, টালিগঞ্জ, সাহানগর পোস্ট অফিসের কাছে, সাহানগর, কলকাতা - ৭০০ ০২৬। খ) খিদিরপুর শাখা	কমবেশি ২ কাঠা, ০৪ ছটাক, ২৬ বর্গফুট পরিমাপের জমি ও তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা দোতলা বাড়ির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা ১০১ বি, কবিশেখর কালিদাস রায় রোড, পূর্বে টালিগঞ্জ রোড নামে পরিচিত প্রেমিসেসে অবস্থিত। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে , ওয়ার্ড নং ০৮৮, মূল্যায়ন নং ১১০৮৮২১০১৫৬৩, থানা - টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০২৬, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:-** উত্তর-১০ ফুট চওড়া সাধারণ পথ দিয়ে, দক্ষিণ- কর্পোরেশন ড্রেন, পূর্ব- প্রেমিসেস নং ১০১এ, টালিগঞ্জ রোড, পশ্চিম- প্রেমিসেস নং ১০১সি, টালিগঞ্জ রোড দ্বারা।	**১,১৭,২১,৯৬৮.৫৫ টাকা** (এক কোটি সতেরো লক্ষ একুশ হাজার নয়শো আটষট্টি টাকা এবং পঞ্চান্ন পয়সা মাত্র) ১৪.০৮.২০২৪ অনুযায়ী সেইসঙ্গে তদুপরি পরবর্তী সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ।	ক) ৭৫,৭৫,০০০.০০ টাকা (*) (পঁচাত্তর লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা মাত্র)। খ) ৭,৫৭,৫০০.০০ টাকা (সাত লক্ষ সাতান্ন হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র)। এই পরিমাণটি ই-অকশনের তারিখ ও সময়ের আগে পোর্টালে জমা দিতে হবে। গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র)। ঘ) IDIB461817289 ঙ) অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে উপরে বর্ণিত সম্পত্তিতে কোনও দায়বদ্ধতা নেই। চ) প্রতীকী দখল

যোগাযোগের বিশদ : ৮১০০০ ০২০২১

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ২২.০৮.২০২৫ থেকে ২৩.০৯.২০২৫; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ২৪.০৯.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**

দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ অংশীদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ১৭.০৭.২০২৫
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

রাহুলের ভয়ে মুখ খুলতে পারেন না তরুণ প্রতিভাবানরা

বাদল অধিবেশনের শেষ দিনে আক্রমণ মোদীর

নয়াদিল্লি, ২১ অগস্ট: কেন্দ্রের শরিকদের সঙ্গে বাদল অধিবেশনের শেষদিনে আলোচনায় বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে বিরোধীদের বিঁধতে গিয়েই পরিবারতন্ত্র এবং রাহুল গান্ধিকে তুলোধোনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, বিরোধীদের মধ্যে একাধিক নেতা রয়েছেন যাঁরা অত্যন্ত প্রতিভাবান। কিন্তু তাঁদেরকে ঘিরে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন রাহুল গান্ধি!

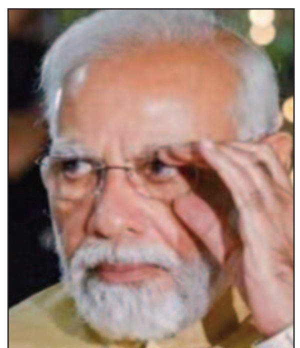

বৈঠকে তিনি বলেন, বিরোধী দলগুলির মধ্যে বেশ কয়েকজন সম্ভাবনায় নেতা রয়েছেন। বিশেষত কংগ্রেসে। কিন্তু তাঁদের কথা বলার অনুমতিটুকুও মেলে না। তার অন্যতম কারণ হল গান্ধি পরিবারের নিরাপত্তাহীনতা। বিরোধীদের এই নেতাদের নিয়ে আতঙ্কে ভোগেন রাহুল গান্ধি। তাঁর কারণেই প্রতিভাবান নেতারা মুখ খুলতে পারেন না। উল্লেখ্য, এই বৈঠকে কোনও বিরোধী সাংসদ হাজির ছিল না। গোটা বাদল অধিবেশনে বিরোধীদের ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মোদী। বৈঠকে তিনি বলেন, কেবল বিশৃঙ্খলা ছড়াতেই ব্যস্ত ছিল বিরোধীরা। তবে বাদল অধিবেশনে একাধিক বিল পাশ করানো গিয়েছে। এই বিষয়টিতে যথেষ্ট সাফল্য এসেছে এই বাদল অধিবেশনে।

উপরাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন পেশ সুদর্শন রেড্ডির

নয়াদিল্লি, ২১ অগস্ট: বৃহস্পতিবার সকালে উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা দেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডি। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং কংগ্রেসের সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধিকে পাশে নিয়ে মনোনয়ন জমা দেন তিনি। নাম ঘোষণা হওয়ার পরেই, দল নির্বিশেষে সমর্থন পাওয়ার আশা প্রকাশ করেন রেড্ডি। এই নির্বাচনকে সংখ্যার উপরে উঠে আদর্শের প্রতিযোগিতা হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন তিনি। মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে তিনি বলেন, 'সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই, আমি আশাবাদী। যেহেতু আমি কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য নই, তাই আমার বিশ্বাস সবাই আমাকে সমর্থন করবে, আমি গতকালই স্পষ্ট করে বলেছি। এটি আদর্শের লড়াই।'

বুধবার এনডিএ-র শক্তি প্রদর্শনের পরে বৃহস্পতিবার একই পথে হাঁটল ইন্ডিয়া জোট। মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময়ে রেড্ডির সঙ্গে ছিলেন এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ার, সমাজবাদী পার্টির সাংসদ রাম গোপাল যাদব, ডিএমকে সাংসদ ত্রিচুরি শিবা, শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদ সঞ্জয় রাউত এবং ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য নেতারা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে বুধবার উপরাষ্ট্রপতি পদের মনোনয়ন জমা দেন এনডিএ প্রার্থী চন্দ্রপুরম পোন্নুসামি রাধাকৃষ্ণণ। শুধু মোদীই নন, মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন।

ইংল্যান্ডে প্যালেস্তাইনপন্থী সংগঠনকে 'সন্ত্রাসী' তকমা, গ্রেপ্তার শতাধিক

লন্ডন, ২১ অগস্ট: প্যালেস্তাইনপন্থী সংগঠন 'প্যালেস্তাইন অ্যাকশান'কে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের তকমা দেওয়ায় বিক্ষোভে উত্তাল ইংল্যান্ড। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পথে নামছেন হাজার হাজার মানুষ। এখনও পর্যন্ত কমপক্ষে ১০০ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্যালেস্তাইনপন্থী সংগঠন ডিফেন্ড আওয়ার জুরি এক্স হ্যান্ডেলে অভিযোগ করেছে, 'ইংল্যান্ড সরকার প্যালেস্তিনীয়দের বিরুদ্ধে ইজরায়েলের গণহত্যায় জড়িত। যারা এই বিষয়ে মুখ খুলছে তাদের চুপ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।' সূত্রের খবর, প্যালেস্তিনীয়দের অন্য সংগঠন 'ডিফেন্ড আউর জুরি'র সদস্য-সমর্থকরা প্রতিবাদ মিছিল করছেন লন্ডন, ম্যাঞ্চেস্টার, এডিনবার্গ, ব্রিস্টল এবং ট্রুরোতে। সম্প্রতি জঙ্গি কার্যকলাপের অভিযোগে সন্ত্রাস আইন ২০০০-এর অধিনে ৫৫ জন প্যালেস্তিনীয়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ইংল্যান্ডে। প্রশাসনের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন ইংল্যান্ড নিবাসী প্যালেস্তিনীয় জনতা। বিক্ষোভকারীদের হাতে দেখা গিয়েছে পোস্টার-'আমি গণহত্যা বিরোধী, আমি প্যালেস্তিনীয়দের পক্ষে।' 'আমি প্যালেস্তাইনকে সমর্থন করি, আমার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিন।' গত শনিবার লন্ডনের পার্লামেন্ট স্কোয়ারে মহাত্মা গান্ধির মূর্তির পাদদেশে দাঁড়িয়েও বিক্ষোভ দেখান অনেকে। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ঘিরে ফেলে তাঁদের ব্যাগ তল্লাশি চালায়। বেশ কয়েকজনকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বলেও অভিযোগ।

একদিন ময়দান

অস্ট্রেলিয়া সফরই রোহিতের শেষ?

সম্মানজনক বিদায়ের পথে হিটম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুম্বইয়ের ক্রিকেটার মানেই এক সময় ভারতীয় দলে জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি ছিল। ঘরোয়া ক্রিকেট, আইপিএল বা আন্তর্জাতিক মঞ্চ, সর্বত্র তাঁদের সাফল্যের নজির ছিল স্পষ্ট। তবে আজকের দিনে পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে গিয়েছে। শ্রেয়স আইয়ারকে যেমন দেখা গেল ঘরোয়া ও আইপিএল মঞ্চে ধারাবাহিক পারফর্ম করেও জাতীয় দলে দীর্ঘস্থায়ী জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হতে, তেমনই এক ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম ভরসা রোহিত শর্মার ক্ষেত্রে।

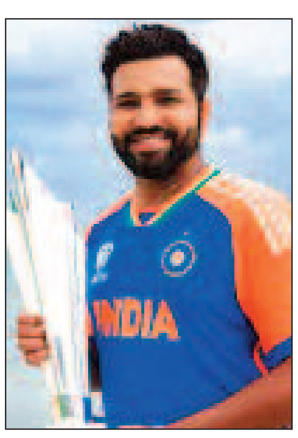

'হিটম্যান' নামে পরিচিত রোহিত গত কয়েক বছরে দেশের হয়ে অসংখ্য স্মরণীয় ইনিংস খেলেছেন। তবে সময়ের সঙ্গে তাঁর ফর্মে ধস নামে, বিশেষ করে টেস্ট ক্রিকেটে। ধারাবাহিক ব্যর্থতার কারণে শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাধ্য হয়ে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে হয়। শোনা যায়, নির্বাচকরা তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, নিজে না-সরলে বাদ পড়তে হবে। ফলে রোহিতের টেস্ট ক্যারিয়ারের শেষটা হয়েছিল তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। টি-টোয়েন্টিতেও বিশ্বকাপ জেতার পর তিনি অবসর ঘোষণা করেন। বর্তমানে তিনি শুধুমাত্র ওয়ানডে ফরম্যাটে খেলেন। কিন্তু এখানেও ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। ক্রিকেটমহলের ধারণা, ভারতীয় দলে দীর্ঘদিন আর তাঁর জায়গা ধরে রাখা সম্ভব হবে না। কারণ, নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড়দের তুলে আনতে নির্বাচক এবং কোচিং স্টাফরা মরিয়া। এমনকি শোনা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই 'প্রোজেক্ট রোহিত' শুরু হয়ে গিয়েছে, যেখানে তাঁর সম্ভাব্য বিদায়ের পরিকল্পনা সাজানো হচ্ছে।

আগামী অক্টোবর মাসে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে ভারত। সেখানে তিন ম্যাচের ওয়ানডে ও তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ রয়েছে। জানা যাচ্ছে, এই সিরিজই সম্ভবত রোহিতের অধিনায়ক হিসেবে শেষ সুযোগ। তাঁকে সম্মানজনক বিদায়ের রাস্তা দেখানো হবে। যদি তিনি নিজে অবসর নেন, তবে সেটাই হবে সুন্দর সমাপ্তি। কিন্তু না নিলে নির্বাচকরা শুভমান গিলকে নেতৃত্বভার দিয়ে নতুন অধ্যায় শুরু করতে পারেন। অর্থাৎ, টেস্ট থেকে যে সম্মানজনক বিদায় তিনি পাননি, ওয়ানডেতে অন্তত সেই সুযোগ হয়তো মিলতে চলেছে। রোহিতের ভবিষ্যৎ নিয়ে যতই অনিশ্চয়তা থাকুক, বিরাট কোহলির ক্ষেত্রেও একই প্রশ্ন উঠছে, তিনি ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলবেন কি না। তবে বিরাটের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে নির্বাচকদের সিদ্ধান্তের উপর। অন্যদিকে রোহিত সম্পর্কে নাকি কোচ গৌতম গম্ভীরের আগ্রহ খুবই কম। গম্ভীর এখন জাতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে কাজ করছেন, ফলে তাঁর অবস্থানই অনেক কিছু নির্ধারণ করছে। সর্বোপরি, ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে রোহিত শর্মার অবদান অস্বীকার করা যায় না। তিনিই প্রথম ব্যাটসম্যান যিনি তিনটি ডবল সেঞ্চুরি করেছেন ওয়ানডে ক্রিকেটে, তিনি অধিনায়ক হিসেবে দেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন। কিন্তু সময় সবকিছুকে ছাড়িয়ে যায়। নতুন প্রজন্মকে জায়গা দিতে গিয়ে কিংবদন্তিদের বিদায় নিতে হয়। রোহিতের ক্ষেত্রেও সেই সময় ঘনিয়ে এসেছে বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে ভক্তদের আশা, যে ভাবে তিনি ভারতীয় ক্রিকেটকে সাফল্যের শিখরে নিয়ে গিয়েছেন, তেমনই সম্মানের সঙ্গেই তিনি জাতীয় দলের মঞ্চ থেকে বিদায় নেবেন।

মুম্বইয়ের অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন অজিঙ্ক রাহানে

মুম্বই, ২১ অগস্ট: অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান অজিঙ্কা রাহানে, নতুন অধিনায়কের জন্য জায়গা করে দেওয়ার জন্য মুম্বইয়ের রঞ্জি ট্রফির অধিনায়কত্ব থেকে পদত্যাগ করেছেন বৃহস্পতিবার।

'মুম্বই দলের সঙ্গে অধিনায়কত্ব করা এবং চ্যাম্পিয়নশিপ জেতা একটি পরম সম্মানের বিষয়। সামনে নতুন ঘরোয়া মরসুম, আমি বিশ্বাস করি এটিই একজন নতুন নেতা তৈরি করার সঠিক সময় এবং তাই আমি অধিনায়কত্বের ভূমিকায় আর না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি',এমনটাই রাহানে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন। তাছাড়া পোস্টে তিনি এও লিখেছেন, 'একজন খেলোয়াড় হিসেবে আমি আমার সেরাটা দিতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং মুম্বইয়ের সঙ্গে আমার যাত্রা অব্যাহত রাখব যাতে আমরা আরও ট্রফি জিততে পারি। সামনের মরসুমের জন্য অধীর আগ্রহে আমি অপেক্ষা করছি।'

এমসিএর এক অভ্যন্তরীণ সূত্রের মতে, রাহানেকে হয়তো জানানো হয়েছিল যে নির্বাচকরা একজন নতুন অধিনায়ক খুঁজছেন, যার প্রতি তিনি অনুকূল সাড়া দিয়েছেন। রাহানের নেতৃত্বে, মুম্বই ২০২৩-২৪ মরসুমে রেকর্ড ৪২তম শিরোপা জিতে আট বছরের রঞ্জি ট্রফির খরার অবসান ঘটায়। তবে, গত মরসুমে দলটি সেমিফাইনালে বিদর্ভের কাছে হেরে শিরোপা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়।

আর্মব্যান্ডটি চলে যাওয়ায়, রাহানে এখন দলে নিজের জায়গা ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য চাপের সম্মুখীন হবেন, কারণ তরুণদের একটি দল অপেক্ষা করছে। চেয়ারম্যান সঞ্জয় পাতিলেবঋ নেতৃত্বে মুম্বই নির্বাচকদের এখনও একজন নতুন অধিনায়ক খুঁজে বার করতে হবে। আন্তর্জাতিক ব্যস্ততার কারণে শ্রেয়াস পুরো মরসুমে খেলতে পারবেন না বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, তাই শার্দুল ঠাকুর সবার আগে আছেন। সম্প্রতি দলীপ ট্রফির জন্য এই অলরাউন্ডারকে পশ্চিম অঞ্চলের অধিনায়ক মনোনীত করা হয়েছে। অন্যান্য প্রতিযোগীদের মধ্যে সহ-অধিনায়ক শামস মুলানি এবং সিদ্ধেশ লাড রয়েছেন, যারা দু'জনেই আগে মুম্বইকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

একই দিনে ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজনে বঙ্গ বিজেপি ও রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, শিকাগো ধর্ম মহাসভায় ঐতিহাসিক বক্তব্য রেখেছিলেন বাংলার বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। বাংলার জাতীয়তাবাদ জাগরণের প্রতীক তিনি। ২০২৫ সালে এই ঘটনার ১৩৩ বছর পূর্ণ হবে। সেই উপলক্ষ্যে রাজ্যের ক্রীড়া দফতর ও আইএফএ যৌথ উদ্যোগে একটি ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে চলেছে। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর থেকে আন্তঃজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা 'স্বামী বিবেকানন্দ কাপ' শুরু করতে চলেছে। লক্ষ্য জেলাস্তর থেকে প্রতিভাবান ফুটবলার খুঁজে আনা। যারা খেলবে কলকাতা লিগের বিভিন্ন ডিভিশনে। রাজ্যের ২৩ টি জেলার থেকে মোট ৮টি করে দল নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হবে। জয়ী দলদের ৮ টি জোনে ভাগ করে ম্যাচ হবে। ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, 'ভারতীয় ফুটবলকে একমাত্র বাংলাই এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। বাংলার ফুটবল উন্নত হলে ভারতবর্ষের ফুটবল ভালো জায়গায় যাবে বলে আমার বিশ্বাস।'

আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত জানালেন, 'মূলত জেলাস্তর থেকে ফুটবলারদের খুঁজে আনাই লক্ষ্য আমাদের। এই সব প্রতিভাবান ছেলেরা একদিন খেলবে কলকাতা লিগ তথা ভারতবর্ষের সেরা ক্লাবগুলিতে।' এর পাশাপাশি বঙ্গ বিজেপিও একটি টুর্নামেন্ট আয়োজনের পরিকল্পনা করেছে। গত ১৪ আগস্ট বৈঠক করে বঙ্গ বিজেপি সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা রাজ্যব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করবে। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ভাবে আয়োজিত হবে এই প্রতিযোগিতা। যার নাম হওয়ার কথা 'নরেন্দ্র কাপ'। এই খেলাও শুরু হওয়ার কথা আগামী ১১ সেপ্টেম্বর থেকে। যুব সমাজকে একই পথে আনতে বাংলার ফুটবলকেই বেছে নিয়েছে বঙ্গ বিজেপি।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

Notice Inviting Online-Tender
Executive Officer, Bhatar Panchayat Samiti invites **Notice inviting e-Tender No. BHATAR PS/19/2025-26, Dated- 21/08/2025.** Last Date of Bid Submission : **04/09/2025.** Details of e-Tender Notice will be available in Website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer
Bhatar Panchayat Samiti

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
(1) WBMAD/ULB/ BM/PW/AMRUT 2.0/N.I.T– 13/2025-2026
Memo No. 1924/PWD/BM/2025-2026
Dated.19.08.2025
Name of the Work:- 3 (Three) Sl. No. 1. Renovation and Extension of APJ Abdul Kalam park in ward no. 12 under Bolpur Municipality. Sl. No. 2- Rejuvenation of Kumro Gore in ward no. 15 under Bolpur Municipality. Sl. No. 3- Renovation of Sudhasagar Park in ward no. 07 under Bolpur Municipality.
(2) WBMAD/ULB/ BM/PW/15th Finance Fund/N.I.T– 14/2025-2026
Memo No. 1925/PWD/BM/2025-2026
Dated. 19.08.2025
Name of the Work : 1 (One) Sl. No. 1 Construction of cement concrete High Drain in ward no. 05 under Bolpur Municipality. Last Date-of Submission 15.09.2025, for details see Bolpur Municipality Notice Board & Website : **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/ 282/25-26 Dated 21.08.2025
E-Tenders are being Invited for : Installation of 1(ONE) no of 9 mtr long octagonal mini mast Street light each having 5nos of 110Watts LED Flood light fitting (MODEL BVP192 LED 110 CW) in Uttar Kumakhali Near House of Yousuf Mondal, AT WARD NO.27 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a) Date of uploadation: 22.08.2025 at 11-00 hrs. b) Tender Value: Rs: 1,07,295.37/- c) Documents download starting date & time: 22.08.2025 at 11-00 hrs. d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: 28.08.2025 at 11-00 hrs. e) Date & Time for Opening of Technical Bid: 01.09.2025 at 11-05 hrs. f) Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.
Sd/- Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ঃ ১৯.০৮.২০২৫। ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/III, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা- ৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-১১০-২৫-২৬। কাজের নামঃ** ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/III/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে শিয়ালদহ ডিভিসনে প্রয়োজনীয় পাইপলাইনের কাজ সহ বিভিন্ন স্টেশনে টয়লেট ব্লকের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,৯৭,৭১,৬৬৮.৮৫ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ২,৪৮,৯০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১১.০৯.২০২৫ বেলা ৩টা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার বাতিল করা হবে। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় **১১.০৯.২০২৫-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট।** (SDAH-177/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/ 281/25-26 Dated 21.08.2025
E-Tenders are being Invited for : Installation of 1(ONE) no of 9 mtr long octagonal mini mast Street light each having 5nos of 110 Watts LED Flood light fitting (MODEL BVP192 LED 110 CW) in Anandapally near Halat Colony, AT WARD NO. 27 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a)Date of uploadation: 22.08.2025 at 11-00 hrs. b) Tender Value: Rs: 1, 07, 295.37/- c) Documents download starting date & time: 22.08.2025 at 11-00 hrs. d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: 28.08.2025 at 11-00 hrs. e) Date & Time for Opening of Technical Bid: 01.09.2025 at 11-05 hrs. f) Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.
S/D Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
2nd Call 1st Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 26/WS/ Eng/25 Dt. 03-06-25
1st Call 3rd Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 32/WS/ Eng/25 Dt. 08-07-25
Bid Submission period: 01.09.25 instead of 20.08.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Saptagram Gram Panchayat
Mithapukur, Adcconagar, Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tender has been invited from bonafied bidders for 09 nos. works published on **19.08.2025**. Last Date of Application: **25.08.2025 till 06.00 PM** vide **NIT No.: SGP/ 317-325 /2025, Date: 18.08.2025** & **e-Tender ID: 2025_ZPHD_891668, 2025_ZPHD_891906, 2025_ZPHD_891925, 2025_ZPHD_891947, 2025_ZPHD_891969, 2025_ZPHD_891981, 2025_ZPHD_892005, 2025_ZPHD_892020, 2025_ZPHD_892024.** For detailed information visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP office.
Sd/-
Prodhan
Saptagram Gram Panchayat

E-TENDER NOTICE
Habra-II Panchayat Samity
Vill+P.O.- Talsa , P.S.- Ashoknagar, Dist.- North 24 Parganas
2 (Two) no e- Tender has been invited for the work namely. **1.** Construction of Arsenic Free Drinking Water Treatment Plant with soak pit at Mouza Dighara under Dhighara Malickberia Gram Panchayat of Habra-II Dev. Block, North 24 Parganas, under 15th CFC **2.** Construction of Arsenic Free Drinking Water Treatment Plant with soak pit at Mouza Napara Under Dighara Malickberia Gram Panchayat of Habra-II Dev. Block, North 24 Parganas, Under 15th CFC. **Tender Notice No.- 149/N-2/DMGP/25-26 Date.- 14/08/2025. Last date of Bid Submission 26.08.2025 up to 2 PM.**
Sd/-
Prodhan
Dighra Malikberia GP

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700028
"DUM DUM MUNICIPALITY HAS published tenders in the Govt website : "wbtenders.gov.in." related to Supply of 02 Nos. Portable Compactor (PC) of 10.5 CuM capacity and 1 No. Hook Loader (HL) along with 5Years O&M for Dum Dum Municipality, vide memo No. 645/DDM/GEN/25-26 Dtd 21.8.2025, Last date for dropping is 15.9.2025 and Opening on 17.9.2025. Also published one e-tender Supply and installation of 20 H.P submersible pump - motor set, control panel system including all alied works at Ward No. 11 for Deep tubewell based potable water supply scheme under 15th FC Tied fund vide memo no 648/DDM/GEN/25-26 Dtd 21.8.2025, Last date for dropping is 29.8.2025 and Opening on 1.9.2025
Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.–WBMAD/ULB/RSM/ 284-295/25-26 Dated 21.08.2025
E-Tenders are being Invited for : Installation of 1 (ONE) no of 9 mtr long octagonal mini mast Street light each having 5nos of 110 Watts LED Flood light fitting (MODEL BVP 192 LED 110 CW) at different places UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a)Date of uploadation: 22.08.2025 at 17-30 hrs. b) Tender Value: Rs: 1, 07, 295.00/- c) Documents download starting date & time: 22.08.2025 at 17-30 hrs. d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: 28.08.2025 at 17-30 hrs. e) Date & Time for Opening of Technical Bid: 01.09.2025 at 17-30 hrs. f) Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.
Sd/- Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF EGRA MUNICIPALITY
Egra: Purba Medinipur
E-Tender Notice
e-Tender are hereby invited by The Chairman, Egra Municipality from the eligible tenderers, Vide NI(e)T-**10/Kola Mandir/2025-26,Date-21/08/2025** Others details can be seen from the **https://wbtenders.gov.in** & Notice Board of the undersigned or website **www.egramunicipality.org.in, www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman,
Egra Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/ 283/25-26 Dated 21.08.2025
E-Tenders are being Invited for : Installation of 1(ONE) no of 9 mtr long octagonal mini mast Street light each having 5nos of 110Watts LED Flood light fitting (MODEL BVP192 LED 110 CW) in Uttar Kumrakhali near Banstala, AT WARD NO. 27 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a) Date of uploadation: 22.08.2025 at 11-00 hrs. b) Tender Value: Rs:1,07,295.37/- c) Documents download starting date & time: 22.08.2025 at 11-00 hrs. d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: 28.08.2025 at 11-00 hrs. e) Date & Time for Opening of Technical Bid: 01.09.2025 at 11-05 hrs. f) Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.
Sd/- Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি সিএমএম/ডিপো/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর দ্বারা পোর্টাল আইআরইপিএস-এর মাধ্যমে চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন লিজিং আহ্বান করছেন। যার বিশদ নিম্নরূপ ঃ **(১) ক্রমিক নং ঃ** ০১। **(২) অকশনের ক্যাটেগরি ঃ** মিস. স্ট্যাটিক জেনারেল। **(৩) ই-অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** এসটিজেন-০০২২। **(৪) অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ২৯/০৮/২০২৫, সকাল ১০:০০:০০টা। **(৫) অবস্থান ঃ আর-৭ মার্কেট, ফতেপুর মার্কেট, আর-৩ মার্কেট এবং এস পি ইস্ট মার্কেট। মোট ৩৬টি অ্যাসেট।** সকল সম্ভাব্য বিডারদের সম্পূর্ণ বিশদের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে ও (টেবল কলাম) নং-৪-তে দেওয়া সূচী অনুযায়ী উপরোক্ত ই-অকশন লিজিং-এ অংশ নিতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
[PR4/180] **এএমএম/জিএসডি, সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন**
আমাদের দেখুন ঃ www.facebook.com/clwrailways

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

যদি সত্যিই এমন হত

ক্রিমিনাল জাস্টিস-এর গল্পে হইচইয়ের ‘অ্যাডভোকেট অচিন্ত্য আইচ- সিজন টু’

বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাড়া ফেলেছে

ফিচার ডেস্ক

গত ২০২৪ সালের ৯ ই আগস্ট কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে কর্তব্যরতা একজন তরুণী চিকিৎসকের উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে তাকে হত্যা করা হয়। জঘন্যতম এই ধর্ষণ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় স্তম্ভিত, ক্রোধান্বিত, মর্মাহত রাজ্যবাসী ক্ষোভে ফুঁসে ওঠে। ক্ষোভের আগুন রাজ্য থেকে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে একটি গণ আন্দোলনের রূপ নেয়। ক্ষোভ-বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে এই রাজ্য তথা সমগ্র দেশ। স্বাধীনতার পরে এই ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ আন্দোলন আর দেখা যায়নি। দাবি ওঠে একটাই - নিজের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে এই জঘন্যতম কান্ডে মৃতা তরুণী চিকিৎসক যেন অবিলম্বে বিচার পান। ঘূন ধরে যাওয়া সিস্টেমের মধ্যে থাকা সমস্ত দোষীদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে কঠোরতম শাস্তি দিতে হবে। প্রথমে পুলিশ এবং পরবর্তীকালে সিবিআই এই তদন্তের ভার নেয়। কিন্তু আজ এক বছর সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও রাজ্যের মানুষ মনে করেন, এখনো পর্যন্ত নির্যাতিতা মৃতা তরুণী চিকিৎসক বিচার পাননি। কারণ আপাতদৃষ্টিতে একজনকে দোষী সাব্যস্ত করা হলেও, অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের কোন সদুত্তর এখনো পাওয়া যায়নি। তদন্তের অনেক বিষয়ে রয়ে গিয়েছে ধোঁয়াশা ।তাই আজও ক্ষোভের আগুন প্রশমিত হয়নি। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রতিবাদ এখনো থেমে যায়নি। এবছর ২০২৫ সালের ১৪ ই আগস্ট মধ্যরাতেও প্রতিবাদ আন্দোলন ধ্বনিত হয়েছিল এ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন অঞ্চলে।

ঠিক তার পরের দিন অর্থাৎ ১৫ ই আগস্ট ২০২৫ অনেকটা একইরকম প্রেক্ষাপটের উপর হইচই প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেয়েছে পরিচালক জয়দীপ মুখার্জির নুতন সিরিজ ক্ষ্মঅ্যাডভোকেট অচিন্ত্য আইচ সিজন টুক্ষ্ম। পকসো আইনের অধীন একটি ক্রিমিনাল জাস্টিস এর ঘটনা অবলম্বনে এই গল্পটি লিখিত হয়েছে। এই গল্পেও একটি অল্পবয়সী মেয়ে দ্যুতির (অনন্যা গুহ) ধর্ষণ এবং হত্যার অভিযোগে ড্রাইভার রণজয় (সত্যম ভট্টাচার্য) কে গ্রেফতার করে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। আসামি রনজয়ের শাস্তির দাবিতে, আর জি কর আন্দোলনের সাদৃশ্যে সামাজিক আন্দোলনের দৃশ্যপটও ক্যামেরাবন্দি করেছেন এই সিরিজের চিত্রনাট্যে পরিচালক জয়দীপ মুখার্জি। রনজয় এর স্ত্রী এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় রনজয় এর স্ত্রী কে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান ওই পাড়ার ই বাসিন্দা অ্যাডভোকেট অচিন্ত্য আইচ(ঋত্বিক চক্রবর্তী) এবং পাড়ার লোকজন। রণজয়ের ছোট্ট মেয়েটিকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য, অঞ্চলের মানুষের বিরোধিতার মুখোমুখি হন অচিন্ত্য আইচ, যার সঙ্গে সিজন ওয়ান এ দর্শকদের পরিচয় হয়েছে ইতিমধ্যেই। সরল সাদাসিধে, নিপাট ভালো মনের মানুষ অচিন্ত্য উপলব্ধি করতে পারেন যে রনজয় প্রকৃত দোষী হতে পারেনা। তাই চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও রনজয় এর পক্ষে আদালতে ডিফেন্স ল ইয়ার হিসেবে অবতীর্ণ হন অ্যাডভোকেট অচিন্ত্য আইচ এবং রনজয়ের ফাঁসির আদেশও শেষ মুহূর্তে রদ করা হয়। পকসো আইনের অধীনে কেস শুরু হয়, বিপক্ষে নামজাদা পকসো আইন বিশেষজ্ঞ আইনজীবী নন্দিনী সিনহা (সোহিনি সেনগুপ্ত)। রণজয়ের স্ত্রী হাসপাতালে মারা যায়, ছোট্ট মেয়ে নুপুর(অনুমেঘা কাহালি) অ্যাডভোকেট অচিন্ত্য ওরফে টুটুল মামার বাড়িতে তারই আদর যত্নে আশ্রয় পায়। সাদাসিধে, ন্যায়ের পক্ষে থাকা ভালো মানুষ অচিন্ত্য কালী মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে নির্দোষ রনজয় কে মুক্ত করতে এবং একযোগে নুপুর এবং ভিকটিম দ্যুতির জন্য ন্যায়ের লড়াইতে নামেন। অভিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী সীতারাম গাঙ্গুলীর (শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়) পরামর্শ গ্রহণ করেন। এই দুরুহ কাজে অ্যাডভোকেট অচিন্ত্য কে সাহায্য করেন, তারই হবু স্ত্রী গীতা(খেয়া চট্টোপাধ্যায়) এবং সাগরেদ ভীম (দেবরাজ ভট্টাচার্য)। এরপর নানান ঘটনাপ্রবাহ এবং আদালতে আইনি মারপ্যাঁচের মধ্য দিয়ে গতিশীল চিত্রনাট্য এগিয়ে চলে। টান টান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে সাতটি পর্বের সিরিজটি দর্শক কে ছবিটির শেষ দৃশ্য পর্যন্ত আটকে রাখবে। প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষিতের ওপর যদি কোন গল্পের চিত্রনাট্য লেখা হয়, স্বাভাবিক নিয়মেই সেই চিত্রনাট্য দর্শকদের মনে স্থান পায় - আর এখানেই পরিচালকের মুন্সিয়ানা। সিরিজটি দেখতে দেখতে দর্শকদের মনে হতেই পারে-- যদি সত্যিই এমন হতো, যদি সত্যিই আমাদের সমাজে অ্যাডভোকেট অচিন্ত্য আইচের মত মানবিক, সহানুভূতিশীল, ন্যায় পরায়ন কোন মানুষ বা কোন সংস্থা থাকতো, তাহলে হয়তো বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদতো না। যাই হোক সিরিজটিকে সফল করেছে, চিত্রনাট্যের সঙ্গে মানানসই অভিনয়। ঋত্বিক চক্রবর্তী এবং সোহিনী সেনগুপ্ত চরিত্রে অভিনয় করেছেন না বলে, চরিত্র যাপন করেছেন বললে অত্যুক্তি হবে না। আর একজনের কথা না বললেই নয় - দেবরাজ ভট্টাচার্য অসাধারণ অভিনয়শৈলী দিয়ে তিনি, তার জাত চিনিয়েছেন। সত্যম ভট্টাচার্য, দুলাল লাহিড়ী, রুপাঞ্জনা মিত্র, সোমক ঘোষ এবং আরও অন্যান্য চরিত্ররা প্রত্যেকেই সাবলীল এবং সচ্ছন্দ অভিনয়ের মাধ্যমে চিত্রনাট্যটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। সিরিজটিতে ব্যবহৃত গান গুলিও যথেষ্টই শ্রুতিমধুর। সামগ্রিক চিত্রায়ন এবং সংলাপ যথেষ্ট প্রশংসাযোগ্য। আদালত কক্ষের শেষ দৃশ্যের শেষ সংলাপটি মনে দাগ কেটে যায়। মোশন ওয়েভ প্রোডাকশনের ব্যানারে হইচই এর প্ল্যাটফর্মে অ্যাডভোকেট অচিন্ত্য আইচ-সিজন টু সমাদৃত হয়েছে।

‘মানুষ যদি আমাকে থ্রিলার বা অ্যাডভেঞ্চার নির্মাতা হিসেবে মনে রাখে, আমার তাতে আপত্তি নেই, বরং বেশ গর্বই হবে’: সায়ন্তন ঘোষাল

টলিউডের অন্যতম পরিচালক সায়ন্তন ঘোষালের সঙ্গে, খোলামেলা আড্ডায় শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়।

প্রশ্ন — সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে আপনার পরিচালনায় ‘রবীন্দ্র কাব্য রহস্য’। এই সিনেমাটি নিয়ে আপনি কতটা আশাবাদী?

উত্তর — ‘রবীন্দ্র কাব্য রহস্য’ সিনেমাটি মুক্তির আগেই আমাকে অনেক কিছু দিয়ে ফেলেছে। প্রথমত এমনই একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে থ্রিলার বানানো- আমার বিশ্বাস, হিমাংশু ধানুকার মতো প্রযোজক ছাড়া এই পাগলামো আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আর কোন প্রযোজক করতেন না। তাই আমি তার প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ, এই ছবিটিতে বিনিয়োগ করার জন্য এবং আমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য। ছবিটি তৈরি হয়ে যাওয়ার পর আমাদের মনে হয়েছিল, এটা একেবারেই অন্যরকম অভিজ্ঞতা - শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একেবারেই আলাদা স্বাদের। তাই আমি নিজে থেকে খুব একটা উৎসাহী ছিলাম না, তবু স্ত্রীর জোরাজুরিতে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভাল অফ গোয়া তে পাঠাই ছবিটি। সত্যি বলতে কি, বিস্ময়ের সীমা থাকে না যখন দেখি, ভারতবর্ষের মাত্র ২৫ টি ছবির মধ্যে, এই ছবিটি ইন্ডিয়ান প্যানোরামা বিভাগে নির্বাচিত হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এই ছবিটি ইউনেস্কো গান্ধী মেডাল অ্যাওয়ার্ড এর জন্যও মনোনয়ন পায়। যা সত্যিই এক বিরল সম্মান। যখন আইএফএফআই- তে প্রিমিয়ার হল, তখন দর্শক এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়া আমাদের এই ছবিটিকে যা ভালবাসা এবং সমাদর দিয়েছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। এ ছবি কোন পিকনিক মুডের সিনেমা নয়, মানে নিছক বিনোদনের জন্য তৈরি করা নয়। আমার দৃঢ় ধারণা, বহু বছর পর মানুষ যদি আমার নাম কখনো মনে করেন, তাহলে তারা নির্দ্বিধায় এই ছবিটির কথাও বলবেন। সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

প্রশ্ন — আপনার ছবিগুলি দেখলেই বোঝা যায়, প্রধানত আপনি থ্রিলার ঘরানাকেই প্রাধান্য দেন। একজন ছবি নির্মাতা হিসাবে থ্রিলারকেই প্রথম পছন্দ কেন?

উত্তর — থ্রিলার এবং অ্যাডভেঞ্চার আমার কাছে নিছক ঘরানা নয়। ছোটবেলা থেকে আমি এই ধরনের গল্পের মধ্যেই বড় হয়েছি। ইন্ডিয়ানা জোন্স, যস্, জুরাসিক পার্ক, ফেলুদার বিভিন্ন কাহিনী না জানি আমি কত হাজার হাজার বার দেখেছি। তাই যখন স্বাভাবিকভাবেই প্রথম সিনেমা করার কথা ভাবি, তখন মাথায় আসে ‘যকের ধন’এর মত গল্প। আমি বিশ্বাস করি, যেসব গল্প হৃদয় থেকে আসে- সেগুলোর মধ্যে আলাদা একটা সহজাত সততা থাকে - জোর করে আনা নয়। আর সেই সততার প্রতিফলনই তো দেখা যায় পর্দায়। মানুষ যদি আমাকে থ্রিলার বা অ্যাডভেঞ্চার নির্মাতা হিসেবেই মনে রাখে, আমার তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই -বরং বেশ গর্বই হবে।

প্রশ্ন — ২০২০ সালে আপনার পরিচালিত ওয়েব সিরিজ ‘লালবাজার’ জনপ্রিয় হয়েছিল এবং দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছিল। বহুদিন ধরে দর্শকরা অধীর অপেক্ষায় লালবাজারের সিজন ২ এর জন্য। এ বিষয়ে আপনার পরিকল্পনা কি?

উত্তর — লালবাজার বললেই আজও মানুষের মুখে এক ধরনের উজ্জ্বলতা দেখতে পাই। সত্যিই তখন সেই সিরিজ টি দারুন জনপ্রিয় হয়েছিল। এমনকি মুম্বাই ইন্ডাস্ট্রির অনেক মানুষ আমাকে এখনো ক্ষ্মলালবাজারক্ষ্ম এর কথা বলেন। যা নিঃসন্দেহে খুব আনন্দ এবং উৎসাহের বিষয়। তবে সত্যি কথা বলতে কি ক্ষ্মলালবাজারক্ষ্মএর দ্বিতীয় সিজন হবে কিনা সেটা পুরোপুরি আমার হাতে নেই। এই সিদ্ধান্ত একমাত্র ‘জি’ এর পক্ষ থেকেই আসতে পারে। আপাতত তাই কোন পরিকল্পনা নেই। তবে যদি কখনো ক্ষ্মজিক্ষ্ম এর পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়, আমি তো দারুণ খুশি হব। বরং প্রথম সিজনের তুলনায় অনেক বড় ক্যানভাসে, আরো গভীরভাবে গল্পটাকে গড়ে তুলতে চাই। অপেক্ষায় রইলাম, দেখা যাক।

প্রশ্ন — আগামী দিনে মুক্তি পেতে চলেছে শার্লক হোমসের গল্প অবলম্বনে, আপনার পরিচালিত ‘সরলাক্ষ হোমস্’। এই ছবিতে শার্লক এবং ওয়াটসন চরিত্রে যথাক্রমে ঋষভ বসু এবং অর্ণ মুখোপাধ্যায় কে বেছে নেওয়ার কারণ কি?

উত্তর — ‘সরলাক্ষ হোমস’ আমার একটি অত্যন্ত প্রিয় প্রজেক্ট। শার্লক হোমস নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা আমার বহুদিনের। খুব ছোটবেলায় কাগজের পাতা উল্টে, এই শার্লক হোমস চরিত্রের সঙ্গে আমার পরিচয়। আপন হৃদয়ে সেই মুগ্ধতা আজও বহন করে চলেছি। এবার প্রযোজক এই ছবিটি বানানোর ক্ষেত্রে আমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন, ফলে মনের মত করে এই ছবিটা বানাতে পেরেছি। কাস্টিং এর সময় আমার খুব স্পষ্ট একটি ভাবনা ছিল- আমি এমন কাউকে চাইছিলাম, যারা কোন রকম ব্যাগেজ ছাড়া আসবে। মানে, আগে থেকে খুব পরিচিত গোয়েন্দা চরিত্র বা একই ঘরানার ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকদের মধ্যে যাদের জন্য একটা স্থির ছাপ তৈরি হয়ে গেছে, তাদের চাইনি। কারণ তাতে চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঋষভ এবং অর্ণ সেই দিক থেকে একেবারে নিখুঁত। ওরা দুজনেই খুবই দক্ষ অভিনেতা এবং সবচেয়ে বড় কথা, নিজেদের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে এই চরিত্রগুলিকে নিজেদের মতো তৈরি করেছে। শার্লক আর ওয়াটসন আমাদের ছবিতে সরলাক্ষ এবং তার সহচর- এরা আর কেবল ‘ডয়েল’এর পাতায় থাকা চরিত্র নয়, ওদের ব্যক্তিত্ব, অভ্যাস, টানাপোড়েন সবকিছুই ঋষভ এবং অর্ণ এর মাধ্যমে নতুন এক প্রাণ পেয়েছে। আমার বিশ্বাস দর্শকেরা এই নতুন ব্যাখ্যাকে সাদরে গ্রহণ করবেন।

মিঠি চরিত্রটি আমার অভিনয় জীবনের একটি পালক: ঐশী

সম্প্রতি বহুল জনপ্রিয় সিরিয়াল ‘চিরসখা’র মিঠি চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেত্রী ঐশী ভট্টাচার্য। তার সাথে সরাসরি আলাপে সাংবাদিক শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়।

প্রশ্ন: অভিনয় জগতে কিভাবে আসা মানে অভিনয়ের যাত্রা টার কিভাবে সূচনা ঘটে সেটা যদি একটু শেয়ার করেন ?

আমি আড়াই বছর বয়স থেকে তকত্থকদ শিখতাম এবং যার কাছে আমি প্রশিক্ষণ নিতাম তিনি আমার মাকে একদিন আমার অভিনয় করার জন্য প্রস্তাব দেন। এরপর মায়ের হাত ধরে স্টুডিওতে গিয়ে ছবি জমা দিয়ে আসি। হঠাৎই একদিন অডিশন এর জন্য আমার ডাক আসে আমি গিয়ে অডিশনটা দিই। সৌভাগ্যবশত আমার নাম সিলেক্ট হয়ে যায়। সেই থেকেই আমার অভিনয়ের শুরু। বলাই বাহুল্য ৬ বছর বয়স থেকে আমার অভিনয় কেরিয়ারের সূচনা হয়েছে।

প্রশ্ন: বর্তমানে চিরসখা সিরিয়ালটা প্রচুর জনপ্রিয়তা এবং টিআরপি অর্জন করেছে? এই চিরসখা সিরিয়ালে মিঠির চরিত্রে অভিনয় করছেন আপনি? কিভাবে নিজেকে মিঠি চরিত্রের জন্য প্রস্তুত করলেন?

চিরসখা সিরিয়ালটা বাস্তবেই প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আট থেকে আশি সকলেই এই সিরিয়ালটি দেখছেন। মিঠি চরিত্রটিও সকলের ভালোবাসা পেয়েছে। এই চরিত্রটিতে বলতে গেলে অভিনয় করার সময় লীনা আন্টি মানে লীনা গঙ্গোপাধ্যায় এর স্ক্রিপ্ট আমাকে প্রচন্ডভাবে সহায়তা করেছে। লীনা আন্টির স্ক্রিপ্ট এতটাই গোছানো এবং সুন্দর করে সাজানো যে আমি অল্প একটু পরিশ্রম করলেই সুন্দরভাবে কাজটা করে উঠতে পারি। এছাড়া এই সিরিয়ালটির পরিচালক দিগন্ত সিনহা

আমাকে অনেক সহায়তা করেছে। তাছাড়া সর্বোপরি যাদের সাহচর্যে আমি আমার এই চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি তারা আমার সমস্ত সহ অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরা। এই ভাবেই আমার মিঠি চরিত্রটি তৈরি হয়েছে।

প্রশ্ন: মিঠির চরিত্রটি আপনাকে কতটা জনপ্রিয়তা দিয়েছে মানে আপনি পাবলিক রেসপন্স দেখে কি বুঝতে পারছেন?

সমাজ মাধ্যমে দর্শকের প্রত্যুত্তর এবং রেসপন্স থেকে বুঝতে পারছি যে মিঠি চরিত্রটি আমাকে একটা পরিচিতি সত্যিই দিয়েছে ।আমি এর আগে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছি। সেগুলি যেমন আমার একটি পালক তেমনি মিঠি চরিত্রটি আমার অভিনয় জীবনের একটি পালক।

প্রশ্ন: অনুসূয়া মজুমদার, অপরাজিতা ঘোষ এবং সুদীপ মুখার্জির সাথে স্ক্রিন শেয়ার করার অভিজ্ঞতা কেমন?

অনুসুয়াদি সিনিয়র একজন অভিনেত্রী। বহু বছর ধরে অভিনয় জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। উনাকে আমরা দেখি এই বয়সেও খুব উদ্যমের সাথে প্রতিদিন সেটে উপস্থিত হতে। এমনকি মাঝে মাঝে আমাদের অনেক সময় শুটিং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করতে হয় কিছু শর্ট এর জন্য সেক্ষেত্রে এই বয়সেও অনুসূয়াদিকে আমরা দেখি তিনি অনেকক্ষণ একটানা দাঁড়িয়ে শর্ট দিচ্ছেন এবং নিজের সংলাপ পাঠ করছেন। এতে কিন্তু উনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি বোধ করেন না। অপরাজিতা দি মানে অপাদির সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক। অপাদির সাথে এটা আমার প্রথম কাজ। সিরিয়ালটা যখন শুরু হয় আমি তখন ঠিকই করে নিয়েছিলাম যে অপাদির থেকে অনেক কিছু শিখবো এবং সত্যি বলতে কি আমি এই সিরিয়ালের শুটিং করতে করতে অপাদির কাছ থেকে যেমন অনেক জ্ঞান অর্জন করেছি তেমনই বাস্তবে মানব জীবনের ক্ষেত্রেও আমি অপাদির কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। সুদীপদার সাথেও কাজের অভিজ্ঞতা দারুন। আমরা এর আগেও একসাথে শ্রীময়ীতে কাজ করেছি। সেখানে আমাদের বাবা ,মেয়ের সম্পর্কটা খুবই ভালো ছিল। এই সিরিয়ালেও নতুন কাকুর চরিত্রে সুদীপদার সাথে আমার বন্ডিংটা খুবই ভালো। আমরা তো মাঝে মাঝেই বলি যে আমরা হচ্ছি বাবা মেয়ে জুটি ।

প্রশ্ন: অবসর সময় বা ছুটির দিনে কি করেন কিভাবে দিনটা অতিবাহিত করেন?

আমার বাড়িতে থাকতে খুব ভালো লাগে। বই পড়ে সময় কাটাই। মাঝে মধ্যে কখনো কখনো ভালো সিনেমা দেখে আসি। এমনও হয়েছে যে শুটিংয়ের মাঝখানে কোন কাজ না থাকলে সিনেমা দেখে এসেছি।

প্রশ্ন: বর্তমানে নারী পরিস্থিতি নিয়ে আপনি কি বলবেন, বিশেষ করে নারী সুরক্ষা নিয়ে? এই যে এতগুলো কর্মকাণ্ড হয়ে গেল? এর থেকে মুক্তির উপায় কি আপনি কি বলেন? কিভাবে এগুলোকে প্রতিরোধ করা যায়?

বর্তমানে নারী পরিস্থিতি খারাপ এমনটা নয় নারী পরিস্থিতি আগেও খারাপ ছিল। নারী সুরক্ষা আগেও যে খুব একটা ভালো ছিল তেমনটা নয়। প্রতিনিয়তই নারী অবমাননা ঘটছে আমাদের চারপাশে। বলতে গেলে প্রায় প্রতিদিনই নারী সম্মান ক্ষুন্ন হচ্ছে। সবটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কিছু কিছু ঘটনা আমাদের চোখে পড়ে এবং বেশিরভাগটাই হয়তো চোখে পড়ে না। এর প্রতিরোধের উপায় একটাই তা হচ্ছে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, অন্তত আমার মতে।